CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

23

आम्नाय–ग्रन्थालय,
[illegible]
वाराणसी-5

आम्नाय–ग्रन्थालय,
[illegible]
वाराणसी-5

...ालय
...राणसी-५

Dr. Urmila Sharma.Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

R. C. Sharma

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, करौंदा
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রন্থ পরিচয়।

বেদ "রসো বৈ সঃ" বলিয়া যে রসের সংবাদ দিতেছেন, প্রেমভক্তি রসেই তাহার মুখ্য পর্য্যবসান। যেহেতু অখণ্ড-আনন্দমূর্ত্তি শ্রীভগবানও সেই প্রেমভক্তিরস আস্বাদনের জন্য কাঙ্গাল এবং অধীন। নানা ভক্তের প্রেমভক্তি রস জাতি ও পরিমাণ অনুসারে বহুপ্রকার হইলেও শ্রীভগবানই সেই সকলের বিষয় ও আশ্রয়। অর্থাৎ শ্রীভগবান স্বভাবতঃই ভক্তের প্রীতির বিষয় কিন্তু "ভক্তভক্তিমান" বলিয়া ভক্তের ভক্তি অনুসারে তিনিও ভক্তকে প্রীতি করিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তবিষয়িনী প্রীতির আশ্রয়ও হইয়া থাকেন। প্রীতির বিষয় শ্রীভগবানের আবির্ভাবের ন্যূনাধিক্য অনুসারে প্রেমভক্তিরসেরও ন্যূনাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। আংশিক ভগবদাবির্ভাবে প্রীতি ও আংশিক, পূর্ণ ভগবদাবির্ভাবে প্রীতিও পূর্ণা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলিয়া তাঁহাতে প্রীতিও পূর্ণা। শ্রীভবৎপ্রীতিও সোপাধি ও নিরুপাধি ভেদে দুই প্রকার। যে স্থানে সোপাধি প্রীতি, সেই স্থানে প্রীতির বিমলতা নাই বলিয়া আস্বাদনও বিমলতাহীন। আর যে স্থানে নিরুপাধি প্রীতি সেস্থানে আস্বাদন বা রসও বিমল। প্রীতিগর্ভে উপাধি অনেক প্রকার থাকিলেও মুখ্য দুই প্রকার। এক প্রীতিমান ভক্তের স্বসুখতাৎপর্য্য, দ্বিতীয় শ্রীভগবানের অলোকসামান্য ঐশ্বর্য্যাদি অবলম্বনে প্রীতি। যেমন কোন গায়কের গান করিবার ক্ষমতার দৃষ্টিতে যেস্থানে প্রীতি জন্মে সেস্থানে ঐ ব্যক্তিকেই প্রীতি করা হয় না, তাহার সুন্দর গান করিবার ক্ষমতাকেই প্রীতি করা হয়। তেমনই শ্রীভগবানের দিনকে রাত করিবার এবং রাতকে দিন করিবার অদৃষ্ট অশ্রুতার ক্ষমতা প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া যে প্রীতিটীর উদয় হয় তাহাও সোপাধি। নিরুপাধি প্রীতি কিন্তু কেবল শ্রীভগবানকেই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুরভাবে মোর প্রভু, মোর সখা, মোর পুত্র, মোর প্রাণপতি এই বিশুদ্ধ সম্বন্ধ অবলম্বনেই আবির্ভূত হইয়া থাকে।

সেইজন্য শ্রীশ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীলদেবী পৌর্ণমাসী স্বারসিক প্রেমের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া॥

যে প্রেমে প্রশংসা করিলে তটস্থতা প্রাপ্ত হইয়া চিত্তের বেদনা বিধান করে, নিন্দা করিলে পরিহাস রস পোষণ করিয়া আনন্দ প্রদান করে, প্রিয়জনের দোষ দর্শনে যে প্রেম ক্ষয় হয় না, গুণ দর্শনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, স্বাভাবিক কোনও অনির্ব্বচনীয় প্রেমে এই রীতিটী প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সর্ব্বপ্রকার নিরুপাধি প্রেমের একমাত্র পরমাশ্রয় শ্রীব্রজবাসীজন। যেহেতু শ্রীব্রজবাসীজন শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেও কোনও প্রকার সাধ্বস ও সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়েন না। সেই প্রেম—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যেও গুণাধিক্যে আস্বাদনের আধিক্য, আছে বলিয়া দাস্য হইতে সখ্য, সখ্য হইতে বাৎসল্য ও বাৎসল্য হইতে মধুরে আস্বাদনের আধিক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই বিশুদ্ধ মধুর রসের আশ্রয়—শ্রীলব্রজাঙ্গনাগণ, বিষয় শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্ব শিখিপিঞ্ছবিভূষণ কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের মূলাশ্রয় প্রকটিত নরাকৃতি সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীপাদ শুকমুনি রসময় শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত অংশস্বরূপভগবানে প্রীতি-যুক্ত ভক্তচরিত্র অনুক্রমে বর্ণন করিয়া অবশেষে দশম আশ্রয়-পদার্থ শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিযুক্ত ভক্তগণের মধ্যে কোন ভক্ত অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে কি পরিমাণে আস্বাদন করিয়াছেন, সেই সেই ভক্তের প্রেমপরিপাটীর সুপরিচয় দিবার জন্য দশম-স্কন্দে নবতি (নব্বই) অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লীলা বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ বাল্যলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে বাৎসল্যপ্রেমবতী শ্রীযশোদা এবং বৎসল মুকুটমণি শ্রীল ব্রজরাজ কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রেমপরিপাটী বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে বিশুদ্ধ সখ্যরসের পাত্র সুবল শ্রীদামাদি অনাবিল সখ্য-ভাবে কি প্রকারে ও কি পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিয়াছেন তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে নিরুপাদি মধুররসের পাত্রী শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের দেহ ও দৈহিকাধি উপেক্ষাকারী এবং আত্মধর্ম্ম লোকধর্ম্ম ও লজ্জাত্যাজক পূর্ব্বানুরাগ বর্ণন করিয়া রাসপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের অনুরাগ পরিপাটী সহ আস্বাদনের প্রকার ও পরিপাটী বর্ণন করিয়া গোপীপ্রেমের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পরিলেন না। যেহেতু সম্ভোগরসের বর্ণন দ্বারা প্রেমের পরাকাষ্ঠাও আকুলতা-ময় আবেশ পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারা যায় না,বিপ্রলম্ভ-রসবর্ণনে বাহিরের মানুষও প্রেমের পরিচয় পাইতে পারে, যেমন একটী বৃহৎ হস্তী যখন স্বচ্ছন্দভাবে পথে চলে তখন তাহার শরীরে কতটা বল আছে কেহ পরিচয় করিতে পারে না। যখন সেই হস্তী স্বচ্ছন্দ গতির বাধক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, তখন সেই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য শরীরের সামর্থ্য যথাসাধ্যরূপে প্রকাশ করিলে, সকলে সেই হস্তীর সামর্থ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হয়। তেমনই সম্ভোগরসে নিজ প্রিয়তমকে যথেচ্ছভাবে আস্বাদন করিতে পায় বলিয়া সেই অবস্থায় অনুরাগের বল ও পরিমাণ বুঝিতে পারা যায় না। বিরহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যখন ইচ্ছানুরূপ নিজ প্রিয়জনকে আস্বাদন করিতে পারে না, তখনই তাহাদের আন্তরিক অনুরাগময় অকুলতা বাহিরে প্রকাশ পায় বলিয়া রসিক-সমাজ সেই অনুরাগের বল চিনিয়া লইতে পারে। সেই-জন্য শ্রীপাদ শুকমুনি বিপ্রলম্ভরসময় উদ্ধবসংবাদটী বর্ণন করিয়া রসিক ভক্তসমাজের নিকটে বাৎসল্য প্রেমের পরমাশ্রয় শ্রীলব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর আকুলতাময় আবেশ ও বিশুদ্ধ পুত্র-ভাবময় প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন যাহাতে শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় রাশি রাশি তত্ত্বউপদেশ করিয়াও তাঁহাদের পুত্রভাব সঙ্কোচ করিতে ও আকুলতা কিছুমাত্র কমাইতে পারিলেন না। ইহা দ্বারা শ্রীলব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ বাৎসল্য ভাবের বিজয় ঘোষণা করা হইয়াছে। তৎপর শ্রীলব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমের নিরুপাধিত্ব এবং গাঢ় আকুল আবেশ দেখাইয়া পরে দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধিকার মোহনাখ্য মহাভাবের চিত্র-জল্পময় লীলা বর্ণন করিয়া শ্রীরাধাপ্রেমের সর্ব্বোৎকর্ষতা এবং শ্রীরাধার কৃষ্ণময়ীত্ব ও শ্রীকৃষ্ণকথাকীর্ত্তনে বিরতির অসামর্থ্য উল্লেখ করিয়া শ্রীরাধাপ্রেমের অসমোর্দ্ধত্ব দেখাইয়াছেন। সম্বিৎ-শক্তির সাক্ষাৎ মূর্ত্তিরূপ এবং লোক-দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, পরম তত্ত্বজ্ঞ শ্রীউদ্ধব মহাশয়ও বহুল পরিমাণে নিজ বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াও তাঁহাদের গাঢ় আকুলতা কমাইতে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি আনিতে না পারিয়া নিজেই তাঁহাদের চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী এই প্রীতিমাধুর্য্যের সংবাদ জানাইয়া সকল রসিক ভক্তগণকে শ্রীলগোপীচরণে আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের ভক্তপ্রেমবশ্যতাময়ী যত যত লীলা বর্ণিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ব্রজলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যেও শ্রীরাসলীলা শ্রেষ্ঠতর, এবং দিব্যোন্মাদময়ী ভ্রমরগীতি শ্রেষ্ঠতম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়-গ্রন্থালয়, দরবনিয়া, কবীর বারাণসী-১

শ্রীশ্রীউদ্ধব-সংবাদ

বন্দে তাং মাতরং দেবীমজ্ঞানধ্বান্তনাশিনীং
শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রদানেন চক্ষুরুন্মিলিতং যয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণচৈতন্য ! সসনাতনরূপক !
গোপাল ! রঘুনাথাপ্ত ! ব্রজবল্লভ ! পাহি মাং ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

রসিকশেখর ও পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ অনাবিল প্রীতিরসের ধাম শ্রীব্রজ ছাড়িয়া শ্রীমথুরা যাইলেন কেন ? এবং যদিও যাইলেন, তবে কংসবধ করিয়া ব্রজে আসেন নাই কেন ? ব্রজবাসিগণই বা শ্রীকৃষ্ণবিরহে দিবা-রজনী মর্ম্মপীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়াও মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন নাই কেন ? এই সকল সংশয়ের মীমাংসা প্রথমতঃ হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপটী প্রেমাধীন। যাহার যে পরিমাণ ও যে জাতীয় প্রেম, সেই প্রেমের জাতি ও পরিমাণ অনুসারে তিনি অধীন হইয়া থাকেন। যদ্যপি শ্রীলব্রজবাসিগণের প্রেম যেমন একদিকে নিরুপাধি, তেমনই অপরদিকে পরিমাণগত উন্নত এবং সেই বিশুদ্ধ বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ রসিকশেখর-নামের সাফল্য বিধান করিয়াছেন, তথাপি তিনি মথুরা-বাসী যাদবগণের প্রেমে উদাসীন হইতে পারেন না। তন্মধ্যেও জনক-জননী শ্রীল বসুদেব-দেবকীর প্রেমবশ্যতা পরিত্যাগে অসমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের জন্যই শ্রীবসুদেব দেবকী কংসকর্ত্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া কতই না যাতনা ভোগ করিতেছেন, প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীল ব্রজবাসিজনের জাতি ও পরিমাণগত সর্ব্বপ্রকারে উন্নত প্রীতিরস আস্বাদনে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীল বসুদেব-দেবকীর প্রতি উদাসীন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তবাৎসল্য-গুণের ব্যাঘাত ঘটিত। তিনি বড়প্রেম পাইলেও ছোট প্রেমের প্রতি উদাসীন হয়েন না, এটী তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ ধর্ম্ম। এদিকে যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবান্ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন বলিয়াই কংস-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হওয়ায় ছদ্মবেশে হীন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কুরু-পাঞ্চাল কেকয় প্রভৃতি দেশে গুপ্তভাবে বাস করিতে-ছেন। এবং তাঁহাদের পত্নীগণও প্রচ্ছন্নরূপে দেশদেশা-ন্তরে আত্মসংগোপন করিয়া বাস করিতেছেন। এমন কি শ্রীবসুদেব মহাশয়ের অষ্টাদশপত্নীমধ্যে কেবল শ্রীদেবকী-দেবীই শ্রীল বসুদেব মহাশয়ের নিকটে ছিলেন। শ্রীল রোহিণীদেবী রজনীযোগে শ্রীল বসুদেব মহাশয় কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে প্রেরিত হইয়া শ্রীব্রজে বাস করিতেছেন। অন্য ষোড়শটী পত্নী দেশ দেশান্তরে গুপ্তভাবে ছিলেন। এই প্রকার যাদবগণের দুঃখরাশি চিন্তা করিয়া দীন-দয়ার্দ্র-করুণাম্বুধি-ভক্তজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দ যদি শ্রীমথুরায় যাইয়া কংসকে বধ করত শ্রীল বসুদেব দেবকীকে কারাগৃহ হইতে মোচন না করিতেন, এবং পরমভক্ত যাদবগণ ও তাঁহাদের পত্নীগণকে দেশদেশান্তর হইতে মথুরায় আনিয়া তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান না করিতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও শরণাগতজনপালকত্ব গুণের উপরে রাশি রাশি দোষের আরোপ হইত। এই অভি-প্রায়েই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজ হইতে শ্রীমথুরাপুরে আগমন করেন। মথুরায় আসিয়া প্রথমতঃ ভক্তদ্বেষী-অসুররাজ-কংসকে নিহত করিয়া শ্রীল বসুদেব-দেবকীকে কারাগার হইতে মোচন করেন। শ্রীকৃষ্ণ একাদশবর্ষকাল পর্য্যন্ত ব্রজে ছিলেন, তৎপর নরলীলার দৃষ্টিতে উপনয়নের কাল অতিবাহিত হয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়া প্রথমে অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে উপনীত হইলেন এবং গায়ত্রী-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তৎপরেই গৃহীত গায়ত্রীর পুরশ্চরণের জন্য শ্রীগুরুগৃহবাস, শ্রীগুরুসেবা ও সাঙ্গবেদ অধ্যয়নের জন্য অবন্তীনগরে সন্দীপনিমুনিগৃহে শ্রীবলদেবচন্দ্রের সহিত গুপ্তভাবে বাস করিবার জন্য গমন করেন। সঙ্গে একটী ভৃত্যও লইয়াছিলেন না, গুপ্তভাবে যাইবার ও সঙ্গে ভৃত্য না লইবার রহস্য এই যে,—

যদি গুরুগৃহে গুপ্তভাবে না যাইতেন তাহা হইলে দুষ্টচিত্ত জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুররাজগণ "শ্রীকৃষ্ণ এখন মথুরায় নাই, যাদবগণ এখন নিরাশ্রয়" এই ভাবিয়া যাদবগণের প্রতি প্রচুরতর দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্ত হইত। তখন মানবলীলাদৃষ্টিতে কোনই প্রতিকার করিতে পারিতেন না। যেহেতু তিনি তখন ব্রহ্মচারীর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীর পক্ষে অস্ত্রধারণ শাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। এইজন্যই মাত্র দুই চারিটী অতি অন্তরঙ্গ যাদব ভিন্ন গুরুগৃহে গমনের সংবাদ অপর কেহই জানেন না। শ্রীল ব্রজরাজ নন্দ বাবাও প্রতিদিন নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের উপভোগের জন্য যে ভৃত্যের দ্বারা নবনীত প্রভৃতি পাঠাইয়া থাকেন, তাহারই মুখে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শুনেন; কিন্তু এই দুইমাসকাল অবন্তীনগর হইতে শ্রীকৃষ্ণের কুশল জানিতে পারেন নাই বলিয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীল ব্রজবাসিগণের সংবাদ না পাইয়া ও নিজ সংবাদ দিতে না পারিয়া খুবই কাতর মনে শ্রীগুরুগৃহে বাস করিতেছিলেন। তবে বহুলভক্তনিষ্ঠচিত্ত বলিয়া গাম্ভীর্য্যসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ধৈর্য্য ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দুইমাসকাল গুরুগৃহে বাস করতঃ চতুঃষষ্টি কলায় সুবিচক্ষণতা লাভ করিয়া যমগৃহ হইতে শ্রীগুরুপুত্র মধুমঙ্গলকে আনিয়া শ্রীগুরুদক্ষিণা অর্পণ করতঃ শ্রীমথুরায় আগমন করেন। এত অল্প সময় শ্রীগুরুগৃহে বাসের কারণও শ্রীল ব্রজবাসিজনার বিরহে কাতরতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যদ্যপি তিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রেরণা করিয়া যাথার্থ্য অনুভব করাইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে ভগবত্তা-দৃষ্টিতে শ্রীগুরুগৃহবাস ও সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করার কোনই আবশ্যকতা নাই বটে, তথাপি নরলীলায় লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শ্রীগুরুসেবা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। এই লীলা-দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে, যে যত বড়ই হওনা কেন শ্রীগুরুকৃপা ভিন্ন কেহই পূর্ণমনোরথ হইতে ও বিমলা-শান্তি লাভ করিতে পারিবে না এবং শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ ভিন্ন শাস্ত্রের যথার্থ রহস্য হৃদয়ে অনুভব হয় না। এই অভিপ্রায়ে ১০।৮০ অধ্যায়ে স্বয়ংই শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

> কচ্চিদ্গুরুগৃহে বাসং ব্রহ্মন্ স্মরসি নৌ যতঃ।
> দ্বিজো বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমশ্নুতে॥
> ইথং বিধান্যনেকানি বসতাং গুরুবেশ্মনি।
> গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে॥

শ্রীকৃষ্ণ নিজসখা শ্রীদামকে কহিলেন—"হে সখে! তোমার গুরুগৃহে বাসের কথা মনে আছে কি? যে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতীয় দ্বিজ বিজ্ঞেয়-তত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কে অনুভব করিয়া মায়া অতিক্রম করতঃ পারমার্থিক বস্তুর আস্বাদন লাভ করিতে পারেন।" এইরূপ শ্রীগুরুকৃপার মহিমা প্রচুরতর ভাবে বর্ণন করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন। "হে ভ্রাতঃ! শ্রীগুরুগৃহে বাস কালে অনেক হীন সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ছিলাম। মানবমাত্র একমাত্র শ্রীগুরুকৃপাতেই পূর্ণকাম হইতে ও পরাশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।" তাহাই নিজে আচরণ দ্বারা জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিলেন।

কোন একটী ভৃত্যও সঙ্গে না লইবার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের মনে ইহাই ছিল যে, আমি স্বয়ংই শ্রীগুরুর সেবক হইবার জন্য যাইতেছি। যদি কোন সেবক সঙ্গে লইয়া যাই, তাহা হইলে সেই সেবক আমাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন ও সেবা করিলে আমার নিজের সেবকাবেগের প্রতি আঘাত করিবে। আবেগের উপর আঘাত বড়ই দুঃখদায়ী। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শ্রীগুরুগৃহবাসের পর শ্রীমথুরায় আসিয়া শ্রীল ব্রজবাসিদের বিরহবেদনা ভাবিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। নির্জ্জনে বসিয়া কেবল ভাবিতেন "কি উপায়ে ব্রজবাসিজনের মদ্বিষয়ক-বিরহ-জনিত বেদনা দূর করিতে পারি। আমি ব্রজ হইতে আসিবার সময় শ্রীল-ব্রজাদনাগণের নিকটে পুনঃপুনঃ দূত পাঠাইয়া বলিয়া আসিয়াছিলাম—আমি সত্বরই আসিব; কিন্তু আমার সে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

...নিধি, কবীরা
বারাণসী-5

বাক্য রক্ষা করিতে পারিলাম না, আমার নিজের ব্রজে যাওয়ারও কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। পিতামাতা শ্রীল বসুদেব দেবকীর অনুমতি না লইয়া ব্রজে গমন করিলে বাবা ব্রজরাজ সুখী হইবেন না, কারণ তাঁহারা আমাকে পাইয়াই সুখী নহেন, আমার সার্ব্বাঙ্গীন কুশলের সহিতই আমাকে পাইতে চাহেন। যাইবামাত্রই বাবা ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিবেন, 'বসুদেব দেবকীর অনুমতি লইয়া আসিয়াছ কিনা? তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে আমার অকল্যাণ ঘটিবে এই ভাবিয়া বাবা, মা আমার অনিষ্ট'শঙ্কায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িবেন। অথচ প্রতিদিন ভোজনসময়ে পিতামাতা শ্রীল বসুদেব-দেবকীর নিকট ব্রজে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাঁহারা কেবল অজস্রভাবে চক্ষের জল ফেলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। 'ব্রজে যাও বা যাইও না' প্রভৃতি কোনরূপ উত্তর প্রদান করেন না। তাঁহারা মনে ভাবেন, 'আমি ব্রজে গেলে শ্রীল ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর অসমোর্দ্ধ-স্নেহপাশে বাঁধা পড়িব, আর মথুরায় ফিরিয়া আসিব না।' এ সঙ্কটে আমি কি করি? যদি তাঁহাদিগকে এইস্থানে লইয়া আসি, তাহা হইলে যাদব ও গোপগণের বিরুদ্ধ আবেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব না। উভয়বিধ আবেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিলেও উভয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইবেন, তাঁহারা গোপজাতি, আমাকে গোপবেশে ও গোপ-আবেশে এবং গোপজাতির উচিত গোচারণ প্রভৃতি লীলা-কারিরূপে পাইতে চাহিবেন। আবার যাদবগণ আমাকে ক্ষত্রিয়বেশে ও ক্ষত্রিয়আবেশে এবং ক্ষত্রিয়জাতি-উচিত প্রজাপালনাদি-লীলাকারিরূপে পাইতে চাহিবেন। এই বিরুদ্ধ আবেশের মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা করিতে পারিব? যদি কেহ বলে যে, দুইস্থানে দুই প্রকাশে, দুই আবেশে লীলা করিলেই ত সব সমাধান হইয়া যায়, কিন্তু প্রকট-লীলায় তাহা সর্ব্বথা অসম্ভব। কারণ মানবনেত্রের গোচর হইয়া দুই প্রকাশে স্থায়ীভাবে লীলা করিলে, নরলীলার ব্যাঘাত ঘটে, যদি কেহ বলেন যে, দুই চারি দিনের জন্য ব্রজে যাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া আসিলেই ত সব সমাধান হয়? তাহাতেও ব্রজবাসিজনার দুঃখনিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। কারণ পুনরায় বিরহজনিত বেদনাভোগ উপস্থিত হইবে। বিশেষতঃ দুইচারি দিন থাকিয়া যদি পুনরায় মথুরায় আসি, তাহা হইলে জরাসন্ধ প্রভৃতি দুষ্টরাজবর্গ আমাকে মর্ম্মপীড়িত করিবার জন্য ব্রজবাসিদিগের প্রতি প্রচুরতর দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিবে, কারণ তাহারা বুঝিবে যে, ব্রজবাসিজনের প্রতি আমি অত্যন্ত অনুরক্ত, তাহাদিগকে বেদনা দিলে আমি অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইব, এই বোধে অত্যন্ত অত্যাচার করিবে। এসঙ্কটে ব্রজবাসিদের প্রতি আমার উদাসীন-ভাব দেখানই কর্ত্তব্য। যেন বড়ই বিপদে পড়িয়া ব্রজ-বাসিদের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম, তাহাদিগের প্রতি আমার কোনই প্রীতি-সম্বন্ধ-লেশ নাই।" শ্রীগুরু-গৃহ হইতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে না যাওয়ার ইহাও একটী মুখ্য কারণ।

শ্রীল ব্রজরাজই বা কেন শ্রীকৃষ্ণকে নিজের নিকটে আসিবার জন্য আহ্বান করেন না, সে বিষয়ে ব্রজরাজের অভিপ্রায় এই যে—কংসবধের পর তাঁহার "অস্তি" ও "প্রাপ্তি" নামের দুইটী মহিষী নিজ পিতা জরাসন্ধের নিকটে যাইয়া কৃষ্ণের অনেক কুৎসা করিয়াছে, তাহাতে জরাসন্ধ অত্যন্ত কুপিত হইয়া কৃষ্ণকে মারিবার জন্য অনেক প্রযত্ন করিবে। তাহাতে আমার এই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ আসিলে ও থাকিলে তাহাকে রক্ষা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন হইয়া পড়িবে। কারণ ব্রজে এমন কোন বীর বা যোদ্ধা অথবা অস্ত্রাদি নাই, যে জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিতে পারে। ব্রজবাসিজন কেবল কৃষ্ণপ্রেমবলেই বলীয়ান্। শারীরিক বা অস্ত্রাদির বলে বলীয়ান্ নহে। মথুরায় যাদবগণ সকলেই বীর ও যোদ্ধা এবং সৈন্য ও অস্ত্রাদি-বলে বলীয়ান্। সে স্থানে দুর্গ প্রভৃতিও আছে। যদি জরাসন্ধ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, যাদবগণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণকে রক্ষা করিতে পারিবে।" এত ভাবিয়াই শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের নিকটে আসিতে আহ্বান করেন না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীনন্দমহারাজকে যখন বিদায় করেন, তখন বলিয়াছিলেন—

জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্।
১০।৪৫।২৩

"হে পিতঃ! ব্রজবাসী আপনারা সকলেই আমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞাতি, এই যাদবগণও আপনাদের সম্বন্ধেই আমার সুহৃদ্, অর্থাৎ বান্ধব। আমি সুহৃদ্ যাদবগণের সুখ সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে দেখিতে যাইব।" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই ব্রজে যাইবেন বলিয়া নিজে প্রতিশ্রুত আছেন, এইজন্য শ্রীব্রজরাজও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের নিকটে আহ্বান্ করেন নাই। শ্রীল ব্রজবাসিজনও এইজন্যই মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসেন নাই।

শ্রীগুরুগৃহ হইতে মথুরায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বহুল বিচার করিতে লাগিলেন,—আমার বিরহে অতিশয় কাতর পিতামাতা ও কান্তাগণের সান্ত্বনা দিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়! যদ্যপি তাহাদের দুঃখনিবৃত্তির হেতু আমি ভিন্ন অন্য কেহই হইতে পারে না, তথাপি সম্প্রতি কথঞ্চিৎ দুঃখশৈথিল্যের জন্য আমারই প্রতিনিধিরূপে কাহাকেও পাঠাইয়া সান্ত্বনা দিব। কিন্তু এমত উপযুক্ত পাত্রই বা মথুরায় কে আছে? অনেক ভাবিয়া দেখিলেন, এই মথুরাতে অনেক যাদবগণই আছেন এবং সকলেই ন্যূনাধিক ভাবে আমাতে প্রেমবান্। তাহা হইলেও বিশুদ্ধ-প্রেমবান্ শ্রীলব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনা দিতে পারে, এমন উপযুক্ত পাত্র অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না। একমাত্র উদ্ধবই আমার প্রতিনিধি হইবার কথঞ্চিৎ যোগ্য। বিশেষতঃ উদ্ধব সর্ব্ববিষয়ে সুবিচক্ষণ বটে, কিন্তু প্রীতিরসবিচারে অপক্ক আছে; আমাকেও শ্রীল ব্রজবাসিদিগের সঙ্গসুখে বঞ্চিত হইয়া অনেক দিনই দূরে দূরে থাকিতে হইবে। অথচ রসিকভক্তসঙ্গ বিনা এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যেহেতু এই একাদশবর্ষকাল পর্য্যন্ত শ্রীল ব্রজবাসিজনার বিমল প্রীতিরস আস্বাদনে বিভোর ছিলাম, এখন গৌরব-বুদ্ধিতে সম্ভ্রান্ত-প্রীতিরসের পাত্র যাদবগণের সঙ্গে কেমন করিয়া সময় কাটাইব? তাই শ্রীউদ্ধবকেই বিমল-প্রীতিরসের আস্বাদন শিক্ষা করাইবার জন্য শ্রীল ব্রজদেবীগণের নিকটেই পাঠান কর্ত্তব্য মনে করি। যেহেতু আমিও যাহাদের নিকটে বিশুদ্ধ প্রীতির রীতি নীতি শিক্ষা করিয়াছি, উদ্ধবকেও তাহাদের নিকটে শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইব। কারণ শ্রীউদ্ধব সর্ব্বপ্রকারেই উপযুক্ত। এই অভিপ্রায়ে ৩।৪।৩০ শ্লোকে শ্রীশুকদেবগোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।
অতো মদ্বয়ুনং লোকে গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু॥

শ্রীকৃষ্ণের মনের সঙ্কল্প এই যে—উদ্ধব আমা হইতে কোন অংশে ন্যূন নয়, যেহেতু প্রাকৃত-বিষয়ের দ্বারা তাহার চিত্ত কখনও ক্ষোভিত হয় না। অতএব উদ্ধব আমার অপ্রকট-সময়েও লোকসকলকে মদ্বিষক জ্ঞান উপদেশ করতঃ এই মর্ত্ত্যলোকেই অবস্থান করুক্।

শ্রীমথুরাতে দুইটী উদ্ধব ছিলেন। একটী শ্রীবসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র। অপরটী শ্রীবসুদেবেরই অপর-ভ্রাতা দেবশ্রবার পুত্র, এবং দুই উদ্ধবই পরমপণ্ডিত ছিলেন। তন্মধ্যে দেবভাগের পুত্র উদ্ধবই শ্রীকৃষ্ণের প্রচুরতর কৃপাসৌভাগ্যে বিভূষিত ছিলেন, এবং তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজে পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ যেমন ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যে নিষেবিত, শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়ও তেমনই ষড়্‌বিধ অসাধারণ গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাহাই শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে দশমের ছয়চল্লিশ অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন—

বৃষ্ণীনাং সম্মতো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥

শ্রীমান্ উদ্ধব বয়সে ভাবে ও গুণে, উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ যাদবগণের সম্মত ছিলেন। অর্থাৎ সকল যাদবই তাঁহার বচন ও আচরণকে অত্যন্ত আদর করিতেন। এই গুণ থাকাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। কারণ প্রণয়িজনমাত্রের স্বভাব এইযে, যাহারা অত্যন্ত গাঢ়-প্রীতির পাত্র, তাহাদের বিরহেও তাহাদেরই উদ্দামগুণের কথা সকলের মুখে শ্রবণ করিতে পারিলে বিরহদুঃখের ভিতরেও একটা আনন্দবিশেষ লাভ করিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিলেন, "উদ্ধব যদি ব্রজে যাইয়া ব্রজবাসিজনার বিশুদ্ধ প্রীতি-রীতি দেখিয়া চমকিত ভাবে তাহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করে এবং মথুরায় আসিয়া যাদবসভায় সেই শ্রীব্রজবাসিজনের প্রেমমহিমা কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে সকল যাদবগণেরই উদ্ধবের বাক্যে আদর ও শ্রদ্ধা হইবে। তাহা হইলে সকল যাদবের মুখেই ব্রজবাসিজনার প্রণয়মহিমা শুনিতে পাইব। তাহাতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমার এ দুরন্ত বিরহবেদনার ভিতরেও একটা অপূর্ব্ব আনন্দ আস্বাদন হইবে।" উদ্ধবের দ্বিতীয় গুণ—তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী ছিলেন। কারণ একদিকে তিনি যেমন গাঢ় বিশ্বাসের পাত্র, তেমনই অপর দিকে বুদ্ধিনিপুণ। যখন শ্রীকৃষ্ণও সঙ্কটে পরিয়া কিংকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া থাকেন, সে সময়ে শ্রীউদ্ধবই তাঁহাকে গুপ্তযুক্তি প্রদান করেন। একথা কেহ মনে করিতে পারেন, "স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবার শঙ্কট কি? বিশেষতঃ সাক্ষাৎ জ্ঞানশক্তি যাঁহাকে সতত সেবা করিতেছেন, তাঁহার আবার ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ়ভাব কিরূপে ঘটিতে পারে?" উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, যাহার প্রেম আছে সে যত বড়ই হউক্ না কেন তারই সঙ্কট আছে। যেমন জীব দেহে প্রেম করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি পদে পদেই শঙ্কট আছে। তেমনই শ্রীভগবানের ভক্তবিষয়ক প্রেম আছে বলিয়াই তিনি স্বয়ং ভগবান ও সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার শঙ্কটও আছে। যখন জরাসন্ধকর্ত্তৃক নিরুদ্ধ রাজগণ নিজ উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হইয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, আবার সেই সময়েই শ্রীল যুধিষ্ঠির মহাশয়ও রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রনের জন্য শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদকে পাঠাইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত-পালকতাগুণে ও ভক্তবাৎসল্যগুণে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন শরণাগত রাজবর্গকেও উপেক্ষা করিতে পারেন না, অথচ ভক্তপ্রবর শ্রীল যুধিষ্ঠির মহারাজের নিমন্ত্রণও উপেক্ষা করিতে পারেন না। সেই সময়ে উভয়সঙ্কটে পড়িয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে কিং কর্ত্তব্য-বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এইরূপ সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে গুপ্তকার্য্যের যুক্তি প্রদান করেন বলিয়া বিরহব্যাকুল ব্রজবাসিজনকে সুদৃঢ় যুক্তি দেখাইয়াও সান্ত্বনা দিতে পারিবেন, এইগুণেও শ্রীউদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন।

তৃতীয়গুণ—তিনি শ্রীকৃষ্ণের দয়িত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষের পাত্র। যে কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন করিতে পারা যায়, সেই কৃপালঙ্কারে তিনি বিভূষিত ছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিয়া ব্রজবাসিগনের হৃদয়ে এমন এক অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন দান করিয়াছিলেন, যাহাতে এত দুরন্ত বিরহেও তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার স্ফূর্ত্তি হইত।

চতুর্থগুণ—তিনি শ্রীকৃষ্ণের সখা, অর্থাৎ শ্রীউদ্ধবের অসঙ্কোচ প্রেম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে "সখা" পদবী দান করিয়াছেন। যেগুণে তিনি শ্রীল ব্রজদেবীগণের চরণ-সমীপে উপস্থিত হইতে এবং শ্রীল ব্রজদেবীগণও তাঁহার সহিত অসঙ্কোচে রহস্য-প্রেম-প্রসঙ্গ করিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

বহিরঙ্গ লোকদৃষ্টিতেও শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের পঞ্চমগুণ বর্ণন করিতেছেন—বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য। অর্থাৎ শ্রীউদ্ধব এমত মেধাবী ছিলেন, যাহাকে শ্রীবৃহস্পতি কোন শিষ্যের দ্বারা তাঁহাকে অধ্যয়ণ না করাইয়া নিজেই অধ্যয়ণ করাইয়াছেন। বৃহস্পতির শিষ্য, এইকথা উল্লেখ করার আর একটী মর্ম্মার্থ ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি সনকসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে ও শ্রীসনক-সম্প্রদায়ে বক্তৃশ্রোতৃ-সম্বাদে আবির্ভূত হইয়াছেন। এইজন্য সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীবৃহস্পতির নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন। যতদিন শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন করা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত রসতত্ত্ব-জ্ঞানে অজ্ঞতা থাকিয়া যায়। ইহা দ্বারা শ্রীউদ্ধব মহাশয় যে রসিকভক্ত ছিলেন, তাহাই প্রকাশ করা হইল। তাঁহার এই গুণ ছিল বলিয়াই, তিনি যাঁহাদের বিশুদ্ধ-প্রেম-উদ্ভাসিত-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত প্রতিপদে পরাজিত হইতেন, সেই বিশুদ্ধ-প্রেমবতী ব্রজরামাগণের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠগুণ—তিনি বুদ্ধিসত্তম। অর্থাৎ বুদ্ধিমান সাধুসমাজের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর" এইরূপ চতুরভক্তগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। উদ্ধব শব্দটীর শ্লেষার্থ সাক্ষাৎ উৎসব, অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ উৎসব। তাঁহার মূর্ত্তিখানি এমনই আনন্দ উল্লাসময় ছিল যে, অতি দুঃখের সময়েও তাঁহাকে যে দেখিত, তাহারই হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ পাইত।

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহিত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ॥

যে সমস্ত ভক্ত—হে কৃষ্ণ! তুমি ভিন্ন আমার আর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্য কোন আশ্রয় নাই, এবং তোমার করুণা ভিন্ন অন্য কোন সাধনের ভরসাও নাই এইরূপ অকিঞ্চন ভাবে এবং 'হে প্রভো! তুমি আমাকে বাহ্য-আন্তর অন্তরায় হইতে রক্ষা কর' এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ করেন, অথবা যাঁহারা মুখে বলেন 'শ্রীকৃষ্ণ হে! আমি তোমার', এবং হৃদয়েও সেই প্রকারেই দৃঢ়নিশ্চয়তা পোষণ করেন ও দেহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসভূমি শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতিতে আশ্রয়গ্রহণ করেন, সেই সকল সাধারণ শরণাগত জনমাত্রেরই নিখিল দুঃখ দূর করেন বলিয়া যিনি শ্রীহরি নামে খ্যাত, এবং ভক্তগণের দুঃখলবদর্শনে যিনি পরম কাতর হইয়া পড়েন, সেই ভক্তজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ প্রেমিক ব্রজবাসিজনগণের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া কেবলমাত্র শ্রীউদ্ধবকে পরে বর্ণিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। যেহেতু শ্রীমান্ উদ্ধব পূর্ব্বোক্ত সদ্গুণরাশিতে বিভূষিত ছিলেন।

শ্রীউদ্ধবের আরও অসাধারণ গুণ এই যে, তিনি শৈশবাবধি শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন। অতি শৈশবে নিজ জননীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রেমে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এক সময়ে তিনি নিজ জননীকে বলিয়াছিলেন, "মা! আমাকে একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি দাও না! আমি তাঁহাকে লইয়া খেলা করিব।" তাঁহার জননীও নিজ শিশুপুত্রের মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগময়ী কথা শুনিয়া একটী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া দেন। উদ্ধবও সেই মূর্ত্তি লইয়াই বাল্যলীলায় সেবা করিতেন। কখনও কাপড় পরিধান করাইতেন, কখনও মার নিকট হইতে স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কার চাহিয়া লইয়া সাজাইতেন। কখনও বা ভাল ভাল খাবার জিনিষ সেই মূর্ত্তির নিকটে সাজাইয়া দিয়া ছলছলনেত্রে প্রেমবাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতেন, "তুমি খাইতেছ না কেন? তোমাকে খাওয়াইবার জন্য আমি মার নিকট হইতে এত খাবার জিনিষ আনিয়া দিলাম, তুমি না খাইলে যে আমি খাইব না।" এইরূপভাবে প্রীতিমাখা কত কথা বলিতেন। এইজন্যই তিনি অন্যত্র চিত্ত আসক্ত হইবে এই আশঙ্কায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। অপর দিকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবাতৎপর ভক্ত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার সেবাই শ্রীউদ্ধবের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় ছিল। অথচ একান্তভাবে ভগবৎসেবা করিয়াও মনে শ্রীকৃষ্ণসুখ-সম্পাদন ভিন্ন অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধি সঙ্কল্প ছিল না। এই অভিপ্রায়ে তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের নিম্নলিখিত মহিমাটী বর্ণিত হইয়াছে—

যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ।
তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া॥

"শ্রীউদ্ধব যখন পাঁচ বৎসরের বালক, সেই সময়ে বাল্যখেলায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা রচনা করিতে নিজ মাতা কর্ত্তৃক প্রাতঃকাল-উচিত ভোজনের জন্য আহূত হইয়াও ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন না; বাল্যবয়সেও শ্রীকৃষ্ণসেবায় তাঁহার এতাদৃশ আবেশ-বিশেষ ছিল।" এই প্রমাণে শ্রীউদ্ধবের শৈশবাবধি শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি এবং সেবাতৎপরতা দেখান হইয়াছে। এতগুণের শ্রীউদ্ধবকেও কোনও নির্জ্জন স্থানে লইয়া নিজ দক্ষিণ করে তাঁহার দক্ষিণ করটী ধারণ করিয়া গাঢ় প্রীতিমুদ্রায় নিজ অভীষ্ট প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রীউদ্ধবের হৃদয়েও আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার মানসে, ছল ছল নেত্রে ব্রজে যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের করটী ধারণ করিয়া নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া কথা-প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তখন প্রীতি-তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব উভয়েরই কর কাঁপিতেছিল, এবং নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া উভয়েরই কর সিঞ্চিত হইতেছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীগোপালচম্পূগ্রন্থে যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটু আভাস এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

হে উদ্ধব! তুমি যেরূপ আমার প্রিয়তম, সেই প্রকার আমার পুত্র ব্রহ্মা, গুণাবতার মহাদেব, অগ্রজ বলদেব, ভার্য্যা লক্ষ্মী এমন কি আমার এই শ্রীমূর্ত্তিও সেইরূপ প্রিয়তম নহে। যাদবগণের মধ্যে তুমি যত্নপূর্ব্বক ব্রজবাসিজনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। এমন কি আমা হইতেও ব্রজেতে তোমার গভীরতর অনুরাগ স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

য়াছি। যেহেতু আমি এমত নির্ম্মল প্রেমভূমি ব্রজ ত্যাগ করিয়া মথুরায় আসিতে পারিয়াছি। কিন্তু তুমি মথুরায় থাকিয়াও ব্রজবাসিদিগের প্রতি অনুরাগ বহন করিতেছ। অতএব যাদবগণের মধ্যে একমতে তোমাকেই আমার হিতৈষী বান্ধব বলিয়া মনে করি। হে উদ্ধব! যে "আমার ব্রজবাসিজনার" প্রতি কিছুমাত্র আদর-বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করে, তাহাদিগকে আমি মরমের বান্ধব বলিয়া মনে করি। অতি কঠিনচিত্ত হেতু যখনই আমি ব্রজবাসিদের কোন কথা-প্রসঙ্গ করি, তখনই দেখিয়াছি—তোমার চিত্ত গলিয়া যায় এবং শরীরে ঘর্ম্ম ও নেত্রে অশ্রুর উদ্গম হইয়া থাকে; কি বলিব, আমি যদি কঠিনচিত্তই না হইব, তবে ব্রজবাসিগণের প্রসঙ্গ তুলিবামাত্র আমার বুক ফাটিয়া যায় না কেন? সেইজন্য তোমাকে নির্জ্জনে দেখিয়া আজ আমার হৃদয়মধ্যস্থিত শূলের মত মরমের দুঃখ বলিতেছি। এই দুঃখের মূল উৎপাটন করা অতি কষ্টসাধ্য। তুমি একথা জান যে—ভক্তির আকারধারী বৈরীর নিকটেও আমার এই হৃদয় আবদ্ধ হইয়া থাকে। রাক্ষসী পূতনাই তাহার সাক্ষিণী। আরও বলিতেছি, যে জননী ব্রজেশ্বরী আমাকে সতত প্রাণের মত লালন ও পালন করিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় স্নেহে আমার এই মূর্ত্তিটী পোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তিনি আমার মঙ্গলের জন্য খাইতে, শুইতে, স্নান করিতে কত উদ্বেগ পাইয়াছেন। এমন কি তিনি আমাকে সুশান্ত করিবার জন্য বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। মা মনে করিতেন—যাহাতে এই বালক বাল্যকালে স্বেচ্ছাক্রমে মনের চাপল্য প্রাপ্ত না হয়, তাহার জন্য মা আমাকে একবারমাত্র বন্ধন করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু সেই গুণে তাঁহার চরণে নিত্য বাঁধা আছি। সেই সকল কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইতেছে। একথাও থাক্, পূজ্যপাদ পিতৃদেব যে সজলনয়নে আমাকে সেই বন্ধন হইতে মোচন করিয়াছিলেন, তাহাতেও আমি সর্ব্বদা সেই চরণে বাঁধাই আছি। হা! ইহাই আশ্চর্য্য যে—কি বন্ধনে কি মোচনে আমি সর্ব্বদাই সেই পিতৃ-মাতৃচরণে বদ্ধ আছি। আমি যাহাদের নয়নগোচরে উপস্থিত হইলে সুখের অবধি থাকিত না, আমার মুখের কথাটী শুনিলে যাঁহারা আনন্দ-সাগরে ডুবিতেন, আমি ভোজন করিলে যাঁহারা অপার তৃপ্তি লাভ করিতেন, আমিই যাঁহাদের প্রাণ, হে উদ্ধব! জানিনা আমাকে হারাইয়া কেমন করিয়া তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন? অহো! আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আমি সত্বর আসিব বলিয়া যে আশ্বাসবাণী দিয়াছিলাম, সেই আশ্বাসবাণীতেই তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন। হা ধিক্! দুর্দ্দৈববলে আমার সেই আশাবাণী নিরর্থক হইল।

পিতামাতার কথা থাক্। ব্রজের সখা এবং স্বজনবর্গ, ভৃত্যগণ, ধেনুসকল, হরিণাদি জীববৃন্দ এ সকলেরই আমিই একমাত্র পরমপ্রিয়, আমায় দেখিলে তাহারা বাঁচে, না দেখিলে তাহারা মরে এ কথা কে বিশ্বাস না করিবে? যেহেতু সেই ভগবান্ ব্রহ্মাও আমাকে বলিয়াছিলেন,—

"যদ্ধামার্থ সুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয় প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে"

আমি মনে করি আমার প্রতি প্রেমই যাহাদের একমাত্র অবলম্বন সেই পিতামাতা প্রমুখ ব্রজবাসিজন বিম্বস্থানীয়। আর এই মথুরাপুরবাসী যাদবগণ তাহাদেরই প্রতিবিম্ব-স্থানীয়। এ বিষয়ে আমার অনুভবই অভ্রান্তপ্রমাণ। যদি ভাগ্যবশতঃ কেহ বিম্ব অনুভব করিতে পারে, তাহা হইলে প্রতিবিম্বদর্শন করিলে বিম্বের কথাই হৃদয়ে উদ্দীপন হইয়া থাকে। সেই গোকুল যদ্যপি এইরূপ প্রেমাস্পদ, তথাপি সুহৃদ্বর্গ যাদবগণের রক্ষণাবেক্ষণের অধীন হইয়া সম্প্রতি ব্রজে যাইতে পারিতেছি না। এই কারণেই তুমি আমার প্রতিনিধিরূপে সেই ব্রজে গমন কর; এবং যাইয়া নির্জ্জনে আমি তোমাকে যেরূপ শিক্ষা দিতেছি, তাহাই বিচার করিয়া প্রত্যেক লোকের প্রতি সুখবর্ষণ কর। এবং তুমি এস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাকেও সুখদান কর।

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য! পিত্রোর্ণঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়॥

হে উদ্ধব! তুমি ব্রজে যাও, আমাদের পিতামাতার যদ্যপি আমা ভিন্ন সুখের হেতু অন্য কিছুই হইতে পারে না, তথাপি নিজের বহু চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সুখসম্পাদনের জন্য যত্নবান্ হইও। আমার রাশি রাশি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৌভাগ্যের ফলে এতাদৃশ অতুলনীয় নিরাবিল স্নেহময় ও স্নেহময়ী পিতামাতা পাইয়াছিলাম, কারণ আমি স্বয়ং ভগবান্, আমার ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলে সম্ভ্রান্ত না হইয়া নিজ সম্বন্ধ রক্ষা করিতে কে সমর্থ হইতে পারে? একমাত্র পিতামাতা ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরী আমার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য বিশ্বরূপাদিদর্শন করা সত্ত্বেও "মোর পুত্র" এই বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় সম্বন্ধ লইয়া আমার সহিত ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমার অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যেরও ক্ষমতা নাই যে, তাঁহাদের বিশুদ্ধ বাৎসল্যের কিছুমাত্র শৈথিল্য সম্পাদন করিতে পারে। তাই আমি এমত বিশুদ্ধ স্নেহময় ও স্নেহময়ী জনক জননী লাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেছি। এই অভিপ্রায়েই মূলে "নঃ" এই বহুবচনটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। অথবা হে উদ্ধব! সেই শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী যখন আমার ও অগ্রজ বলদেবচন্দ্রের পিতা-মাতা, তখন তুমি আমার সখা বলিয়া তোমারও তাঁহারা পিতা-মাতা, দেখিও যেন পর মনে করিও না। যদ্যপি অগ্রজ শ্রীবলদেবচন্দ্র শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর ঔরস ও গর্ভজাত পুত্র নহেন, তথাপি রসের গাঢ় আবেশে পুত্র বলিয়াই অভিমান করেন। এই কথা বলিয়া শ্রীউদ্ধবের ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর চরণে গাঢ় অনুরাগ বৃদ্ধি করাইলেন। আর গোপীগণের আমার বিয়োগজনিত মনঃপীড়া যাহা হৃদয়ে দৃঢ়-গ্রন্থিরূপে সংলগ্ন আছে, সেই গ্রন্থির কিঞ্চিৎ শৈথিল্য সম্পাদন করিও। কিন্তু তাহাদের নিকটে কোনও চাতুর্য্য প্রকাশ করিও না। নিজ চাতুর্য্য প্রকাশ করিলে প্রতি পদে পদে তাহাদের নিকটে পরাজিত হইবে। কারণ তাহারা চতুরার শিরোমণি। যাহাদের চাতুর্য্যের নিকটে আমি পর্য্যন্ত প্রতিপদে পরাজিত হইয়াছি। তাহাদের নিকট তোমার চাতুর্য্য যে বিফল হইবে তাহা বলাই বাহুল্য, তবে একটী উপায় বলিয়া দিতেছি যে, যতগুলি কথা তাহাদের নিকটে বলিবে, তাহা "আমারই বাণী" এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিও। তাহা হইলে ব্রজরামাগণ গাঢ়-প্রণয়-স্বভাবে আর কোন বিতর্ক উপস্থিত করিবে না। তাহাদিগের মনঃপীড়া-গ্রন্থির শৈথিল্য সম্পাদন ভিন্ন কোন প্রকারেও প্রীতিসাধন করিতে পারিবে না। যেহেতু আমাকে হারাইয়া তাহারা এই ত্রিলোকের কোন স্থানে প্রিয় বলিয়া কোন বস্তু আছে বলিয়া মনে করিতে পারে না। হে উদ্ধব! তোমার দেহখানি সাক্ষাৎ শান্তির মূর্ত্তি। যে জন বহুল অশান্তির সময়ও তোমার দেহখানি দর্শন করে, তাহারও বিপুল শান্তির উদয় হয়। এই সময়ে আমার বিরহে অশান্ত ব্রজবাসিগণ তোমার এই মূর্ত্তিখানি দর্শন করিলেও অনেকটা শান্তি পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের কথার প্রসঙ্গ করিবামাত্র তাহাদের প্রেমমহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ॥

হে উদ্ধব! সেই ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্কল্পাত্মক মন আমাতেই অবস্থিত। আমা ভিন্ন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষে সঙ্কল্প নাই, এমন কি তাহারা অশেষ দুঃখরাশিতে প্রপীড়িত হইয়াও কখনও নিজদুঃখ-পরিহারের ইচ্ছা করে নাই। তাহারা আমার প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় রাশি রাশি দুঃখকেও বরণ করে। কিন্তু আমার অপ্রাপ্তি-সম্ভাবনায় রাশিরাশি সুখকেও অতি তুচ্ছবুদ্ধিতে উপেক্ষা করিয়া থাকে। আমিই তাহাদের প্রাণ। প্রাণ বিনা যেমন দেহের প্রতি আদর থাকে না, তেমনই আমা ভিন্ন তাহারা নিজ নিজ দেহের প্রতি পর্য্যন্ত আদরবুদ্ধি রাখে না, অধিক কি দেহের অনুসন্ধান পর্য্যন্ত করিতে তাহাদের সামর্থ্য নাই। প্রাণ বিনা দেহের যেমন কোনই চেষ্টা প্রকাশ পায় না। তেমনই যে দিন হইতে আমি ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় আসিয়াছি, সেই দিন হইতে তাহারা স্নান ভোজন শয়ন প্রভৃতি দেহধর্ম্ম সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা আমারই জন্য পতি, পুত্র, মাতা, ইহলোক ও পরলোকের সুখাপেক্ষা প্রভৃতি সকলই পরিত্যাগ করিয়াছে। অথবা "মন্মনস্কাঃ" আমাতে সম্পূর্ণ মানস-সঙ্কল্প থাকাতে বাহ্য সর্ব্ব প্রীতিসম্পাদক পদার্থে তাহাদের অনাদর-বুদ্ধি। আমিই তাহাদের প্রাণ, এইজন্য অন্তরীন অর্থাৎ মানস সর্ব্ব প্রিয়পদার্থে উপেক্ষাবুদ্ধি পোষণ করে। "মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ" তাহারা যে আমারই জন্য পতি পুত্র বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা ত অতিচ্ছতু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কথা, এমন কি প্রীত্যাস্পদ-দেহোত্থিত-সুখদুঃখভোক্তা নিজ আত্মায় প্রতি পর্য্যন্ত তাহারা অপেক্ষাশূন্য। অথবা আমার সঙ্কল্পাত্মক মনটী যে ব্রজসুন্দরীগণে সর্ব্বদা অবস্থিত, অর্থাৎ তাহারা আমার সঙ্কল্পের মুখ্য বিষয়। অধিক কি তাহারাই আমার প্রাণ। তাহাদিগকে ছাড়িয়া মথুরায় আছি বটে, কিন্তু কোনও কার্য্যে আমার প্রোৎসাহ নাই। কেবল মাত্র সাধুগণকে পরিত্রাণ ও ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং সাধুবিদ্বেষী অসুরগণকে বিনাশ করা আমার স্বভাবসিদ্ধ-ধর্ম্ম। তাই সুপ্তব্যক্তির নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার মত অনমুসন্ধানে ও অনভিনিবেশে সকল ক্রিয়াই করিতেছি বটে, কিন্তু কোন ক্রিয়াতেই আমার সুখোল্লাস বা আবেশ নাই। ব্রজে ব্রজরামাদের সঙ্গে সাধারণ-ক্রিয়াতেও এমন কি একটী কুসুম চয়ন করিয়াও যে সুখ পাইতাম এবং তাহাদের পরিহাস-বচনে ও প্রণয়কোপোত্থিত ভর্ৎসনে আমার হৃদয় যে আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিত, এখানে রাশি রাশি গৌরব-মাখা স্তুতিতেও আমি সে আনন্দের কোটী অংশের একাংশও অনুভব করিতে পারিতেছি না। যদি বল—সেই ব্রজসুন্দরীগণেই তোমার পরিপূর্ণ মানস-সঙ্কল্প কেন? তাহারই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ভাবময় বাক্যে বলিতেছেন "মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ"। আমারই সুখের জন্য তাহারা দেহ, গেহ, ইহকাল, পরকাল, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্নান, ভোজন প্রভৃতি এবং মানস-সুখ, আত্মসুখ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া গাঢ় অনুরাগের আবেশের আবেগে আমাকেই ভজন করিতেছে। আমাকেই তাহারা প্রিয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে। কখনও বাহ্য-বিষয়-সমূহকে প্রিয় বলিয়া জানে না। এমন কি অন্তরঙ্গ-প্রিয় নিজ প্রাণকেও তাহারা প্রিয়তম বলিয়া জানে না। কেবলমাত্র আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা পরম প্রিয়তম বলিয়া জানে। যেহেতু আমার বিরহে তাহারা নিজের প্রাণধারণের প্রতি আদর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। সেই প্রাণ হইতেও নিরুপাধি-প্রীত্যাস্পদ আত্মা বলিয়া আমাকেই জানে, কখনও দেহাভিমানী আত্মাকেও আত্মা বলিয়া জানে না। যেহেতু আমার বিরহে আত্মাকেও শূন্যের মত বলিয়া মনে করিতেছে। অর্থাৎ আমার বিয়োগ অবস্থায় তাহাদের আত্মাতে প্রীতিমাত্রও স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। "মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ" এই দ্বিতীয় চরণে দয়িত, প্রেষ্ঠ ও আত্মা এই তিনটী পদ উল্লেখ দ্বারা ইহাই জানাইলেন যে—তাহারা আমাকেই পতিরূপে নিশ্চয় করিয়াছে। হে উদ্ধব! জনশ্রুতিতে তুমি যাহা শুনিয়াছ যে—তাহাদের অন্য পতি আছে, সেইটী লোকাপবাদ মাত্র। আমিই তাহাদের পারমার্থিক পতি। তাহারাও নিজমুখে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া ভ্রমরের নিকট বর্ণন করিবে।

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ॥

হে উদ্ধব! যে কোন জাতি, যে কোন বর্ণ, বা যে কোন আশ্রমেই থাকুক্ না কেন, যাহারা আমার সুখের জন্য ইহলোক, পরলোক, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাল, মন্দ সমস্তই ত্যাগ করে, আমি তাহাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকি, ইহাই আমার স্বভাবসিদ্ধ-ধর্ম্ম। সাধারণ ভক্তের পক্ষে যদি এই কথা হয়, তবে যে ব্রজসুন্দরীগণ আমারই সুখের জন্য নিজ নিজ দেহ, প্রাণ, আত্মাকেও উপেক্ষা করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত-দেবগণের সতত ধ্যেয় হইয়াও সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকি—সে সকল কথা আর কি বলিব।"

এইজন্য আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে।
কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিকপ্রিয়তমো মতঃ ॥

এই ভূতলে বৈধী ও অনুরাগী আমার বহুসংখ্যক ভক্ত আছে, কিন্তু গোপীজন আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম। হে উদ্ধব! যাহারা দিবানিশি আমারই বিরহজনিত মর্ম্ম-পীড়ায় প্রপীড়িত, তাহারা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করিতেছে বলিয়া আমিও সর্ব্বদা মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত। যদি কাহারও বুকের ভিতরে বিস্ফোটক থাকে, তবে বিস্ফোটকের প্রতীকার না হওয়া পর্য্যন্ত, কেবল তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইলে যেমন তাহাকে সুখী করা যায় না; তেমনই সেই মর্ম্মপীড়িতা ব্রজরামাগণ আমার বুকের ভিতর অহর্নিশ বাস করিতেছেন। যতক্ষণ তাহাদের মর্ম্মপীড়ার উপশম করা না হইতেছে, ততক্ষণ কোন উপায়েই আমার সুখবিধান কেহই করিতে পারিবে না। অথবা তাহারা যে পতি প্রভৃতি লোক এবং ভোজনাদি দেহধর্ম্ম প্রভৃতি যাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহা ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের সেই পরিত্যক্ত পত্যাদি-লোক, ভোজনাদি দেহধর্ম্ম এবং লজ্জাদি সাধ্বীধর্ম্ম প্রভৃতি পর্য্যন্ত আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহাতে সেগুলি রক্ষা হয় তজ্জন্য যত্নবান হই। যখন তাহাদের পরিত্যক্ত বিষয়গুলিই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি, তখন সাক্ষাৎ তাহা-দিগকে যে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি, তাহা আর কি বলিব ?

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্য-বিহ্বলাঃ ॥

হে উদ্ধব! তুমি মনে করিতে পার যে—তোমাতেই যাহাদের পরিপূর্ণ মানস-সঙ্কল্প এবং তুমিই যাহাদের প্রাণ ও তোমার জন্যই যাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম পতি পিতা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ত তোমাকে সর্ব্বদা লাভ করিয়াই আছে। অতএব তাহাদের জন্য তুমি দুঃখ করিতেছ কেন ? তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলি-তেছেন,—যতক্ষণ তাহারা অন্তর্ম্মনা হইয়া থাকে, ততক্ষণ তাহারা আমাকে পাইয়া থাকে বটে, কিন্তু যখন তাহাদের বাহ্যানুসন্ধান হয়, তখন আমার বিরহে পরম ব্যাকুল হইয়া পড়ে। যেহেতু তাহারা গোকুলের স্ত্রী, আমার দর্শনই তাহাদের জীবনধারণের একমাত্র কারণ· তাহাদের স্বভাব অনির্ব্বচনীয়। তাহারা আমার দর্শন-সময়ে নেত্রের যে নিমেষ পতিত হয়, তাহাও সহিতে না পারিয়া পক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে পর্য্যন্ত যোগ্য সৃজন জানে না ভাবিয়া "জড় তপোধন" বলিয়া কত অভিসম্পাত করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, তাহারা আমারই বুকের উপর মুখখানি রাখিয়াও অনুরাগের চরম কক্ষা প্রেমবৈচিত্ত্যভাবে বিরহো-ন্মত্তা হইয়া কত দৈন্য কত প্রলাপ করিয়া থাকে। সেই ব্রজসুন্দরীগণ এক্ষণে আমাকে চক্ষের নিকটে পাইতেছে না। এমন কি ব্রজের কোন স্থানেই আমি নাই, ব্রজ হইতে বহুদূরে মথুরায় আছি, "চিরদিবস ভেল হরি রহল মথুরা পুরী" এই স্মরণ করিয়া বিরহজনিত-উৎকণ্ঠায় বিহ্বলা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইতেছে। আমি এ স্থান হইতেই তাহাদের সকল অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কেবল মূর্চ্ছিতা হইতেছে তাহাই নহে, তাহার সঙ্গে নানাপ্রাব প্রভৃতি অপস্মার-নামক সঞ্চারিভাবেরও উদ্গম হইতেছে। অহো কষ্ট! আমার ভাবনা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছে না। আমার ভাবনা অতি অল্প সময় করে, বহুসময়ে মূর্চ্ছিতা-বস্থায় কাটায়। এই জন্যই ব্রজরামাগণ দিবাভাগে যখন শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে যান, সেই নিকট প্রবাসরূপ-বির-হেও তাহারা নিজেদের অবস্থা নিজেরাই বলিয়াছে—

কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ,
কশ্মলেন কবরং বসনং বা।

১০।৩৫।১৭

"হে সখিগণ! প্রিয়তম চিরসুন্দর চিরমধুর শ্যামসুন্দরের অদর্শন আমাদিগকে জড়তা প্রাপ্তি করায়; যে দুঃখে আমরা কবর ও বসনের অনুসন্ধান লইতে পারি না।" সেই গোকুলরমণীগণের আমি কতদূর প্রিয়তম, তাহা আমি ভাষা-দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। দেহাভিমানী জীবের দেহই মমতাস্পদ সর্ব্ব প্রিয়-বস্তু হইতে অধিক প্রিয়, আবার দেহ হইতে আত্মা অধিক প্রিয়তর। সেই প্রিয়তর আত্মা যদি কাহারও বহুল হয়, সেই আত্মাগণের প্রিয়তম যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে আমি সেই গোকুলললনাগণের প্রিয়তম। সেই প্রিয়তম আমি এখন গোকুলললনাগণের নয়নসমীপে ত নাইই, ব্রজেও না, তাহাদের পক্ষে অতিদূরে মথুরায় আছি"। শ্রীকৃষ্ণ ভাবোচ্ছ্বাসভরে শ্রীউদ্ধবকে সম্বোধন করিতেছেন,—হে অঙ্গ! অর্থাৎ তুমি আমার অঙ্গতুল্য প্রিয়, তাই তোমার নিকটে গোপীপ্রেম-রহস্য বর্ণনা করিতেছি। পূর্ব্বে যখন আমি ব্রজে ছিলাম, তখন তাহারা কোন প্রকারে বাহিরের লোকের নিকটে উদ্দাম-ভাব সম্বরণ করিয়া থাকিত, কিন্তু এখন আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছি ভাবিয়া লোক হইতে কোন সঙ্কোচ না থাকায় তাহাদের সেই উদ্দাম-ভাব সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। সেইজন্য ব্রজে যাইতে আমার বড়ই লজ্জা হইতেছে, কারণ আমার প্রতি গোপী-গণের গুপ্তপ্রেম-রহস্য সকলেই জানিতে পারিয়াছে।

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥

হে উদ্ধব! সেই ব্রজললনাগণের প্রতি দশমী-দশারও (মৃতিদশা) আশঙ্কা হইতেছে। মনে হইতেছে বোধ হয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহারা আর অধিক দিন বাঁচিবে না। বর্ত্তমানে অতি-আয়াসেই প্রাণধারণ করিতেছে। তাহাদের বিরহসন্তপ্ত-দেহে প্রাণ আর থাকিতে চায় না। অতিকষ্টে তাহারা প্রাণ ধরিয়া আছে। এরূপভাবে আর কতদিন প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে ? যদি বল কোন্ আয়াসে তাহারা প্রাণ ধারণ করিতেছে ? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"কথঞ্চন" কোনও প্রকারে প্রাণধারণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই আয়াসটীর কথা অত্যন্ত লজ্জায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছেন না। কারণ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে সত্যসঙ্কল্প, সত্যবচন ও সত্যপ্রতিজ্ঞরূপে জানেন। নিজে ব্রজ হইতে আসিবার সময় "আমি সত্বর আসিব" এইরূপ যে আশ্বাসবাণী ব্রজসুন্দরীগণের নিকট বলিয়া আসিয়াছিলেন, সেই বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়াই "শ্রীউদ্ধব আমাকে কি মনে করিবে" এই ভাবিয়া লজ্জায় প্রথমতঃ সেই কথাটী বলিতে সঙ্কোচ-বোধ করিতেছিলেন, অবশেষে অন্যগতি না দেখিয়া বলিলেন "প্রত্যাগমনসন্দেশৈঃ" হে উদ্ধব ! আমি ব্রজ হইতে আসিবার সময়—আমার বিরহে ব্যাকুলা ও মূর্চ্ছিতা ব্রজসুন্দরীগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য দৌত্যকর্ম্মে-সুনিপুণ মধুমঙ্গলের দ্বারা আমি যে সকল আশ্বাসবাণী দান করিয়াছিলাম, সেই সকল আশ্বাসবাণীকে আশ্রয় করিয়া এ দুরন্ত বিরহানলে মর-মর-অবস্থাতেও তাহারা "আমি আবার ব্রজে যাইয়া—তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় নানা বিচিত্র বিলাসরাশিতে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিব" এই আশাতেই জীবন-ধারণ করিতেছে। আসিবার সময় যে আশ্বাসবাণী তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তাহার প্রকারও তোমার নিকট বলিতেছি।—

যখন অক্রূর রথখানিকে প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া অপ্রচলিত পথে ব্রজললনাগণের দৃষ্টির অগোচরে চালিত করিয়াছিল, তখন তাহারা অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়া পড়িয়াছিল। আমিও তাহাদের অবস্থা-দর্শনে চোখের জল সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, তখন আমার অঙ্গ হইতেও অনবরত ঘর্ম্মজল বিনির্গত হইতেছিল। সে সময় আমি যদি পুনরায় ব্রজে আসিব বলিয়া স্বীকারসূচক পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা না দিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের প্রাণ থাকিত না। যদ্যপি সে সময় লিখিবার সাধন অন্য কিছুই ছিল না, তথাপি নয়নাশ্রুতে বিগলিত নেত্রকজ্জলের দ্বারা এবং ঘর্ম্মজলে সিঞ্চিত কুঙ্কুমরাগে আমি ব্রজাঙ্গনার নিকটে যেমন পত্র লিখিতেছিলাম, তাহারাও তেমনই নিজ হৃদাপ্প-উদ্ধার করত পত্রী লিখিয়াছিল। প্রথমতঃ আমি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য—

আয়াস্যাম্যাশু হত্বা তমধিমধুপুরং
কংসমপ্যস্তি দূরম্,
বৎসাঘা-ঘাতধাম্নঃ পুরমপি কিমদ-
স্তৎপ্রিয়াঃ কুত্র দুঃখম্।
কিন্তন্যৎ প্রার্থিতং যদ্ভবদভিরুচিতং
তদ্বিধত্তপ্রসত্ত্যা,
প্রাণে প্রাণেশ্বরীভির্ম্ময়ি কিময়ি পরং
হন্ত ! মন্তব্যমস্তঃ ॥

হে প্রেয়সীগণ ! মধুপুরের অধিপতি কংসকে বধ করিয়া আমি সত্বরই আসিব। বৎস-বক প্রভৃতি অসুরগণকে যে দেহের দ্বারা বিনাশ করিয়াছি, সেই দেহখানির ক্ষণমেধুপুরীও অনেক দূর নয়, এবং কংসকে বিনাশ করাও কষ্টসাধ্য নহে। অতএব এ বিষয়ে তোমাদের দুঃখ করিবার কি আছে ? ইহা ভিন্ন তোমাদের অভিরুচিত-বিষয় যাহা থাকে, তাহা প্রসন্নচিত্তে আমার নিকটে প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের প্রাণ, তোমরা আমার প্রাণের ঈশ্বরী। অতএব তোমাদের মনের একান্ত অভিলষিত-বিষয় জানাইতে কোনরূপ সঙ্কোচ করিবার কিছুই নাই। আমার এইরূপ পত্রী পাইয়া তাহারা যে উত্তর দিয়াছিল তাহাও শ্রবণ কর—

গচ্ছন্নেব ত্বমদ্য স্ফুরসি দয়িত ! ভোঃ !
কংসঘাতং বিধায়,
স্বীকর্ত্তুং রাজ্যভাং তৎ কথমথভবতা-
দাগতিস্তে ব্রজায়।
তস্মাদস্মাভিরর্থ্যং তদিদমিহভবাং-
স্তত্র নানা বিরাজ-
ত্তীর্থে সর্ব্বার্থদে নঃ স্মৃতিমনুদদতা-
মঞ্জলীনাং ত্রয়াণি ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে প্রিয়তম! অদ্য তুমি মথুরায় যাইয়া কংসকে বিনাশ করতঃ সেই দেশের রাজত্ব স্বীকার করিবে। তাহা হইলে তোমার পক্ষে গোচারণের মাঠ এই ব্রজে পুনর্ব্বার আগমণের সম্ভাবনা আমরা কিরূপে করিতে পারি? কেহ কি কখনও রাজসিংহাসনে বসিয়া আবার গাভী চরাইতে ইচ্ছা করে? অতএব আমাদের এইটাই তোমার নিকটে একান্ত প্রার্থনা—"মথুরায় নানা তীর্থ আছে এবং প্রত্যেকটী তীর্থই সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদানে সমর্থ; তোমাকে আমরা এতদিন-পর্য্যন্ত যে প্রীতি করিয়াছি, তাহার প্রতিদান-স্বরূপে সেই-সকল মহাতীর্থে আমাদের কথা স্মরণ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিও। আমি বিবশবিধুরা ব্রজললনাগণের এই প্রকার পত্রী পাঠ করতঃ যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম, তাহাও শ্রবণ কর;—

নালং মে রাজ্যলিপ্সা কথমপি বলতে
নির্ব্বন্ধে তত্র সত্যং,
কংসং হত্বা যদূনাং সুখমভিবলয়-
ন্নস্মি চায়াতকল্পঃ।
বদ্ধঃ স্যাৎ কৃষ্ণসারঃ সপদি বিধিবশা-
ত্তর্হি কিং পার্থিবাদে-
র্মানস্তস্মিন্ সুখায় প্রভবতি ন বনং
নাপি কান্তানুসঙ্গঃ॥

হে প্রিয়াগণ! আমার হৃদয়ে কখনও রাজ্যলিপ্সা নাই। আমি তোমাদের নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি—"কংসকে বিনাশ করিয়া যদুগণের সুখসম্পাদন করতঃ আমাকে পুনরায় ব্রজে আগতপ্রায় বলিয়াই জানিও"। যেমন যদি কোন একটী কৃষ্ণসার মৃগ দৈববশতঃ কোন রাজার হাতে বাঁধা পড়ে তাহা হইলে সেই রাজা প্রভৃতি তাহার যে আদর ও লালন-পালন করে, তাহা যেমন বন্ধন-গ্রস্ত কৃষ্ণসারের (হরিণের) সুখের কারণ হয় না, এমন কি বন বা কান্তাসঙ্গও তাহার দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে, আমার পক্ষেও সেইরূপ মথুরায় রাজা হওয়া ও রাজগণের আদর গৌরব পাওয়া এবং সেইস্থানের কান্তাসঙ্গও সুখহেতু হইতে পারে না। আমার এইরূপ পত্রীর প্রত্যুত্তরে তাহারা যাহা লিখিয়াছিল তাহাও শ্রবণ কর;—

বৃন্দং ক্রীড়াবনানাং বহুবিধ-মভিতো
হপ্যস্তি তত্রাথ রাজ্ঞাম্,
কন্যা বহ্ব্যোপি কান্তাস্তব বিভববশা-
দ্ভুক্তবিষ্যন্তি ধন্যাঃ।
তত্তল্লাভে মনস্তে কথমিহ ভবিতা-
স্মাস্তু বা কিং তপোভি-
র্লব্ধে ভোগে বিচিত্রে পুনরপিতনুমা-
নীহতে বন্যবৃত্তীঃ॥

"হে প্রিয়তম! তুমি যে মথুরায় যাইতেছ, সেই মথুরাতেও বহুপ্রকারের বিহার ও উদ্যানরাশি আছে, এবং তথায় তুমি রাজপাটে বসিবে বলিয়া বহু বহু সৌভাগ্যবতী রাজকন্যাগণও মিলিত হইবে। সেই বিলাস-উদ্যান এবং রাজকন্যাগণকে পাইয়া কেমন করিয়া গ্রাম্যা আমাদিগের প্রতি তোমার সঙ্কল্প স্থির থাকিতে পারে? বহুতপস্যার ফলে বিচিত্র ভোগ উপস্থিত হইলে কোন্ দেহাভিমানী মানব বন্য-বৃত্তির কথা স্মরণ করে?" হে উদ্ধব। আমি তাহাদের এই প্রকার নিরাশ-উক্তিময় পত্রখানি পাইয়া যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম তাহাও অবধান কর।—

সত্যং তাঃ কেলিবন্যা বিদধতি লষিতং
সর্ব্বতঃ সত্যমেব,
ক্ষৌণীপালাদিকন্যাঃ পরমগুণগণ
স্তোত্রভাজঃ স্ফুরন্তি।
সত্যং কুর্ব্বে ত্রিলোকী মম নহি রতিদা
নাপি তত্রস্থ রামা,
যদ্বদ্বৃন্দাবনং মে তদনুগতরমা
যদ্বদেতা ভবত্যঃ॥

হে প্রেয়সীগণ! মথুরায় সেই বিহারবনসমূহ অভীষ্ট বস্তু দান করে, ইহা প্রকৃত সত্য; সেখানে রমণীয়গুণসমূহ-দ্বারা প্রশংসনীয় নৃপনন্দিনীগণ বিরাজ করিতেছে, তাহাও মিথ্যা নহে; কিন্তু আমি তোমাদিগের নিকট সত্যে আবদ্ধ রহিতেছি। শ্রীবৃন্দাবন যে প্রকার আমার চিত্তহরণ করে এবং সেই বৃন্দারণ্যনিবাসিনী চিরপ্রিয় ব্রজসুন্দরী তোমরা আমার যেরূপ প্রিয়া, মধুপুরী-বিপিনের ও রাজকন্যাগণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কথা কি বলিতেছ? ত্রৈলোক্যের প্রীতিদায়ক সুরমণীয় কাননসমূহ এবং অনিন্দ্য-সুন্দরী-রমণীগণও আমার সেরূপ প্রীতিসম্পাদন করিতে সমর্থ নহে।

প্রিয় উদ্ধব! আমার পত্রীখানি পাইয়া আমার মধুরাগমনে তাহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিরহ জ্ঞাপন করিয়া যে সন্দেশ পাঠাইয়াছিল তাহা শ্রবণ কর।

সা তে সর্ব্বাঙ্গশোভা বত!
সমধিগতা যেন নেত্রেণ যেন
শ্রোত্রেণাশ্রাবি বংশী সমগমি-
বপুষা যেন চ স্পর্শলক্ষ্মীঃ।
তেনৈবালক্ষি দূরং গমনমবগতং
তেন সন্দিষ্টমুগ্রম্।
তেন স্বং বিপ্রলব্ধং রচিতমিতি হহা!
জীবিতং ধিগ্‌ বিধিং ধিক্‌॥

হে শ্রবণনয়নস্পর্শসুখবিধায়িন্! যে নয়ন দ্বারা তোমার চিরমধুর সর্ব্বাঙ্গের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, তোমার বেণুগীতি-মাধুর্য্য যে শ্রবণ দ্বারা উপলব্ধ হইয়াছে, নিখিল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধায়িনী তোমার স্পর্শ-সুন্দরী আমাদিগের যে অঙ্গের আশা বৃদ্ধি করিয়াছে, হে প্রাণ-প্রিয়! এখন আমরা সেই নয়ন-দ্বারা তোমার দূর গমন, শ্রবণ দ্বারা তোমার নিষ্ঠুর ব্রজত্যাগপ্রসঙ্গ এবং এই দেহের দ্বারাই তোমার সর্ব্ববিজয়ি-সঙ্গসুখ-বিরহ অনুভব করিতেছি। হায় হায়! আমাদের জীবনে ধিক্‌ এই বিচ্ছেদবিধাতৃ বিধাতাকেও ধিক্।

আমি তাহাদিগের পত্রের উত্তরে আমার হৃদয়ের কথা, যাহা তাহাদিগকে অশ্রুসিক্ত করে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম, তাহাও তোমাকে বলিতেছি।

যেয়ং দৃষ্টির্ম্ময়া বশ্চছবিপরিকলনাৎ
কুষাতে যা শ্রুতির্ব্বাগ্‌।
দূরস্থায়চ্যতে যা তনুরপি মিলনা-
দ্দব্যতে সব্যপেক্ষম্।
যদ্যেতাস্তত্র তত্র প্রতিকৃতি-
কৃৎয়ে ন স্বধীনা মম স্যু-
স্তর্হ্যেতাঃ স্বৈরিণীর্ব্বা কথমহমহহ
প্রাণসখ্যঃ সহেয়॥

অয়ি প্রাণসখিবৃন্দ! তোমাদিগের শোভাদর্শন হইতে আমি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, এবং যে কর্ণকে বাক্যের অগোচর করিতেছি, এবং যে দেহকে মিলন হইতে উৎ-কণ্ঠার সহিত দূরীকৃত করিতেছি, যদি এই ইন্দ্রিয়সকল তত্তৎ বিষয়ে প্রতিনিধি করিবার জন্য আমার অধীন না হয়, তবে হে প্রাণসখিগণ! কিরূপে আমি এইসকল দৃষ্টি-দিগকে স্বাধীন করিয়া সহ্য করিতে পারিব?

হে উদ্ধব! আমি আসিবার সময় তাহাদিগকে এই-প্রকার আশাবাণী দিয়াছিলাম। তাহাতেই এই দুরন্ত-বিরহেও তাহারা প্রাণধারণ করিতেছে। সেই শ্রীব্রজ-ললনাগণ আমারই বল্লবী। যেমন ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপত্নী ব্রাহ্মণী নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ গোপজাতি আমার তাহারাই নিত্য প্রেয়সী। তাহাদের যে অন্য পতি আছে, সেটী কেবল লোকাপবাদমাত্র। যেহেতু তাহারা আমারই স্বরূপশক্তির মধ্যে মুখ্যাহ্লাদিনীশক্তিরই অধি-ষ্ঠাত্রীরূপা। তাহাদের তনুখানি কর্পূরবাসিত-জলের মত মহাভাবাখ্য—প্রীতিরসে সুবাসিত। স্বরূপ ভিন্ন অন্যত্র স্বরূপশক্তির প্রবৃত্তি ঘটিতে পারে না। অঘটনঘটনপটীয়সী চিচ্ছক্তির পরিণতি—লীলার সহায়কারিণী—যোগমায়া আমারই ইচ্ছায় ইহাদিগকে পরবধূরূপে লোকসমাজে প্রতীতি মাত্র করাইয়াছে। নিত্যলীলাদৃষ্টিতে ও স্বরূপ-তত্ত্ববিচারে ইহাদের পরবধূত্ব কখনও ঘটিতে পারে না। অথচ পরকীয়া-ভাব ভিন্ন ইহাদের অনুরাগের পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয় না। যেমন ঘোড়দৌড়ের সময় কোন ঘোড়ার কতদূর বুকের বল, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার অজ্ঞাতভাবে পথে একখানি কাষ্ঠ ফেলিয়া দেওয়া হয়। যে ঘোড়ার গতি সেই কাষ্ঠে কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেই ঘোড়ারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনই মর্য্যাদাপ্রাপ্ত কুলবধূগণের পক্ষে অতি দুস্ত্যজ ধর্ম্মবাধা অতিক্রম করাতেই অনুরাগের পরাবধির প্রকাশ পাই-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

য়াছে। যদি ইহারা পরবধূরূপে লোকে প্রতীত না হইত, তাহা হইলে অসঙ্কোচে মুখে যাহা আসে, তাহাই আমাকে বলিতে পারিত না; দানলীলা-প্রসঙ্গই তাহার প্রমাণ। যথা "কোন গুণে তোমার সনে পীরিতি করিব হে কানাই! তুমি রাখাল আমি রাজার ঝি, এ কথা শুনিলে লোকে বলিবে কি? রূপেতে ভ্রমর, গুণে ননী-চোর, ধনেতে ধবলী, বসতি গাছে। কেন ঘনায়ে ঘনায়ে আসিছ কাছে?" শ্রীপাদ রূপগোস্বামিকৃত দানলীলা গ্রন্থখানি দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে,—শ্রীব্রজসুন্দরীগণ পরিহাস রসে উদ্দাম উচ্ছাসময়ী ভাষাতে শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদনে নিমজ্জিত করিতেছেন। প্রীতিজাতির একটা স্বভাব এই যে—প্রণয়িজনের সহিত অসঙ্কোচে কথা বলিতে না পারিলে হৃদয়ে একটা বেদনা থাকিয়া যায়। এই অভিপ্রায়েই লঘুতোষণীতে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন,—"পরদারতা চাস্তাং বাগনির্গলতা-প্রকটনায়" অর্থাৎ অনর্গল বাক্য বলিবার জন্যই ইহাদের পরদারতা প্রকাশ পাইয়াছে"। এস্থানে একটা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল পিতামাতা ও কান্তাগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই শ্রীউদ্ধবকে উপদেশ করিতেছেন. কিন্তু জ্যেঠা খুড়া সখা ও দাসগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কোনও উপদেশ করিলেন না কেন? তাহার উত্তরে শ্রীসনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষণীতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যথা,—যদ্যপি নিখিল ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিবান্, তথাপি তাঁহাদের প্রীতির মধ্যে তিনটী বিভাগ আছে—উৎকণ্ঠাপ্রধান, বিশ্রম্ভপ্রধান ও বিবেকশূন্য। তন্মধ্যে কান্তা ও বৎসলগণের শ্রীকৃষ্ণে উৎকণ্ঠাপ্রধানা রতি। সখাগণের বিশ্রম্ভপ্রধানা এবং ব্রজবাসী পশু বৃক্ষ প্রভৃতি সকলের বিবেকশূন্যা রতি। উৎকণ্ঠাপ্রধান-রতিমান্‌গণের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেও স্ফূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। আবার বিশ্রম্ভপ্রধানা রতির স্বভাবে সখাগণ তাঁহার স্ফুর্ত্তিকেই সাক্ষাৎ প্রাপ্তি বলিয়া মনে করেন। যাঁহাদের বিবেকশূন্যা রতি তাঁহারা স্বাহুভবানন্দে বিরহের অনুসন্ধান লইতে পারেন না। সেইজন্য উৎকণ্ঠাপ্রধানা রতির আশ্রয় পিতামাতা ও কান্তাগণকেই সান্ত্বনা দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। যেমন একটা গৃহস্থের বাটীতে অনেক লোক থাকিলেও দুর্ভিক্ষের সময় মূলকর্ত্তাকে ডাকিয়া প্রচুর ভোজ্য দান করিলে তাহার অন্ন জীবিগণকেও আহার্য্য দেওয়া হয়, তেমনই নিখিল বৎসলগণের মূল আশ্রয় ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী শ্রীনন্দ ও যশোদাকে সান্ত্বনা দিলেই বাৎসল্যের অনুজীবি খুড়া জ্যেঠা প্রভৃতি সকলকেই সান্ত্বনা দেওয়া হইবে। এজন্য পিতামাতা ব্যতীত খুড়া জেঠা প্রভৃতিকে স্বতন্ত্ররূপে সান্ত্বনা দিবার আদেশ করিলেন না। সখাগণ স্ফূর্ত্তিকেই সাক্ষাৎকার মনে করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলে তাঁহাদের আবেশের উপর আঘাত দেওয়া হইবে। অতএব শ্রীউদ্ধবের নিকটে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলেন না। যাঁহাদের বিবেকশূন্যা-রতি, তাঁহারা স্বানুভবানন্দে বিভোর আছেন। সুতরাং তাঁহাদের আবেশে আঘাত দেওয়া হইবে বলিয়া সান্ত্বনার কোন প্রয়োজন না থাকায় তাঁহাদের কথা উদ্ধবকে কিছুই বলিলেন না।

হে উদ্ধব! মাতাপিতা ও ব্রজরামাগণকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত আমি বহুবার অনেক সতর্কদূত পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাহারা আমার কথিত উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিচাতুর্য্য অবলম্বনে ব্রজবাসী ও ব্রজবাসিনীগণের ভাববিরুদ্ধ হওয়ায় কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির প্রিয়শিষ্য এবং আমার সখা, সুতরাং তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ যাহা বলিলাম, তুমি সেইসকল বাক্যের সামঞ্জস্য ও ভাব রক্ষা করিয়া আমার বিরহসন্তপ্ত ব্রজজনদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে ব্রজে গমন কর।

প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ নিগূঢ় গম্ভীরভাবময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া ও চিরপ্রার্থিত ব্রজ ও ব্রজরাজ চরণদর্শনের নিমিত্ত গমন করিবার আদেশ পাইয়া স্বভাবসুন্দর অপার আনন্দে উৎসবময় শ্রীমান্ উদ্ধব সপ্রেম-গদগদকণ্ঠে যুক্তহস্তে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে চিরসুহৃদ! যদ্যপি বীণাদি বাদ্যযন্ত্র স্বয়ং কখনও রাগের সহিত গীতক্রমবিশিষ্ট এবং স্বয়ং তালাদি যুক্ত হয় না, তথাপি সুগায়কসংসর্গে বাদ্যযন্ত্র সেই সেই স্বরতালাদি গুণ অবলম্বন করিয়া মহাজনদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। সেইরূপ আমি নিজে গুণহীন হই-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সরস্বতী, কবীরা
বারাণসী-5

দেও আপনার উপদেশবাণী অবনত মস্তকে ধারণ করিয়া স্বভাবমধুর ব্রজবাসিগণের চরণে নিবেদন করিতে প্রয়াসী হইব। শ্রীকৃষ্ণ তখন যুক্তহস্ত উদ্ধবের প্রতি ব্রজগমনের শক্তি প্রেরণা করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দাদা শ্রীবলরামের নিকট মাতাপিতার সুখসম্পাদনের জন্য শ্রীমান্ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইতেছি এই কথা শ্রবণ করাইলেন। উদ্ধবও শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীবলদেবকে অবনতমস্তকে ব্রজগমনের আদেশ প্রাপ্তির ইচ্ছায় প্রণাম করিলেন। দাদা শ্রীবলরামচন্দ্র কৃষ্ণ ও উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া মা শ্রীরোহিণী দেবীর চরণে উদ্ধবকে প্রণত করাইলেন। মা রোহিণী-দেবী উদ্ধবের ব্রজ গমনের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজের মাধুর্য্যময় আস্বাদন স্মরণপূর্ব্বক অতিশয় বিচলিত হইলেন; এবং নিজ অশ্রুবিধৌত করযুগল-দ্বারা শ্রীমান্ উদ্ধবের মস্তক স্পর্শনপূর্ব্বক গদ্গদ্কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রজ গমনের নিমিত্ত আদেশ দান করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে নিজবস্ত্রঅলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া ব্রজে পাঠাইলেন।

ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ সন্দেশং ভর্ত্তুরাদৃতঃ।
আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন। হে উদ্ধব! অগ্রজ বলদেবচন্দ্রের সহিত আমার বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত অতিশয় দূরতর প্রদেশ অবন্তীনগর গমন বৃত্তান্ত যদি পরম্পরায় ব্রজে প্রচারিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমাদের একান্তসুখান্বেষী ব্রজবাসিবৃন্দ আমাদের দূরগমন-সংবাদে যদি অত্যন্ত কাতর হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কোন স্থানই দূর এবং নিকট হইতে পারে না এইরূপ নিজ সিদ্ধান্ত-অনুরূপ যুক্তি-দ্বারা তাঁহাদিগের মনের বেদনা অপসারিত করিও।

শিশুকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণসেবানিরত উদ্ধব নিজপ্রভুর এইরূপ আজ্ঞা লাভ করিয়া নিজকে অতিশয় ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। কারণ দাসের 'প্রভু সেবাই' মূল সম্পত্তি। সেই সেবার প্রকার অনেক আছে। তন্মধ্যে নিজ প্রভুর আদেশ পাইয়া তাঁহার সেবা করাই অধিকতর লাভ। তন্মধ্যেও শ্রীব্রজবাসিজনার সেবা করিবার সৌভাগ্য-লাভে নিজকে অতিশয় ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক-ভক্তসেবার শ্রেষ্ঠতাই "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। নিজপ্রভুর এইরূপ আদর-মাখা আবেগভরা আদেশটী পাইয়া শ্রীউদ্ধবের আনন্দের আর পরিসীমা থাকিল না। বহুদিবসের জন্য নিজপ্রভুকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়া অতি আকুল পিপাসার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে করিতে যদ্যপি সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্তম্ভিত হইয়াছিল, তথাপি দাসের নিজপ্রভুর সেবাই মুখ্যকর্ত্তব্য-বিবেচনায় পুরের বাহির হইয়াছিলেন। যখন পুরীর বাহিরে আসিলেন, তখন একদিকে পুরীর শোভা ও অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অখণ্ড-মাধুর্য্যের ধাম শ্রীব্রজের শোভায় শ্রীউদ্ধবকে আকর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু উভয় আকর্ষণের মধ্যে বলপূর্ব্বক মাধুর্য্যধাম শ্রীব্রজের আকর্ষণই জয়লাভ করিয়াছিল। কারণ পূর্ব্বে সাধারণ-জনশ্রুতিতে শ্রীব্রজবাসিজনার শ্রীহরিতে পরিপূর্ণ রতির সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের দর্শন-লালসায় নিজে অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রতি সাক্ষাৎ শ্রীহরির মুখ হইতেও সেই সংবাদ পাইয়া ব্রজবাসিবৃন্দকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আরও অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। যদ্যপি ভক্তাগ্রণী উদ্ধবের পক্ষে বিশুদ্ধ প্রেমধাম ব্রজে পদব্রজে গমনই ভক্তির মর্য্যাদা-রক্ষার অনুকূল হইত, তথাপি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কোনই সংবাদ না পাইয়া বিরহে ও অনিষ্টাশঙ্কায় কাতর পিতামাতাকে ও কান্তাগণকে সত্বর সংবাদ দিবার প্রয়োজনে স্বর্ণরথে আরোহন করিয়াই ব্রজে চলিলেন। যাইবার সময় স্বর্ণরথ ও মনোরথ উভয়ের মধ্যে মনোরথই গতিতে জয়লাভ করিয়াছিল, এই অভিপ্রায়েই মূলশ্লোকে "প্রযযৌ" ক্রিয়াটী প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীউদ্ধব মহাশয় প্রকৃষ্ট প্রকারে গমন করিয়াছিলেন। যাহার নিকটে গমন করা হয়, তাহারই বিষয়ে গাঢ়তর সংকল্প করিতে করিতে যাওয়াই "প্রকৃষ্ট যাওয়া"। আর সঙ্কল্পশূন্য-মানসে গমনই নিকৃষ্ট গমন। তখন শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের মনে নানারূপ সঙ্কল্প হইতেছিল। উদ্ধব ভাবিতেছিলেন' যাঁহাদের নাম করিতে করিতে আমার প্রভু প্রেমে অধীর হইতেছিলেন, জানিনা,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাদের প্রেমের জাতি কি? আর পরিমাণই বা কত? এই মথুরায় শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবান্ যাদব ত বহুলই আছেন, কিন্তু কাহারও প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ত এরূপ অধীর হইতে দেখি নাই। অধিক কি এখন অস্মদে? দেবকীর প্রতিও প্রভুর এপ্রকার আকর্ষণ দেখা যায় না। সেই ব্রজজন কি আমাকে দেখিয়া আদরপূর্ব্বক চরণসমীপে বসাইবেন? এবং তাঁহারা কি অসঙ্কোচে নিজ নিজ প্রাণের ভাষা ও মনের গোপন কথা আমার নিকট প্রকাশ করিবেন? আমি কি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা পূর্ণ বাক্যে কথঞ্চিৎ আপ্যায়িত করিতে পারিব? এই-প্রকার সঙ্কল্পের আবেশে উদ্ধব ব্রজের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতিমাত্র প্রচার ছিল! কিন্তু শ্রীব্রজে প্রবেশ করিবামাত্রই প্রত্যেকটী বৃক্ষ শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাদ্দর্শন করাইতে লাগিল। শ্রীউদ্ধবের হৃদয়ে তখন আনন্দ-উৎসবের আর অবধি ছিল না। মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! এই সেই বৃন্দাবন এই সেই বৃক্ষসমূহ যাহার তলে আমারও প্রভু বসিয়া ফল ভোজন করিতেন। দারুণ রবির কিরণে উত্তেজিত হইয়া নিজ সখাগণসঙ্গে এই সকল বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া শান্তিলাভ করিতেন। কখনও সখাগণের সহিত বাল্য-ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া এই বৃক্ষমূলে সখা-দ্বারা রচিত নব নব পল্লব-শয্যায় বিশ্রাম করিতেন। যখন ধেনুগণ তৃণ-লোভে তৃণমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে দূরগামী হইত, তখন এই সকল বৃক্ষমূলে ত্রিভঙ্গললিতঠামে দাঁড়াইয়া সেই সকল ধেনুর নাম লইয়া বাঁশী বাজাইতেন! ধন্য ব্রজের তরুলতা! যাহারা ব্রহ্মাদিদেবগণের ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণকেও অনায়াসে নিকটে পাইয়া নানাবিধ সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে স্থিতিকালে দর্শন এবং স্পর্শনরূপ সুগন্ধিজলে যে বৃক্ষসকলকে অভিষিঞ্চন করিয়াছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণবিরহসময়েও তাঁহাদের সেই সকল সংস্কার-জনিত আবেশ বিলুপ্ত না হওয়ায় পুষ্পফলে সুশোভিত ছিল! অপর যে সকল পক্ষী পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অনুভবানন্দে মাতিয়াছিল, এখন শ্রীকৃষ্ণবিরহসময়েও তাহারা সেই-সকল লীলাগান করিয়া উদ্ধবকে তাৎকালিকরূপে শ্রবণ করাইতেছিল।

প্রাপ্তোনন্দব্রজং শ্রীমান্ নিম্লোচতি বিভাবসৌ।
ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খুররেণুভিঃ॥

রথশোভা ও নিজশোভায় সুশোভিত শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রীল নন্দমহারাজের ব্রজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে সূর্য্যদেব অস্তাচলগামী হইলেন। তখন বন হইতে যূথে যূথে ধেনুগণ ব্রজে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সকল ধেনুগণের খুররেণুরাশিতে রথখানি সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সেই সকল গোখুর রেণুরাশিতে ধূসরিত হইয়া শ্রীমান্ উদ্ধব নিজকে অতিশয় ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। কারণ ঐ সকল রেণু শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে অতিশয় ধন্য-তম; ঐ রেণু ব্রহ্মা-শঙ্কর-লক্ষ্মীদেবীও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্তরায়-বিনাশের জন্য নিজ নিজ শিরে ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীব্রজে প্রবেশ করিবামাত্রই শ্রীউদ্ধব সেই সম্পদে বিভূষিত হইলেন। ঐ সময়ে সূর্য্য অস্ত না গেলে ও গোধূলি সমূহে রথখানি আবৃত না হইলে উদ্ধব অন্য ব্রজবাসীর নয়নগোচর হইয়া পড়িতেন এবং ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর চরণসন্নিধানে মিলিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িত, কারণ সকল ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিবার জন্য শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে ঘিরিয়া রাখিতেন। সেই জন্যই শ্রীলীলাশক্তির প্রেরণায় অন্যের অলক্ষিতরূপে উদ্ধব শ্রীলব্রজরাজের গৃহে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রবেশ-সময়ে আরও অনেক সুমঙ্গল-চিহ্ন দেখিয়াছিলেন; তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছেন।

বাসিতার্থেঽভিযুধ্যদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ।
ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরূধোভারেণ বৎসকান্॥
ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভির্গোবৎসৈর্মণ্ডিতং সিতৈঃ।
গোদোহশব্দাভিরবং বেণূনাং নিঃস্বনেন চ॥
গায়ন্তীভিশ্চ কর্ম্মাণি শুভানি বলরাময়োঃ।
স্বলঙ্কৃতাভি-র্গোপীভি র্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্।
অগ্ন্যর্কাতিথিগোবিপ্রপিতৃদেবার্চ্চনান্বিতৈঃ।
ধূপদীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপাবাসৈর্মনোরমম্॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্॥
তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্।
নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চ্চয়ৎ॥
ভোজিতং পরমান্নেন সম্বিষ্টং কশিপৌ সুখম্।
গতশ্রমং পর্য্যপৃচ্ছৎ পাদসম্বাহনাদিভিঃ॥

ঋতুমতী ধেনুগণের জন্য বৃহৎ বৃহৎ বৃষসকল পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছে। ধেনুসকল উধোভারে (ওলান) ইতস্ততঃ নিজনিজ বৎসগণের প্রতি ধাবিত হইতেছে। অতিশয় শুভ্রবর্ণ বৎসসকল ইতস্ততঃ লম্ফপ্রদান করিতেছে। গোপগণ গোদোহন করিতে করিতে "বাছুরী ছাড়িওনা" "বাছুরী ছাড়ো" "আমার নিকট এস" "আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও" "তাড়াতাড়ী কর, তাড়াতাড়ী কর" "না, না তাড়াতাড়ী করিতে হইবে না" "গোদোহনের ভাণ্ড লইয়া আইস" "এই দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ড লইয়া যাও" ভাণ্ডটী আমার হাতে দাও" "আমার হাত হইতে ভাণ্ডটী লইয়া যাও" এইরূপ বিবিধ শব্দ করিতেছেন। আবার তন্মধ্যে গোদোহনের শব্দে শ্রীব্রজ মুখরিত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা-গোপী-ভিন্ন অন্য বিশ্রম্ভপ্রধানা রতিমতী গোপীগণ অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সুমদন তৃণাবর্ত্ত-বধাদি লীলাগানে ও শ্রীদামাদি সখাগণের সখ্যসমুচিত-লীলাকথায় শ্রীব্রজ একদিকে যেমন সুশোভিত, তেমনই অপর দিকে মুখরিত হইতেছিল। যাঁহারা অলঙ্কারাদিতে-বিভূষিত হইয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতেছিলেন, তাঁহারা যে কৃষ্ণপ্রেয়সী নহেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন। যথা, "মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ" অর্থাৎ তাঁহারা উৎকণ্ঠা-প্রধানা রতিমতী হইলে অলঙ্কারাদিতে বিভূষিতা হইতেন না। সখাগণ গোচারণ করিয়া উল্লাসভরে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে নিজ নিজ গৃহে আগমন করিতেছিলেন।

এইরূপে শ্রীব্রজের লৌকিক শোভা বর্ণন করিয়া এক্ষণে বৈদিক শোভাও বর্ণন করিতেছেন।

নিত্য হোমাদি অনুষ্ঠান দ্বারা অগ্নি ও সূর্য্যের আরাধনা হইতেছিল, নব নব তৃণগ্রাস দিয়া গোসকলের এবং মধুর বচন ও সৎকারাদি দ্বারা অতিথি-ব্রাহ্মণ-পিতৃলোক ও দেবলোকের আরাধনা হইতেছিল। গৃহস্থগণের পক্ষে পিতৃলোক প্রভৃতির অর্চ্চনা অবশ্যকর্ত্তব্য, তবে বৈষ্ণব-গণের পক্ষে সেই পিতৃলোক প্রভৃতির আরাধনা বৈষ্ণব-বুদ্ধিতেই করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদের দ্বারা তর্পণ-প্রভৃতি করিতে হয়।

যদ্যপি নিখিল মহাভাগবতগণের ও পরমারাধ্য শ্রীল-ব্রজবাসিগণের বিধির অধীনতা নাই, তথাপি শ্রীভগবান্ যেমন বিধিকিঙ্কর না হইয়াও বিবিধ কর্ম্ম করেন, এবং সেইটী যেমন তাঁহার লীলাবিশেষ, সেই প্রকার ব্রজবাসি-গণের পক্ষেও বুঝিতে হইবে। এইরূপ বর্ণনের দ্বারা ব্রজ-বাসিগণের বৈশ্য আভীর দ্বিজত্ব দেখান হইল। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়েও শ্রীল ব্রজরাজ শ্রীগর্গাচার্য্য মহাশয়কে বলিয়াছেন "কুরু দ্বিজাতিসংস্কারম্" অর্থাৎ আমরা বৈশ্য সুতরাং আমার বালকদুইটীর দ্বিজাতি-সমুচিত সংস্কার করুন।

এইক্ষণ শ্রীব্রজরাজের গৃহমধ্যস্থ শোভা বর্ণন করা হইতেছে। শ্রীউদ্ধবমহাশয় ব্রজবাসিগণের প্রতিগৃহদ্বার মাল্যদ্বারা এবং গৃহাভ্যন্তর দীপশিখায় সুশোভিত দেখিয়া-ছিলেন। প্রতিপ্রকোষ্ঠে সুগন্ধ ধূপসকল জ্বলিতেছিল, সৌরভে সম্মুখস্থিত পথ পর্য্যন্ত আমোদিত হইতেছিল।

শ্রীব্রজের বহিঃপ্রদেশের শোভা বর্ণিত হইতেছে। সে স্থলের প্রত্যেকটী বৃক্ষলতা প্রস্ফুটিত-পুষ্পসমূহের সুগন্ধে আমোদিত হইতেছিল। পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমরের গুঞ্জনে ও বৃক্ষের শাখায় শাখায় উপবিষ্ট কোকিল প্রভৃতি সুগায়ক পক্ষিসকলের কাকলীরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছিল। বৃন্দাবনের সরোবরসকল প্রস্ফুটিত পদ্মবনের সৌরভে এবং হংসকারণ্ডব সমূহের উল্লাস-ধ্বনিতে অতিশয় মনোরম শোভাবিশিষ্ট ছিল।

এস্থলে এইটী বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, যদ্যপি তৎকালে শ্রীব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখসাগরে নিমগ্ন ছিল, তথাপি 'শ্রীমান উদ্ধব আমার ব্রজের শোভা দর্শন করুক', শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রেরিতা হইয়া যোগমায়া নির্ব্বেদ বিষাদ ও দৈন্য প্রভৃতি দুঃখার্ত্ত ব্রজের বিরহবিধুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশটীকে গোপন করিয়া, চাপল্য ও উৎসাহাদির দ্বারা অতি মনোহর শ্রীকৃষ্ণসংযুক্ত ব্রজের প্রকাশবিশেষটী প্রথমতঃ শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে দেখাইয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীমান্ উদ্ধব রাজপথ অতিবাহিত করিয়া ব্রজরাজের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া রথসহ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপরে সারথিরূপে নিজের একটী সেবক সঙ্গে লইয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া ব্রজরাজের অন্তঃপুর-সম্মুখবর্ত্তি-প্রদেশে বেদীর উপর উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে অন্ধকার অতিশয় গাঢ় না হওয়ায় একটী লোক বসিয়া আছে তাহা লক্ষিত হইতেছিল। ব্রজরাজের অন্তঃপুরে ব্রজবাসিগণ প্রবেশ করিতেছিলেন, বাহিরেও আসিতেছিলেন, সেই গতাগতি-সময়ে শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে দর্শন করিয়া গোপগণ সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণের মত রূপ বেশ কেশ ভূষণ প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবিশেষ উদয় হইয়াছে, তাহারা অনুভব দ্বারাই বস্তুপরিচয় করিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল যে, এই বেদীর উপরে যে বসিয়া আছে সে যদি কৃষ্ণই হইবে তাহা হইলে কৃষ্ণকে দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় সুখের আবির্ভাব হইত, ইঁহার দর্শনে তাদৃশ সুখানুভব করিতেছি না কেন? আর যদি অন্য ব্যক্তিই হইবে তাহা হইলে কৃষ্ণের রূপ, বয়স ও বস্ত্র ইঁহাতে কিরূপে আসিল? যাহা হউক্ আমরা শ্রীব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর চরণে এই অতিথির সংবাদ জানাই, তাঁহারা অবশ্যই অপরিচিত পরিচিতের সংশয় দূর করিতে পারিবেন। এই ভাবিয়া সেই গোপগণ ব্রজরাজ-সকাশে এই সংবাদ বর্ণন করিলে ব্রজরাজ মথুরা হইতে উদ্ধবের আগমনই স্থির করিয়াছিলেন। স্বয়ং বহিঃপ্রদেশে আগমন করিয়া শ্রীল ব্রজরাজ শ্রীমন্ উদ্ধবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমান্ উদ্ধবও শ্রীল ব্রজরাজকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলে শ্রীল ব্রজরাজ দুই বাহুদ্বারা চরণ হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া শ্রীমান্ উদ্ধবকে চোখের জলে সিক্ত করিলেন। সেই সময়ে শ্রীউদ্ধব ভক্তিসুলভ দৈন্যে দুইটী হাত জোড় করিয়াছিলেন। ব্রজরাজ তাঁহার সেই অঞ্জলী গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণজননীর নিকটে উপস্থিত করাইয়া "ইনিই শ্রীকৃষ্ণজননী যশোদা" এইরূপ পরিচয় করাইয়াছিলেন। এবং শ্রীযশোদাকেও বলিলেন "ইনিই কৃষ্ণের সহচর শ্রীমান্ উদ্ধব"। তখন শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রীল ব্রজেশ্বরীর চরণে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ মনোহর বিনয়ের সহিত দুই হাত জুড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন; তৎপরে শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী নিজ পরিজন দ্বারা সেই শ্রীউদ্ধবকে কৃষ্ণের অনুচর ভক্ত, অতএব অতিপ্রিয়জন জানিয়া তাঁহার আরাধনা করাইয়াছিলেন। সেই ব্রজরাজদম্পতি উদ্ধবকে "অতিথি নারায়ণ সম" এই বুদ্ধিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ প্রিয়জন এই উভয় প্রকারে 'অধোক্ষজ ধারণায়' যথোচিত মর্য্যদা করাইয়াছিলেন। অনন্তর উৎকৃষ্ট পায়সান্ন দ্বারা ভোজন করাইলেন। এস্থানে বুঝিতে হইবে যে দিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিয়াছেন, সেই দিন হইতে ব্রজবাসিজনমাত্রের সমস্ত পাকগৃহ অমার্জ্জিত, অশিপ্ত, তৃণপত্র-ধূলিরাশিতে পরিপূর্ণ এবং সূতাতন্তুদ্বারা (মাকড়সার সূত্রে) ব্যাপ্ত হইয়াছিল; পরস্পর প্রতিবেশীজনদত্ত দধি, দুগ্ধ, তক্র, প্রভৃতির দ্বারায় কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছিলেন। অতএব যদ্যপি রন্ধনাদির সম্ভাবনা ছিল না তথাপি ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছিলেন যে "আমার গৃহে সমাগত উদ্ধব ক্ষুধা দ্বারা অবসাদ প্রাপ্ত না হউক্"। তাঁহাদের এই সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া কোন একটী ব্রাহ্মণপরিজন বস্ত্র তণ্ডুল ও দুগ্ধের দ্বারা মাত্র একজন পুরুষের ভোজনোপযোগী পরমান্ন পাক করিয়াছিলেন। তাহা দ্বারাই শ্রীমান্ উদ্ধবকে ভোজন করাইয়াছিলেন। ভোজনান্তে পথাগমনজন্য শ্রম অপনোদনের নিমিত্ত শ্রীব্রজরাজ উদ্ধবকে বলিলেন "বৎস! পথাগমনশ্রম অপনোদনের জন্য এই পালঙ্কে শয়ন কর। আমার এই ভৃত্য তোমার পদ ও গাত্র সম্বাহন করিয়া দিউক্"। শ্রীল ব্রজরাজের আদেশপ্রাপ্ত উদ্ধব সেই প্রকারই করিলেন। তৎপর শ্রীনন্দমহারাজ বিরহদুঃখের বৃদ্ধি আশঙ্কায় প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কুশলপ্রশ্ন করিতে ভীত হইয়া প্রশ্নের ভূমিকারূপে শ্রীবসুদেবের কুশলপ্রশ্ন করিয়াছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সরস্বতী, কাশী বারাণসী

কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ।
আস্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈর্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ॥
দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ সানুজঃ স্বেন পাপ্মনা
সাধূনাং ধর্ম্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা॥
অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্॥

শ্রীলব্রজরাজ উদ্ধবের প্রতি অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হইয়া সম্বোধন করিলেন,—হে মহাভাগ! অর্থাৎ তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সর্ব্বদা থাকিবার সৌভাগ্যলাভে যথার্থ যোগ্য, আমরা কিন্তু তাদৃশ সৌভাগ্যলাভে অযোগ্য বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছি। মহাভাগ সম্বোধনের ধ্বনিতে এইরূপ অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। হে উদ্ধব! আমার পিতা পর্জ্জন্য গোপ মহাশয় আমার ও বসুদেবের বাল্যবয়সে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধিতে-আমারই মত তাহাকেও একসঙ্গে পালন করিতেন। তুমি বোধ হয় জান, আমার পিতামহ দেবমীঢ় নামে যাদব দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী ক্ষত্রিয়া অপরটী বৈশ্যা। ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূর জন্মগ্রহণ করেন ও বৈশ্যা-গর্ভে আমার পিতা পর্জ্জন্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "মাতৃবদ্বর্ণশঙ্করঃ" এই শাস্ত্ররীতি অনুসারে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীশূরপুত্রই বসুদেব। অতএব বসুদেবের সহিত আমার কেবল ভ্রাতৃসম্বন্ধই নহে কিন্তু শৈশবে একসঙ্গে "খেলুয়া" বলিয়া সখা-সম্বন্ধও আছে। সেই সখা বসুদেব সম্প্রতি রাম গদ প্রভৃতি পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া কুশলে আছে ত? এবং সেই বসুদেবের অন্যান্য সুহৃদ্ যাদবগণ যাহারা কংসভয়ে ভীত হইয়া কোশলাদি রাজ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা কি সম্প্রতি মথুরায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে? আহা! বসুদেব দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কংসকর্তৃক কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইয়া কতই না যাতনা পাইয়াছিল, সম্প্রতি শ্রীনারায়ণের প্রসাদে সেই কারাগৃহবাস-দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। বড়ই সৌভাগ্যের কথা, পাপবুদ্ধি কংস নিজপাপে অনুজবর্গের সহিত মরিয়াছে। নাইবা মরিবে কেন? যে পাপমূর্ত্তি কংস সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ সদাচারনিষ্ঠ যাদবগণের প্রতি রাশি রাশি দৌরাত্ম্য করিয়াছে, সেই পাপে তাহার মরণ অনিবার্য্য। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণই কংসকে বিনাশ করিয়াছেন এইরূপ উল্লেখ না করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের কংসবধ করিবার সামর্থ্য-বিষয়ে পিতার অসম্ভব-বুদ্ধি। দেখ উদ্ধব! যাদবগণ সদাচারনিষ্ঠ ও পরম ধার্ম্মিক বলিয়াই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় যাইবার জন্য অনুমোদন করিয়াছিলাম। কারণ শ্রীনারায়ণ-প্রসাদে আমাদের বিপৎকালে কৃষ্ণের ভিতরে নারায়ণী-শক্তির মাহাত্ম্য হয় বলিয়া সেই সেই বিপৎকালে কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং সাধু যাদবগণের বিপদ্ দেখিয়া নিজের দুঃখের গণনা না করিয়াও তাঁহাদের কল্যাণার্থে কৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলাম এবং তথায় রাখিয়া হতাশজীবন লইয়া ব্রজে আসিয়াছিলাম। আচ্ছা উদ্ধব! আমরা পরস্পর শুনিতে পাইয়াছি, অতি বালক সেই রামকৃষ্ণ উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবার জন্য অতি দূরদেশ অবন্তীনগরে গিয়াছে, এবং অতি দুঃখময় ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। আহা! যাহারা দণ্ডে সাতবার না খাইলে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত, তাহারা কেমন করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া আছে? এবং পায়ে হাঁটিয়া অতদূরদেশ অবন্তীপুরে গিয়াছে? সে কথা মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ কি, মথুরায় আসিয়া যাদবসভায় মিলিত হইয়াছে। হে উদ্ধব! যে নবজলধর শ্যাম চিরকাল আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মিয়াছিল, সেই কৃষ্ণপিতা আমার কথা কি স্মরণ করে? যে যশোদা অষ্টম মাসে প্রসূত হইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণের দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিয়া থাকে, হে বৃষ্ণিপ্রবর! তোমার নিকটে কখনও কি সে তার সেই মায়ের কথা স্মরণ করে? তাহার মাতৃগোত্রে ও পিতৃ-গোত্রে সম্বন্ধান্বিত যাহারা আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সৌহার্দ্দের কথা কি কখনও তাহার হৃদয়ে জাগে? অতি-বাল্যবয়সজন্য যাহাদের সহিত মিলিত না হইতে পারিলে সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িত, সেই সকল সখাগণের প্রতি নিজজন-ভাব কি হৃদয়ে পোষণ করে? কৃষ্ণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজের প্রতিনিধিরূপে সে সকল সখাগণকে গো-রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিত, সেই সকল সখাগণের কথা কি ভোজনকালে স্মরণ করে? যে ব্রজের নিখিলবস্তু কৃষ্ণ-সুখের জন্য অর্পিত হইয়াছে এবং নিজেও আত্মসুখদুঃখের প্রতি গণনা না করিয়া যে ব্রজের সুখসম্পাদনে সতত ব্যাকুল থাকিত, সেই ব্রজের কথা কি কখনও তাহার স্মৃতি-পথে উদিত হয়? আমরা সকলেই জানি কৃষ্ণ ব্রজের প্রত্যেকটী ধেনুকে নিজ হইতেও অধিক বলিয়া মনে করিত এবং নিজকরে তৃণগ্রাস ধরিয়া তাহাদিগকে পোষণ করিত সেই সকল ধেনুগণের কথা কি তাহার মনে আছে? যে বৃন্দাবিপিন নয়নপথে উদিত হইলে কৃষ্ণ ভোজন পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যাইত,—এক্ষণে কৃষ্ণ কখনও কোন প্রসঙ্গে তাহার কথা মনে করে কি? আহা! যে গিরিরাজকে ছত্রাকারে ধারণ এবং যাহার প্রত্যেকটী স্থান নিজ চরণ-চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত করিয়াছিল, এইক্ষণ সেইসকল স্থান যে তাহার বিরহে বৃথা হইয়াছে ইহা কি তাহার অনুভব করিবার অবসর আছে?

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্।
তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সস্মিতেক্ষণম্॥
দাবাগ্নের্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ।
দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা॥
স্মরতাং কৃষ্ণবীর্য্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্।
হসিতং ভাষিতং চাঙ্গ সর্ব্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ॥
সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্ মুকুন্দপদভূষিতান্।
আক্রীড়ানীক্ষ্যমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্॥

হে উদ্ধব! কৃষ্ণ বর্ত্তমান্ সময়ে যে প্রকার দুস্তর চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, এই অবস্থায় তাহার আমা-দিগকে স্মরণ করিবার অবসর দেখিতে পাই না। আমার রামকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিল তখন কোন চিন্তাকার্য্যের ভার তাহাদিগকে দিতাম না। কিন্তু এমনই অদৃষ্টের ঘটনা যে কংস নিহত হওয়ায় তাহার পত্নী "অস্তি" ও "প্রাপ্তি" নিজ পিতা জরাসন্ধের নিকটে কৃষ্ণের নামে নানা কুৎসা-কথা বলিয়া তাহাকে এমন কুপিত করিয়া তুলিয়াছে যে, জরাসন্ধ প্রভৃতি মহারথি অসুররাজগণ কৃষ্ণের প্রতি প্রচুর দৌরাত্ম্য করিবার জন্য বদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছে। তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে যাদবগণকে কি উপায়ে রক্ষা করা যায়, এই বিষম চিন্তায় কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে কংসকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া যে সকল যাদব দেশ-দেশা-ন্তরে গুপ্তভাবে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকে সেই সেই দূরদেশ হইতে মথুরায় আনিয়া সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য চিন্তায় বিব্রত হইয়াছে। এত দুরন্ত চিন্তার ভিতরে আমা-দিগের কথা কিরূপে মনে রাখিতে পারে, এইজন্য তোমার নিকট এইসকল প্রশ্ন করিলাম।

এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীউদ্ধব কহিলেন—হে ব্রজরাজ! মেধাবী ও কৃতজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই আপনা-দের কথা স্মরণ করিতেছেন। কিন্তু আপনাদের নিকটে বলিয়াছিলেন "জ্ঞাতিং বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্। অর্থাৎ সুহৃদ্ যাদবগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া জ্ঞাতি আপনাদিগকে দর্শন করিতে যাইব।" সুতরাং তিনি সত্বরই ব্রজে আসিতেন, কিন্তু কার্য্যানু-রোধে ব্রজে আসিতে কিছুদিন বিলম্ব হইবে। উদ্ধবের এইরূপ আশ্বাসবাণী শুনিয়া শ্রীব্রজরাজ কহিলেন—সে যদি সর্ব্বদাই আমাদের কথা স্মরণ করে, তবে সেই স্মরণের মুখ্য ফলরূপ তাহার একবার ব্রজে আগমন, যাহা সর্ব্বদাই আমরা মুখ্য প্রিয়তম বলিয়া মনে করি সে বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি। গোকুলপালক গোবিন্দ স্বজন বন্ধু বান্ধবগণকে দেখিবার জন্য কি ব্রজে আসিবে? ইহারা সকলেই যে তাহার অদর্শনে মণিহারা ফণির মত পাগল হইয়া পড়িয়াছে। হে উদ্ধব! ব্রজে এমন কেহই নাই যে জন আমার পুত্র কৃষ্ণকে প্রাণকোটী হইতে অধিকতর প্রীতি না করে। এই প্রকার নিজ নিজ ব্রজবাসিদিগকে দেখিবার জন্য তাহার ব্রজে অবশ্যই আসার প্রয়োজন, বিশেষতঃ গোকুল রক্ষার জন্য সে নিজে কত রাশি রাশি দুঃখ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ ব্রজে আসিয়া ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনা দিবার আশা আর মনে পোষণ করি না। কেবলমাত্র তাহাদের এই দুরবস্থা দেখিবার জন্য একবারও কি ব্রজে আসিবে? আহা মরি মরি! এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুরন্ত-বিরহ-মহাব্যাধিতে ব্রজবাসিজনার কি যে অনির্ব্বচনীয় সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি ভাষার দ্বারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। নিজ বন্ধুবান্ধব মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে যেমন তাহাকে দেখিতে আসা বন্ধুজনের অবশ্য কর্ত্তব্য, তেমন ভাবেও কি কৃষ্ণ একবার ব্রজে আসিবে না? ব্রজবাসিদিগের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহারা আর বেশী দিন বাঁচিবে বলিয়া আশা করা যায় না। যদি ইহারা মরিয়া যায়, তাহা হইলে এ জীবনে তাহার সহিত ব্রজবাসিদিগের আর দেখা হইবে না। সেও ব্রজবাসিদিগের চির-অদর্শন-জনিত দুঃখে মর্ম্মাহত হইবে।

হে উদ্ধব! বিরহব্যাকুলিত প্রাণ তাঁহার মুখখানি দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা করে। আহা! যে মুখে সুন্দর নাসিকা, সুন্দর হাসি, সুন্দর চাহনি, সেই মুখখানি আবার কখন কি দেখিতে পাইব? সেই মুখমাধুর্য্যের কথা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীনন্দমহারাজ যেন মোহদশাই প্রাপ্ত হইতেছিলেন। নিজের বাঁচিবার প্রতি আশা খুবই শিথিল হওয়াতে আরও অধিকতর ভাবে মর্ম্মাহত হইলেন। অনেকক্ষণ পর যেন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া নিজেদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যে আত্মসুখদুঃখের দিকে না তাকাইয়া শত শত স্নেহবিশেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিজ সান্ত্বনার জন্যই যেন সেই সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ যতই তাঁহার স্নেহের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন, ততই যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—অহো! পরম-বাল্যকাল হইতেই আমাদিগকে বারংবার নানা বিপদ হইতে সে রক্ষা করিয়াছে—তাহা তোমার নিকট এক দুই করিয়া কতই বা বর্ণনা করিব? যেদিন কালীয় নাগের মাথায় নাচিতেছিল,—সেইদিন রাত্রিতে কালীয় হ্রদের উপকূলে একটী বনের ভিতরে আমরা সকল ব্রজবাসী যখন নিদ্রিত ছিলাম, সেই সময় চতুর্দ্দিক হইতে দাবানল আসিয়া আমাদিগকে পোড়াইতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলিত ব্রজবাসিগণকে রক্ষার জন্য নিজের দুঃখের দিকে না চাহিয়া সেই বিস্তৃত দাবানল ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহার সেই প্রকার ব্যবহারে অগ্নির মনে এমনি করুণার উদয় হইল যে, দাহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুধার মত সন্তর্পণ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিল। তখন সকল ব্রজবাসীর মনেই ত্রিকালদর্শী গর্গাচার্য্য মহাশয়ের "নারায়ণসমো গুণৈঃ" কথাটী জাগিয়াছিল। এই প্রকার দেবরাজ ইন্দ্রকৃত বাতবর্ষ, বৃষাসুর, সর্পাকৃতি অঘাসুর, অম্বিকাবনের অজগর সর্প প্রভৃতি হইতে আমাদের কত কত বার রক্ষা করিয়াছে। সেই সকল বিপদ সাধারণ নহে। অন্যান্য মরণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ হইতেও কত কত বার রক্ষা করিয়াছে। সেই সকল বিপদ যখন উপস্থিত হইত, তখন ব্রজবাসীর মধ্যে কেহই আর প্রাণে রক্ষা পাইবে বলিয়া আশা করিতে পারিত না, কিন্তু কৃষ্ণের কারুণ্যাদিপ্রভাবে ও নিরুপাধি-প্রেমাস্পদাদি-স্বভাবে সেইসকল বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। সেই সকল প্রভাব ও স্বভাব কৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছিল। আমরা সকল ব্রজবাসীই তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি। হে উদ্ধব! অনেকেরই পুত্র হয় বটে কিন্তু এত গুণের পুত্র কেহ কোথাও পাইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছ কি? আমি আবার বজ্র হইতেও এত কঠিনহৃদয় যে, এত গুণের পুত্রকে নিজ হাতে ঘরের বাহির করিয়া মথুরায় রাখিয়া আসিয়াছি। এবং শূন্যপ্রাণে ঘরে আসিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি। এই প্রকারে নিজ পুত্রের মাধুর্য্য ও প্রভাব স্মরণ করিয়াও চিত্তের স্বাস্থ্য লাভ করিতে না পারিয়া শ্রীব্রজরাজ অত্যন্ত ব্যাকুলহৃদয়ে নিজের প্রাত্যহিক দুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন। হে উদ্ধব! আমার এইটীই প্রাত্যহিক দুঃখ যে, পূর্ব্বে তাহার মুখচন্দ্রস্মরণমধ্যে আমার সকল সন্তাপের শান্তি হইত, কিন্তু বর্ত্তমান আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃই তাহার মুখচন্দ্রস্মরণই সর্ব্বসন্তাপের কারণ হইয়াছে। কৃষ্ণের সেইসকল দাবাগ্নিভক্ষণ প্রভৃতি প্রভাবময় চরিত্র স্মরণ করিতে করিতে স্নানভোজনাদি দেহকৃত্য শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের মত—অনমুসন্ধানে ও অনভিনিবেশে কেবল সংস্কারের বশে স্নান-ভোজনাদি কৃত্য চলিতেছে। আহা! যখন কৃষ্ণ আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন যে ভঙ্গীতে নেত্রদৃষ্টির দুই ভাগ আমার চরণে ও একভাগ আমার মুখে অর্পণ করিয়া চাহিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং আমার নিকটে যেমন করিয়া হাসিত ও আমার সহিত মধুর ভঙ্গীতে যেমন করিয়া কথা বলিত, সেই সেই চাহিবার ও হাসিবার এবং কথা বলিবার ভঙ্গী আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া—মর্ম্মস্থান চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেছে; তাহাতে মনে হয় উদ্ধব! আমি বুঝি আর জীবনে বাঁচিব না,—আর বুঝি তাহার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইব না! তাহার সেই-সকল চাহনি, হাসনি ও মধুর ভাষা প্রভৃতি প্রত্যেক ভঙ্গী-তেই অসাধারণ স্নেহভরা থাকিত। আহা! আমার কৃষ্ণ যখন নিজ জননী ব্রজেশ্বরীর নিকটে যাইত, তখন কত আব-দার, কতই না চাপল্য প্রকাশ করিত। আবার যখন আমার নিকটে আসিত, তখন কত সুশান্তভাবে গাম্ভীর্য্যযুক্ত স্নেহভরা ব্যবহার করিত! কখনও সম্পূর্ণভাবে আমার মুখের পানে চাহিত না। সেই সকল কথা মনে পড়িয়া হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি কখনও ভাবি নাই যে, এত সত্বর সুখের আলো হইতে আমাকে শোকান্ধ-কারে পড়িতে হইবে।

হে উদ্ধব! হয়ত তুমি মনে করিতে পার, "নিজগৃহে বসিয়া থাকাতেই পুত্রের কথা আপনার অধিকভাবে স্মরণ হইতেছে। সেই হেতু তাহাকে ভুলিবার জন্য নিজেই যদি গোপালন করিতে করিতে যমুনাতীরাদিতে ভ্রমণ করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেকটা পরিমাণে পুত্রের কথা ভুলিয়া শান্তি পাইতে পারিবেন বলিয়া মনে করি।" হে যাদবশ্রেষ্ঠ! তাহাতেও কোন প্রতিকার হয় নাই, বরঞ্চ গৃহ হইতে বাহির হইলে আরও অধিক পরিমাণে, পুত্রের কথা স্মরণ হইয়া মর্ম্মান্তিক বেদনাই অনুভব করিয়া থাকি। কারণ যমুনার তীর, পর্ব্বতের গহ্বর, শিখর, উপত্যকা, বনপ্রদেশ প্রভৃতি যে যে স্থানে কৃষ্ণ বিহার করিয়াছেন, সে সমুদয় স্থানগুলিই অদ্যাপি মুকুন্দপদচিহ্নে বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে। এই গোকুলের এমন কোনও স্থান নাই যেখানে আমার কৃষ্ণ বিহার করে নাই। আবার এমন স্থান নাই যে স্থলে আমার শ্যামসুন্দরের পদচিহ্ন নাই। পৃথিবীদেবীও যেন নিজ বিভূষণরূপে নিজবক্ষে অদ্যাপি সেই সকল পদচিহ্ন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সেই পদ-চিহ্নগুলিও এত মনোহর যে দর্শন করিবামাত্র প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে কৃষ্ণউদ্দীপন করিয়া দেয়। সুতরাং সেই পদচিহ্ন-গুলি দেখিবামাত্র মর্ম্মস্থানে এতই বেদনা উপস্থিত হয় যে, মনে হয় "হে পদচিহ্ন! তোমরা এখনও এখানে অবিকৃত রহিয়াছ, কিন্তু আমার পুত্র কৃষ্ণ কোথায়?" এই ভাবে আমি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়ি, এবং সেখান হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিবার সামর্থ্যও আমার থাকে না। কেবল হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। আমি কোন স্থানে কোন প্রকারেই "সোয়াস্তি" লাভ করিতে পারিতেছি না। আমার পক্ষে ঘর বন উভয়ই সমান হইয়াছে। যখন ঘরে আসি, যে ঘরের দিকে তাকাই, সেই ঘরই আমার হৃদয়ে কৃষ্ণের স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। কারণ এমন কোন গৃহ নাই যেগৃহে আমার কৃষ্ণ বিহার করে নাই। কোন স্থানে না যাইয়া কোন দিকে না তাকাইয়া কেবল অন্ধের ন্যায় গৃহে স্থিরভাবে বসিয়া থাকা ভিন্ন চিত্তশান্তির কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছি না। হে উদ্ধব। যেদিন শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে উমাধবের পূজা করিবার জন্য অম্বিকাবনে গিয়াছিলাম, সেদিন রজনীতে একটী প্রকাণ্ড অজগর সর্প আমায় গ্রাস করিয়াছিল। তখন আমি কৃষ্ণদর্শনে বঞ্চিত হইব এই ভয়ে পুত্র কৃষ্ণকে ডাকায় কৃষ্ণ গর্গাচার্য্য কথিত "নারায়ণ সম" প্রভাবে সেই সর্পবদন হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া সেই হইতে তাহাকে আমি "মুকুন্দ" বলিয়া ডাকি।

মন্যে রাম্কৃষ্ণ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ।
সুরাণাং মহদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা।
কংসং নাগাযুতপ্রাণং মল্লৌ গজপতিং তথা।
অবধিষ্টাং লীলয়ৈব পশূনিব মৃগাধিপঃ॥
তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টিমিবেভরাট্।
বভঞ্জৈকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্ গিরিম্॥
প্রলম্ব ধেনুকারিষ্ট-তৃণাবর্ত্ত বকাদয়ঃ।
দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতো হতা যেনেহ লীলয়া

শ্রীল ব্রজরাজ এইরূপে নিজপুত্রের প্রভাব বর্ণন করিতে করিতে পুনরায় হঠাৎ মাধুর্য্য স্ফুরণ হওয়ায় কোন প্রকা-রেই চিত্তের স্বাস্থ্য লাভ করিতে না পারিয়া, মনে মনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাবিলেন, পুত্রবুদ্ধিতে কৃষ্ণের প্রতি আমার অতুলনীয় স্নেহই এত দুঃখের মূল হেতু, এই আশঙ্কায় স্নেহ আচ্ছাদন করিবার আশায় বিপ্লেষ বিশেষময় প্রীতিজাতির স্বভাবেই হউক্ অথবা তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার ইচ্ছায়ই হউক্ পুনর্ব্বার তাঁহার অলোকসামান্য প্রভাবের কথা স্মরণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন। এস্থানে বুঝিতে হইবে, গাঢ় প্রীতির স্বভাব এই যে—বিরহ অবস্থায় প্রিয়জনের মাহাত্ম্য অধিকরূপে স্ফূরণ করাইয়া দেয়। এইজন্য শ্রীব্রজরাজ রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্যবিশেষ বর্ণন করিতে লাগিলেন। হে উদ্ধব! আমার মনে হয়—রাম এবং কৃষ্ণ সাধারণ মনুষ্য নহে। ইহারা কোনও দেবশ্রেষ্ঠ হইবে। নিজ ইচ্ছাবশতঃ দেবগণের কার্য্য সাধনের জন্য অর্থাৎ কংসাদি অসুরগণকে বধ করিতে নিজ ইচ্ছায় এবং আমার ও বসুদেবের সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের গৃহে জন্ম স্বীকার করিয়াছে। ইহারা কর্ম্মাধীন জীবের মত নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। হে উদ্ধব! আমি এই পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহাধীন হইয়াছি বলিয়া আমার প্রতি বিষয়ী বুদ্ধিতে কুদৃষ্টি করিও না। কারণ কৃষ্ণ ও বলদেব সাধারণ মনুষ্য নহে, যেহেতু মহানুভব শ্রীগর্গাচার্য্য মহাশয় এই রামকৃষ্ণকে সুর ও মুনিগণের ধ্যেয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাহাদের দুইজনের প্রভাব তোমরা এবং আমরা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছি। ভাবিয়া দেখ, যে কংস দশসহস্র হস্তীর বল নিজ অঙ্গে ধারণ করিত, সেই কংসকে মঞ্চ হইতে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে ফেলিয়া যেরূপে বিনাশ করিয়াছে, সাধারণ মানুষে কি এইরূপ ক্ষমতা কখনও সম্ভবে? আরও দেখ, সেই কুবলয়াপীড় হস্তীকে এবং অম্বষ্ঠ নামক অসুরকে ও চানুর মুষ্টিক প্রভৃতি মল্লবৃন্দকে সর্ব্বসমক্ষে অবহেলাক্রমে বিনাশ করিয়াছে। সেই মহাদেবের ধনুখানিকে—মত্তহস্তী যেমন ইক্ষুদণ্ডকে বিদলিত করে তেমনি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়াছে। মৃগাধিপতি সিংহ যেমন পশুগণকে বিদ্রাবিত করে, তেমনি ভাবে সে সকল অসুররাজগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিল। যে ধনুখানিকে ভঙ্গ করিয়াছিল, সে ধনুখানিও সাধারণ নয় তাহার দৈর্ঘ্য তিন তাল অর্থাৎ ১৮০ হাত পরিমাণ ছিল। অথচ ধনুখানি খুব জীর্ণ ছিল তাহাও নহে। এই ব্রজ মধ্যে ৭ বৎসর বয়সে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে সপ্তাহকাল একস্থানে দাঁড়াইয়া বামহস্তে অনায়াসে ধারণ করিয়াছিল। প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত্ত, বক প্রভৃতি যে সকল অসুরগণ নিজ অসাধারণ প্রভাবে দেব ও অসুরগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ, সেই সকল অসুরগণকে আমার পুত্র কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে বিনাশ করিয়াছে।

ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ।
অত্যুৎকণ্ঠোঽভবত্তূষ্ণীং প্রেমপ্রসররিহ্বলঃ॥
যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ।
শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা॥

শ্রীল ব্রজরাজ এইরূপ নিজপুত্রের ঈশ্বর-সমোচিত প্রভাব স্মরণ করিতে করিতে অত্যন্ত কাতর ভাবে কহিতে লাগিলেন—হে উদ্ধব! যদ্যপি তাহাদের এইপ্রকার অসামান্য প্রভাবে তাহাদের প্রতি পরমেশ্বর ভাবই পোষণ করা উচিত, কিন্তু আমার হৃদয় তাহাদের প্রতি পুত্রবুদ্ধিতে কেবল স্নেহকোমলতাই পোষণ করিতেছে। কোনও প্রকারেই তাহাদিগকে ঈশ্বর ভাবিবার আমার ক্ষমতা নাই। হায়! আমার মনোবেদনার কথা তোমাকে আর কি বলিব? আমার মনে হয়—নবনীত প্রভৃতি স্নেহদ্রব্যের ভিতরেও কাঠিন্য আছে; কিন্তু আমার হৃদয়ে রামকৃষ্ণের প্রতি যে অতুলনীয় স্নেহ তাহার ভিতরে কাঠিন্যের লেশমাত্রও নাই। তাহাতেই আমি সর্ব্বদা কাতর হইয়া পড়িতেছি! এই ত্রিভুবনে এমন কাহারও সামর্থ্য নাই, যে আমার রামকৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধি কিছুমাত্রও শিথিলিত করিতে পারে। এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীল ব্রজরাজের কণ্ঠরোধ হইল এবং নয়ন দুটী জলে পরিপূর্ণ হইল। হায়! এমন কে আছে যে ব্রজরাজের পুত্রবাৎসল্য জন্য কাতরতার কথা ভাষায় বর্ণন করিতে পারে? শ্রীব্রজরাজের ক্রমশঃ নিশ্বাস পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। সুতরাং অন্য কোনও প্রসঙ্গ করিবার সামর্থ্য থাকিল না। ব্রজরাজ পুত্রপ্রেমের আবেগে এত প্রচুরতর নিজ পুত্রের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিয়াও তাঁহার বসুদেবের মত সম্বন্ধজ্ঞানের কিছুমাত্রও শৈথিল্য ঘটিল না এবং অনুরাগও সঙ্কুচিত হইল না।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পিতা শ্রীনন্দ গাম্ভীর্য্যের বলে ধৈর্য্য ধরিয়া লৌকিক-রীতি অবলম্বনে উদ্ধবকে আতিথ্যে সম্মান করিতে, সম্যক্ দর্শন করিতে, পরিচয় করিতে, কুশল-প্রশ্ন করিতে এবং কৃষ্ণের প্রভাবময় চরিত্র বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমাতা শ্রীযশোদা কিন্তু অধৈর্য্য-সিন্ধুর ঘূর্ণিপাকে উন্মজ্জন-নিমজ্জনবতী হইয়া সেই সমুদয় কিছুই করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন না। যেদিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে শত শত ব্রজবাসী স্ত্রীপুরুষ কর্তৃক প্রবোধিতা হইয়াও "আমি পুত্রমুখ দর্শন বিনা অন্য কিছুই দেখিব না"—এইরূপ সঙ্কল্পে প্রত্যেকের নিকটে অন্ধের মত চক্ষু মুদিয়াই থাকিতেন। যখন শ্রীল ব্রজরাজ শ্রীউদ্ধবের নিকট নিজপুত্রের প্রভাবময় চরিত্র বর্ণন করিতেছিলেন, তখন নিজপুত্রের কথা শুনিতে শুনিতে—পুত্রস্নেহে—স্তন হইতে মেঘমুক্ত জলধারার মত দুগ্ধবর্ষণে এবং নয়ন হইতে বিগলিত শোকাশ্রুধারায় স্তনোপরিস্থিত বসন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আহা! মরি! মরি! ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর কৃষ্ণের প্রতি পুত্রস্নেহের মহিমার কত গুরুত্ব! ঐশ্বর্য্যময়-চরিত্র-শ্রবণেই এইভাব,—সৌন্দর্য্যাদিময়-মাধুর্য্য-শ্রবণে না জানি মায়ের কি অবস্থা ঘটিত? এখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স একাদশ বর্ষ, তথাপি পুত্রস্নেহে স্তন হইতে মেঘের জলধারার মত দুগ্ধবর্ষণ হইতে লাগিল। এই সকল অবস্থার দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়—মা ব্রজেশ্বরীর, 'পুত্রবুদ্ধিতে' কৃষ্ণের প্রতি যে স্নেহাতিশয্য তাহা স্বভাবসিদ্ধ। সাধারণ জননীর মত—জন্যজনকসম্বন্ধে আগন্তুক নহে।

দয়াল নিতাই চাঁদ

(শ্রীগোপীনাথ বসাক)

শীতল কর-কমল-বর কোমলজিনি নবনীরে
তাপিত তনুপর যবহি দেল।
যুগহি যুগ পরিঅটন জাত তাপ তৈখন
নিমেষ-মাহা নিশেষ জনু ভেল॥
কি পেখনু নিতাই চাঁদে করুণা নিরুপাধিয়া।
অশেষ অপরাধী কিয়ে নিন্দুক কিয়ে দাম্ভিক
কিয়ে আতুর বধির মুক আঁধিয়া॥
করুণা রসে ঢর ঢর চলই গোরা আবেশে
অরুণ দিঠে গলত প্রেমধারা।
বিচার নাহি দেয়াদেয় সমুখে যাক পেখই
হৃদয়ে টানি বোলত গোরা গোরা॥
অগতি নীচ পতিত কিয়ে কিয়ে যবন চণ্ডাল
যাকর গুণে পাবন নামধারী।
সবনাধিক সেবনরসে জগত-জনে ভাসাওল
গোপীভাব-লালসা মাহা ডারি॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা ॥
যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ লোকে দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎকৃতা মতিরীদৃশী ॥

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥
যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে
ক্ষণং সমাবিশ্য মনো বিশুদ্ধং।
নির্হৃত্য কর্ম্মাশয়মাশু যাতি
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ ॥

শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় যখন মথুরা হইতে ব্রজে আসিতেছিলেন তখন পথে পথে ভাবিতেছিলেন, যাঁহাদের স্নেহাতিশয্যের কথা বর্ণন করিতে করিতে আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এত বিহ্বল হইয়াছিলেন, না জানি সেই শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রস্নেহের জাতি ও পরিমাণ কি প্রকার হইবে! এখন সেই নিরন্তর আকুলতা মাখা গাঢ়স্নেহ দর্শন করিয়া উদ্ধব মনে মনে ভাবিতেলাগিলেন,—অহো! আমার কি সৌভাগ্য! যেহেতু এতাদৃশ অনাবিল স্নেহের আধার সেই ব্রজরাজব্রজেশ্বরীকে সাক্ষাৎ ছুটী নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু ইহাদিগকে আমি কিরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারি? কারণ শ্রীকৃষ্ণ বিনা ইহাদের কাল অতিবাহিত করা অত্যন্তই অসম্ভব। অথচ আমার প্রভুর ব্রজে আগমন এবং ইহাদেরও মথুরাতে গমন অত্যন্ত অসম্ভব মনে করিতেছি। ইহাদের স্বাভাবিক স্নেহের যদ্যপি কোন প্রকার হানি অথবা গ্লানি সম্ভবপর নয়, তথাপি যদি কোন প্রকারে একটুকুও স্থগিত করিতে পারি, তাহা হইলে ইহারা দু'জনা এই দুরন্ত শোক-সাগর তরিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইতে পারেন। অন্য কোন প্রকারে এই দুরন্ত শোক-সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায় দেখি না। অথচ এই স্নেহের আবেগ ও তাঁহার পরমতত্ত্বজ্ঞান এবং তাঁহার প্রতি ইহাদের প্রেম, মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা নিজের মহত্ব জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে স্থগিত হইতে পারে না। সেই তত্ত্ব-মহিমা পরিচয় করাইবারও উত্তম অবসর পাইয়াছি। যেহেতু স্বয়ংই আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য নিজ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের অলোক-সামান্য প্রভাব বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা সাধারণ মানুষ নহেন, কোন দেবশ্রেষ্ঠ আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ তাঁহার মহিমা বর্ণন করাতে আমার পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। আমি এখন বেশ বুঝাইতে পারিব, তাঁহারা ত মানুষ নহেনই, এমন কি দেবশ্রেষ্ঠও তাহাদের নিকট তুচ্ছ, সাক্ষাৎ ভগবান্ই আপনাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদের সৌভাগ্যের অবধি নাই, এইরূপ উপদেশ করিয়া যদি পুত্রসম্বন্ধের কথঞ্চিৎ সঙ্কোচ করিতে পারি, তাহা হইলেই আকুলতার আংশিক হ্রাস ঘটিবে, ইহা ভিন্ন আর সান্ত্বনা দিবার কি উপায় আছে? কারণ জনসাধারণ পুত্রের জন্য যদি ব্যাকুলিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে এই উপদেশ করা যাইতে পারে যে,—মায়াময় পুত্রের জন্য কেন বৃথা মায়াময় শোক করিয়া মোহজালে পতিত হইতেছ? এই জগতে কাহার সহিত নিত্যসম্বন্ধ নাই, কেবল আগন্তুক মনঃকল্পিত সম্বন্ধমাত্র। পথে যাইতে যাইতে যেমন পথিকে পথিকে একটা ভালবাসা জন্মে, তাহার পর পরস্পর গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে আর সেই ভালবাসার সম্বন্ধ থাকে না তেমনই এই সংসার পথে ভ্রমণকারী জীবের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বজন্মে তুমি কোথায় ছিলে, তোমার পুত্রই বা কে ছিল, ইহা যেমন স্মরণ নাই, তেমনই তোমার যে পুত্র চলিয়া গেল সেই পুত্র দেহান্তর গ্রহণ করিয়া তোমার কথা একেবারেই ভুলিয়া অন্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। তুমিও দেহভঙ্গের পর অন্য দেহের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিবে, এবং অন্যের প্রতি পিতা-পুত্রাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে, এ জন্মের সকল সম্বন্ধ একেবারে ভুলিয়া যাইবে। অতএব মায়াময় স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণে সম্বন্ধ স্থাপন কর, তাহা হইলে আর তোমার কোন দিনও এই সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। আর এই অসহনীয় সন্তাপও তোমাকে ভোগ করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইবে না। সুতরাং এই মায়াময় পুত্রের জন্য রোদন ত্যাগ করিয়া দিনরাত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে পারিলেই তোমার পরম কল্যাণ হইবে।

কিন্তু যে শ্রীনন্দযশোদা সেই শ্রীকৃষ্ণের জন্যই অনবরত কাঁদিতেছেন তাঁহাদের রোদনের আবেগ কি উপায়ে স্থগিত করিতে পারা যায়? কারণ শাস্ত্রে যত প্রকার কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়াছেন, সকল উপদেশের সার তাৎপর্য্য, আকুল আবেগে শ্রীকৃষ্ণের জন্য মরম কাঁদা।

শ্রীল ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর নিখিল পুরুষার্থসার শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল আবেগে মরমের ক্রন্দনটী স্বভাবসিদ্ধ। এই জন্য শ্রীউদ্ধবমহাশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণের জন্য ঐরূপ ব্যাকুলভাবে কাঁদা উচিত নহে, এরূপ উপদেশ আমি কিরূপে করিতে পারি? সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রতি ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর প্রেম-মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা যদি বিশুদ্ধ-সম্বন্ধজ্ঞান কথঞ্চিৎ শিথিল করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এত আকুলতাময় আবেগ থাকিবে না। কিন্তু এস্থলে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে—শ্রীমান্ উদ্ধব ব্রজরাজব্রজেশ্বরীর দুঃখদর্শন করিয়া দুঃখাংশ প্রকাশ করেন নাই। তাহার কারণ শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যাংশেরই স্ফূর্ত্তি প্রধানরূপে ছিল। ব্রজরাজব্রজেশ্বরীর অনুরাগের মহিমাংশেরই স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, কিন্তু ব্যাকুলতার অংশ স্ফূর্ত্তি হয় নাই। যদি ব্যাকুলতার অংশ স্ফূর্ত্তি হইত, তাহা হইলে ব্রজরাজব্রজেশ্বরীকে সান্ত্বনা দিবার অনধিকারী মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্রজে পাঠাইতেন না। তাঁহাদের অনুরাগের মহিমাংশ স্ফূর্ত্তিও শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের মনে নিম্নলিখিত প্রকারেই হইয়াছিল। শ্রীল নন্দ ও যশোদা যাঁর প্রতি অনুরাগ বহন করিতেছেন, তিনি ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর। তন্মধ্যেও স্বরূপে ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে সর্ব্বথা পরিপূর্ণ আবির্ভাবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই মূল আশ্রয়তত্ত্ব। যে স্থানে অনুরাগটী স্থাপন করিলে, অনুরাগের কোন প্রকারে বিষয়গত কিছুমাত্র ন্যূনতা থাকে না, সেই বস্তুতে এই অনুরাগটী করিয়াছেন। আবার যে অনুরাগটী করিয়াছেন, সেই অনুরাগেরও বিশেষণ দিতেছেন "পরমম্" অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। ইহা দর্শন করিয়া শ্রীউদ্ধব পরম আনন্দ-আবেগভরে বলিতে লাগিলেন,—"হে ব্রজরাজব্রজেশ্বরি! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ায় বর্ত্তমান জগৎ তাঁহার মহাভক্তগণে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দেশ, নগর, গ্রাম, আকর প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক ভক্তগণ প্রকট হইয়াছেন। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক ভক্তগণরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত বিশ্বের মধ্যে শ্রীনারদপ্রমুখ, এমন কি ব্রজবাসিগণ পর্য্যন্ত যে সকল শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জন আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আপনারা দুইজন শ্রেষ্ঠতম, এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আমাদিগকে নিখিল ভগবৎপরিকর হইতে অতিশয় সম্মান দান করিতেছেন। আপনাদের প্রীতিগর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আমরা সকলে গর্ব্বিত। কারণ যত যত ভগবৎস্বরূপ এই বিশ্বে আসিয়ালীলা করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিকরবৃন্দের মধ্যে আপনাদের মত অনাবিল আকুলতামাখা প্রীতিমান্ কেহই আসিয়া ছিলেন না, এবং আসিবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব আপনাদের প্রীতির গর্ব্বেই আমাদের অতিশয় গর্ব্ব। যেমন যূথের মধ্যে একজন মহাবলিষ্ঠ থাকিলে, সেই যূথস্থ সকলেই গর্ব্বানুভব করে, আমরাও তেমনই। আপনারা যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করেন, তিনি মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা—মহাবিষ্ণু প্রভৃতি পুরুষাবতার সমূহেরও পরমাশ্রয়। অধিক কি বলিব, পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ প্রভৃতি হইতেও মহত্তম প্রকাশস্বরূপ। যেহেতু পরব্যোম নাথ শ্রীনারায়ণ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ বটেন, কিন্তু তাঁহাতে পূর্ণ মাধুর্য্যের অভাব আছে। আপনার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ স্বরূপেও অসমোর্দ্ধ-অদ্ভুত-অনন্ত ঐশ্বর্য্যে এবং সর্ব্বমনোহরতা প্রধান ধর্ম্মমাধুর্য্যে সর্ব্বথা পরিপূর্ণ। পরম উপাদেয় পরম দুর্ল্লভ পরমভাগ্য দুষ্প্রাপ্য যত বস্তু আছে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত বস্তুর একমাত্র পরমাশ্রয়। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে আপনারা পুত্রভাবে বশীভূত করিবার মতি লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ আপনাদের বিশুদ্ধ বাৎসল্যে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সততই নিজকে সর্ব্বপ্রকারে অধীন বলিয়া মনে করেন। আপনাদের সৌভাগ্য-মহিমা আমি এক মুখে বর্ণন করিতে অসমর্থ। এমত দুর্লভতত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের নিকট সর্ব্বদা হাতজোড় করিয়া আছেন, এই রামকৃষ্ণ দুই ভাইই বিশ্বের বীজ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(নিমিত্ত কারণ) ও যোনি (উপাদান কারণ)। (যে কারণটী কার্য্যোৎপাদন করিয়া কার্য্য হইতে পৃথক্ থাকে, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে, যেমন ঘটকার্য্যের প্রতি কুম্ভকার। যে কারণ কার্য্যোৎপাদন করিয়া কার্য্যের সহিত মিলিত থাকে তাহাকে উপাদান কারণ বলে; যেমন ঘটকার্য্যের প্রতি মৃত্তিকা।)

হে গোপরাজ! হয়ত আপনি মনে করিতে পারেন যে এই বিশ্বের নিমিত্তকারণরূপে পুরুষ এবং উপাদানকারণ রূপে প্রকৃতিকেই সকলে জানে, রামকৃষ্ণ কিরূপে বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইবে? তাহারই উত্তরে শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিলেন—এই রামকৃষ্ণই সেই পুরুষ ও প্রকৃতি। কারণ যিনি পুরুষ সংজ্ঞায় অভিহিত তিনি রামকৃষ্ণের অংশস্বরূপ, প্রকৃতিও রামকৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। অর্থাৎ স্বরূপের বাহিরে কার্য্যকরী ক্ষমতার নাম প্রকৃতি অথবা মায়া। এই মায়াশক্তি স্বরূপবহির্ম্মুখ জীবের ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকে। রামকৃষ্ণই বিশ্বসৃষ্টি করিয়া নিখিলভূতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত, অথচ সেই সকল মায়িকপদার্থে কখনও লিপ্ত হয় না। নিজ চিচ্ছক্তিপ্রভাবে মায়াপ্রভাব স্থগিত করিয়া নিজ অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপে নিত্য বিদ্যমান আছেন। বিশুদ্ধ জীবস্বরূপেরও নিয়ামক রামকৃষ্ণ। অধিক কি বলিব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপকে সাধকহৃদয়ে প্রকাশ ও অপ্রকাশ করিতে তাঁহারাই সমর্থ। অর্থাৎ যে সাধকের প্রতি রামকৃষ্ণ কৃপা করিয়া অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের আবির্ভাব করান, সেই জ্ঞানসাধকই ব্রহ্মস্বরূপের, সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। তাঁহাদের কৃপা ভিন্ন সাধনশক্তিপ্রভাবে কেহই ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব করিতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে সত্যব্রত মহারাজকে শ্রীমৎস্যদেব বলিয়াছিলেন,—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥"

৮।২৪।৩৮

হে রাজন্! আমার বিভুত্বই পরব্রহ্ম শব্দে অভিহিত, এবং সেই তত্ত্বটি আমাকর্ত্তৃক অনুগৃহীত। অর্থাৎ সেই বিভুতত্ত্ব আমার অনুগ্রহেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তুমি সম্যক্ প্রশ্ন দ্বারা নিজহৃদয়ে আমার সেই বিভুত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপটী যে অনুগৃহীততত্ত্ব এবং শ্রীভগবান্ যে অনুগ্রাহক তত্ত্ব তাহা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্রীরামকৃষ্ণ যদ্যপি আপনাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তথাপি ইঁহারাই পুরাণ অর্থাৎ অনাদি, এবং রাম নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারের মূল অবতারী। যদ্যপি এই বিশ্বকার্য্যে কারণরূপে প্রকৃতি, পুরুষ ও কালকেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি সেই তিনটাই শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে পুরুষ, প্রকৃতি বা কাল জগতের কারণ হইতে পারে না। কারণ তাহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে।

প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্মতৎত্রিতয়ন্ত্বহম্ ॥

১১।২৪।১৯

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! যে বিশ্বকার্য্যের প্রকৃতি উপাদান, পুরুষ নিমিত্ত ও গুণক্ষোভক কালকে কারণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল আমা-হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। কারণ পুরুষ আমার অংশ, প্রকৃতি আমার শক্তি, কাল আমার বিশ্বকার্য্যের অভিব্যক্তি করিবার ক্ষমতাবিশেষ। পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিভূতিযোগে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"

হে অর্জ্জুন! এই নিখিল বিশ্ব আমি একাংশের দ্বারা ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছি। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপেরও ভগবান্ই যে একমাত্র আশ্রয় তাহাও শ্রীগীতায় দেখাইয়াছেন—

"ব্রহ্মনো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ"

হে অর্জ্জুন! আমি অমৃত, অব্যয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও আশ্রয়। এইরূপ উপদেশ করা সত্ত্বেও শ্রীব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর চিত্তে কিছুমাত্রও প্রসন্নভাব দেখিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না পাইয়া পুনর্ব্বার কৈমুত্যন্যায়-অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে রাম-কৃষ্ণ দুইভ্রাতাকে পৃথক্‌রূপে বলিয়াছিলেন এইক্ষণ দুইয়ের অভেদে বর্ণন করিতেছেন।

হে গোপরাজ! প্রাণিমাত্র প্রাণবিয়োগ কালে ক্ষণকালের জন্যও যদি কেবল মাত্র মনটী শ্রীকৃষ্ণে সমাবিষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে কর্ম্মাশয় দগ্ধ করিয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকে, এবং সেই পরমপদ লাভে তাহার কালবিলম্ব হয় না। তখন শ্রীভগবানের পার্ষদস্বরূপ লাভ করে বলিয়া নিজেও অর্কবর্ণ অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ হইয়া থাকে এবং অন্যকেও প্রকাশ করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে, এবং ঐ পার্ষদ-স্বরূপটী চিচ্ছক্তির বৃত্তি বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বলিয়া একই সময়ে বহুস্থানে অভিব্যক্তিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এস্থানে বিশেষ জানিবার বিষয় এই যে—মূল শ্লোকে "মনো বিশুদ্ধং" এই পদটীর উল্লেখ থাকায় কেহ হয়ত এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার অবসর পাইয়া থাকেন, যে মনের ভিতরে অন্য কোনরূপ বাসনা নাই এমন মন যদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে তাহা হইলে পরমাগতি লাভ করিবে, কিন্তু অন্য বাসনাযুক্ত মন তাঁহাতে অর্পণ করিলে পরাগতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত; কারণ যে মনে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাসনা ভিন্ন অন্য কোন বাসনা স্থান পায় না, সে মন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণেই সমাবিষ্ট থাকে। সুতরাং শ্লোকে "ক্ষণং সমাবিশ্য" উক্তিটীর কোনই সার্থকতা রক্ষা পায় না। সেই জন্য বিশুদ্ধ শব্দের অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহিত্য-শূন্যরূপ অর্থই সুসঙ্গত। অর্থাৎ কেবল মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ-কেই স্মরণ করিতেছে কিন্তু মুখে "কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে না, হস্তের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবার কোন আনুকূল্য করে না। কর্ণে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতেছে না" এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে "মনোঽবিশুদ্ধং" এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ অবিশুদ্ধ মনও যদি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে তাহা হইলেও পরমাগতি লাভ করে।

তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ
নারায়ণে কারণমর্ত্ত্যমূর্ত্তৌ।
ভাবং বিধত্তোনিতরাং মহাত্মন্!
কিম্বাবশিষ্টং যুবয়োঃ স্বকৃত্যম্॥
আগমিষ্যত্যদীর্ঘেন কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রো র্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥
হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাং।
যদাহবঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ॥
মা খিদ্যতাং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি॥

আপনারা সেই শ্রীকৃষ্ণে অতিশয়রূপে এতাদৃশ পুত্র-ভাবময় অনুরাগবিধান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণে বুকভরা এতাদৃশ অনুরাগ আপনাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

এই জন্য আপনারা যথার্থ মহাত্মা। যে শ্রীকৃষ্ণে আপনাদের এতাদৃশ গাঢ় অনুরাগ, তিনি অখিলতত্ত্বের আত্মা, (আশ্রয়) এবং হেতু। এই জগতে যত তত্ত্ব আছে সেই সকল তত্ত্ব—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে তিনভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়াভিমানী আত্মা আধ্যাত্মিক। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ আধিদৈবিক। ইন্দ্রিয়গোলক আধি-ভৌতিকসর্গনামে অভিহিত। এই তিনটী সর্গই পরস্পরের অপেক্ষা রাখিয়া কার্য্যকরী হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদি ইন্দ্রিয় না থাকে তাহা হইলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ইন্দ্রিয়গোলক দর্শনকার্য্যে সক্ষম হয় না। আবার গোলক না থাকিলে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রীদেবতাও সেইরূপ কার্য্য-সম্পাদনে অক্ষম হইয়া থাকে। এইজন্য এই তিনটী সর্গই পরস্পরাপেক্ষী। যেমন ইট্ কাঠ চুন সুরকীর পৃথক্ পৃথক্ ক্ষমতার একত্র সম্মিলন করিয়া দিবার জন্য কোন এক যোগ্য মানবশক্তির অপেক্ষা করে, তেমনই আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিসর্গের শক্তির সম্মি-লন করাইয়া কার্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করাইবার জন্য আশ্রয় তত্ত্বের অপেক্ষা আছে। সেই আশ্রয়তত্ত্বের নিয়মন ভিন্ন এ ত্রিসর্গের কেহই কিছু করিতে পারে না। এইজন্য শ্রুতিও বলেন "ন প্রাণে নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণতু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥" অর্থাৎ প্রাণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বা অপান বায়ুদ্বারা কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না। যাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহারা কার্য্য করিতে সমর্থ হয় সেই তত্ত্বটাই আশ্রয় বা নিয়ামক তত্ত্ব। সাধারণ ভাবে যদ্যপি পরমাত্মাকেই জীব ও প্রকৃতির কার্য্য দেহেন্দ্রিয়াদির আশ্রয়রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি পরমাত্মাপুরুষতত্ত্বেরও পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ, এই অভিপ্রায়েই শ্রীধরস্বামিপাদও দশম-স্কন্ধের "কথিতো বংশ বিস্তারঃ" এই প্রথম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন।

"দশমে দশমং লক্ষ্যং আশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহং।
ক্রীড়াদ্‌যদুকুল'ম্ভোধৌ পরানন্দমুদীর্য্যতে" ॥

এই দশমস্কন্ধে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ ও মুক্তি এই নব আশ্রিত পদার্থের মূল আশ্রয়মূর্ত্তি পরমানন্দ স্বরূপশ্রীকৃষ্ণের কথাই বর্ণিত হইবেন। তিনি গোপজাতি ও ক্ষত্রিয়জাতিরূপ যদুকুল-সিন্ধুতে নিত্যই ক্রীড়া করিতেছেন। এই অভিপ্রায়েই শ্রীউদ্ধবমহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে অখিলতত্ত্বের আশ্রয়রূপে উপদেশ করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই নিখিল কার্য্যের পরম্পরারূপে হেতু, কিন্তু সাক্ষাৎরূপে এই বিশ্বের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ নিজের অংশ পুরুষদ্বারাই এই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্যের হেতু হইয়া থাকেন, সাক্ষাৎরূপে নিজ প্রেমবান্ ভক্তগণের সহিত স্বরূপানুবন্ধি লীলারসে আবিষ্ট আছেন।

হয়ত আপনি মনে করিতে পারেন যিনি অখিলতত্ত্বের আশ্রয় ও হেতু তিনি নারায়ণ। সে নারায়ণ চতুর্ভুজ, আমার পুত্র কৃষ্ণ দ্বিভুজ-মনুষ্য-আকার। তাহা হইলে আমার পুত্র মনুষ্যাকার কৃষ্ণ কেমন করিয়া নিখিলতত্ত্বের আশ্রয় হইতে পারে?

তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—

যিনি নিখিল নিমিত্ত ও উপাদান কারণের মূল কারণ, তিনিই মনুষ্যআকার। অর্থাৎ এই নরাকৃতি স্বরূপটাই নিখিল-কারণের মূল-কারণস্বরূপ পরমব্রহ্ম। এই অভি-প্রায়েই শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ ভাঃ ৭ম স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে ৭৫শ শ্লোকে এবং ঐ স্কন্ধেরই ১০ম অধ্যায়ে ৪৮শ শ্লোকে একই শ্লোক অবিকৃতরূপে শ্রীল যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকটে বর্ণন করিয়াছেন—

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষা-
দ্গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥

হে রাজন্! এই লোকে তোমরাই বহুল ভাগ্যবান্। যেহেতু মনুষ্যলিঙ্গ গূঢ় পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎরূপেই তোমাদের গৃহে বাস করিতেছেন বলিয়া জগৎপবিত্রকারী মুনিগণ সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকেন।

এই দুই শ্লোকে সর্ব্বদর্শী শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ নরাকৃতি স্বরূপটীকে গূঢ় পরব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই-দুইটী শ্লোক দুই স্থানে অবিকৃতরূপে উল্লেখ থাকাতে পরম-ব্রহ্ম যে নরাকৃতি তাহাই বিশেষরূপে অবধারণ করান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই যে নিখিল কারণের মূলকারণ সেই বিষয়ে ব্রহ্মসংহিতাতেও উল্লেখ করা আছে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। এবং তিনি সকলের আদি, তাঁহার আদি কেহই নাই। এবং তিনি নিখিল কারণের কারণ। অন্য সকল কারণ সাপেক্ষ্য, আর শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ কারণ। এই অভিপ্রায়ে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে ১০.১৪ অধ্যায়ে বলিয়াছেন।

সর্ব্বেষামপিবস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তুরূপ্যতাম্ ॥

হে রাজন্! নিখিল সদ্বস্তুর সত্তা উপাদানকারণে অবস্থিত। যেমন ঘটের সত্তা মৃত্তিকার সত্তা অবলম্বনে, মৃত্তিকার সত্তা পৃথিবীর সত্তা অবলম্বনে, পৃথিবীর সত্তা জলের সত্তা অবলম্বনে, জলের সত্তা তেজের সত্তা অবলম্বনে, তেজের সত্তা বায়ুর সত্তা অবলম্বনে, বায়ুর সত্তা আকাশের সত্তা অবলম্বনে, আকাশের সত্তা অহঙ্কার তত্ত্বের সত্তা অব-লম্বনে, অহঙ্কারত্ত্বের সত্তা মহত্তত্ত্বের সত্তা অবলম্বনে, মহৎতত্ত্বের সত্তা প্রকৃতির সত্তা অবলম্বনে, প্রকৃতির সত্তা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুরুষসত্তা অবলম্বনে, পুরুষের সত্তা পরমপুরুষের সত্তা অবলম্বনে. পরমপুরুষের সত্তা ভগবৎসত্তা অবলম্বনে, ভগবৎসত্তা স্বয়ং ভগবানের সত্তা অবলম্বনে। এই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। অতএব নিখিল নিমিত্তকারণ ও নিখিল উপাদান কারণের একমাত্র অন্যনিরপেক্ষ মূলকারণ শ্রীকৃষ্ণ। আপনারা সেই শ্রীকৃষ্ণেই পুত্রভাবময় গাঢ় অনুরাগ ধারণ করিয়াছেন। আপনাদের সৌভাগ্য-মহিমা বাক্য ও মনের অগোচর।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর মহিমাতিশয় কীর্ত্তন করাতেও কিছুমাত্র চিত্তের শান্তি না হইয়া প্রত্যুত তাঁহাদের হৃদয়ে অনুতাপই উপস্থিত হইয়াছিল। হে বৎস উদ্ধব! তুমি অতীব বুদ্ধিমান্ বলিয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তোমার কথা-প্রসঙ্গে বুঝিলাম, তুমি অতিশয় মুগ্ধ। যেহেতু আমাদিগকেও তুমি স্তব করিতেছ। হা ধিক্! হা ধিক্! এতাদৃশ গুণার্ণব পুত্র যাহার গৃহ হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহার অপেক্ষা অধিক মন্দভাগ্য, অধম, দুঃখী ত্রিভুবনমধ্যে আর কে আছে?

এইরূপ শ্রীব্রজেশ্বরের উক্তি আশঙ্কা করিয়া, এবং নিজ হৃদয়েও ঐ ভাব কিঞ্চিৎ স্পর্শ করায় শ্রীমান্ উদ্ধব এই প্রকার আশ্বাসবাণী বলিতে লাগিলেন,—"হে গোপরাজ! আপনার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ সত্যসঙ্কল্প, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ও সত্যবচন বলিয়াই অচ্যুত নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই আপনাদের অবিচলসঙ্গমরূপ প্রিয়বিধান করিবেন। অর্থাৎ আপনাদের সঙ্গে অদীর্ঘকাল মধ্যেই মিলিত হইয়া আপনাদের নিকটেই থাকিবেন। আপনাদের প্রীতিবিধান করিতে তিনি একান্তই বাধ্য। যেহেতু আপনারা তাহার পিতা ও মাতা। পিতৃভাবময় মহাপ্রেমে তাঁহাকে বশীভূত করিয়া পুত্রাভিমানী করাইয়াছেন। অর্থাৎ আপনারা যেমন তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ পুত্রভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, তেমনই তিনিও আপনাদের প্রতি অকপট পিতৃমাতৃভাবে পরম আবিষ্ট আছেন। যেহেতু তাঁহার স্বভাব, তাঁহাকে যে ভক্ত যেমন ভাবে ভজে, তিনিও তাহাকে তেমনই ভাবে ভজিয়া থাকেন। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ হইয়াও ভক্তগণের অভীষ্ট পূরণ করা তাঁহার স্বভাব।

শ্রীউদ্ধবের এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীব্রজরাজ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণ আবার ফিরিয়া ব্রজে আসিবে, এরূপ বিশ্বাস কিছুতেই করিতে পারিতেছি না।" ব্রজরাজের এইরূপ আশয় বুঝিতে পারিয়া শ্রীমান্ উদ্ধব, ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ নিজ হৃদয়ে যে পিতৃমাতৃভাব পোষণ করেন, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য এবং মথুরা হইতে ব্রজে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হওয়ার কারণ দেখাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন—"হে ব্রজরাজ! শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গভূমিতে সকল যাদবগণের বিরোধী কংসকে বিনাশ করিয়া আপনাদের নিকটে আসিয়া যে বলিয়াছিলেন,—

যাত যূয়ং ব্রজং তাত। বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥

হে পিতঃ! আপনারা ব্রজে গমন করুন, আমরাও সুহৃদ্ যাদবগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করিয়া—আমার স্নেহে অতিশয় মর্ম্মপীড়িত জ্ঞাতি আপনাদিগকে দেখিতে যাইব। এই বাক্য এখনও তিনি সত্যবিধান করিতেছেন। অর্থাৎ আমাদের নিকটে ব্রজে আসিবার কথা উল্লেখ করিলে আমরা বলিয়া থাকি—হে প্রভো! আপনার আর ব্রজে যাওয়া হইবে না" তাহাতে তিনি ছল ছল নেত্রে আমাদের নিকট শপথ করিয়া বলেন, "হে উদ্ধব! আমি নিশ্চয়ই ব্রজে যাইব"। এইরূপ আশ্বাসবাণী দেওয়াতেও শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী কিছুতেই "সোয়াস্তি" লাভ করিতে পারিলেন না, বরঞ্চ মনে মনে অনুতপ্ত হৃদয়ে আক্ষেপই করিতে লাগিলেন। হা ধিক্! হা ধিক্! আমাদের দৌর্ভাগ্যের কি এতই প্রাবল্য? যাহা সত্যবচন পুত্র শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণেরও ব্রজে আগমনে প্রতিবন্ধক হইয়াছে। এইরূপে ক্ষিন্নমানস ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর প্রতি সম্বোধন করিয়া শ্রীমান্ উদ্ধব বলিলেন,—হে মহাভাগ্যবান্ ও মহাভাগ্যবতী ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরি! নিজ নিকটে কৃষ্ণকে দর্শন করুন। আর খেদ করিবেন না। তিনি প্রাণিমাত্রের হৃদয়মধ্যে কাষ্ঠের ভিতরে যেমন আগুন থাকে, সেইরূপে নিত্য বিদ্যমান্ আছেন। এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, এযাবৎ কাল পর্য্যন্ত শ্রীল ব্রজেশ্বরী চক্ষু মুদিয়াই উদ্ধবের সকল কথা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনিতেছিলেন। কোন কথাই তাঁহার মানসভাবের অনুকূল হইতে ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন উদ্ধব যে সকল তত্ত্বের কথা বলিতেছে এ সকল তত্ত্ব কি আমরা জানি না? শ্রীনারায়ণই মূল আশ্রয়তত্ত্ব। তিনিই সর্ব্ব-কারণের কারণ। কৃষ্ণ ত আমার দুগ্ধপোষ্য বালক। ক্ষুধায় নবনীত দিতে একটু বিলম্ব হইলে কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িত। একদিন দধিমথন করিবার সময় আমার কোলে বসিয়া স্তন্যপান করিতে করিতে অতৃপ্ত অবস্থায় তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া দুগ্ধরক্ষার জন্য গৃহান্তরে গমন করিলে সে বিশ্বসংসার আঁধার দেখিয়া দধিমথন-গাগরী স্ফোটন ও নবনীত হরণ করিয়া ভোজন করিয়াছিল। যিনি ভগবান্ তিনি পূর্ণকাম, তাঁহার বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা নাই। তাঁহার চরণ যে ধ্যান করে তাহারও হৃদয়ে ক্রোধ ও চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি থাকে না। আমার পুত্র কৃষ্ণ যেমনই ক্রোধী তেমনই চোর, তেমনই চঞ্চল। উদ্ধব ছেলে মানুষ সেই জন্য রজ্জুতে সর্পের মত একের ধর্ম্ম অন্যতে আরোপ করিয়া কথা বলিতেছে। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের ধর্ম্ম আমার পুত্র কৃষ্ণেতে আরোপ করিয়া বর্ণন করিতেছে। এই ভাবিয়াই শ্রীউদ্ধবের প্রতি এযাবৎ দৃষ্টি-পাত করে নাই। যখন উদ্ধব বলিলেন যে, তিনি ব্রজে আসিবেন বলিয়া আমাদের নিকট শপথ করেন। এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া উদ্ধবের প্রতি চাহিলেন বলিয়াই উদ্ধব দুইজনকে মহাভাগ্যবান্ ও মহাভাগ্যবতী বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

তখন ব্রজরাজ বলিলেন, হে উদ্ধব! তুমি যে বলিলে অদীর্ঘকাল মধ্যে কৃষ্ণ ব্রজে আসিবে সেই দিনের আর কতদিন বাকী আছে! কল্য কি পরশ্ব? অথবা পঞ্চম বা দশম দিনে আসিবে নিশ্চয় করিয়া বল। সম্প্রতি প্রাণ আর এই দেহে থাকিতে চায় না। কোন্ আশ্বাসে প্রাণ রক্ষা করিব? আর যদি একান্তই কৃষ্ণ না আসে, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বল। দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া যাউক্। কেন আর সেই প্রাণ-নিরোধ-কষ্ট ভোগ করি? শ্রীল নন্দমহারাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্ধব মহাশয় নিজ হৃদয়ে তখন পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—হায়! আমি এ সঙ্কটে কি উপায় অবলম্বন করি? কারণ প্রাকৃত-পুত্রবিয়োগে যাহারা কাতর হয় তাহাদিগকে প্রবোধ দেওয়া যায় যে, "হে ভ্রাতঃ! কেন সাংসারিক মোহে নিমগ্ন হইতেছ? মিথ্যা পুত্রকলত্রাদিতে আসক্তি অনর্থের কারণ। ইহাতে কেবলই অশান্তিই ভোগ করিবে। অতএব এই প্রাকৃত পুত্রাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে আসক্তি স্থাপন কর"। কিন্তু যাহার পুত্ররূপী ভগবানেই এতাদৃশ গাঢ় আসক্তি, সেই নন্দ মহারাজকে আমি কোন ভাষায় প্রবোধ দান করিব? অথচ বসু-দেবের মত ইহার শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাবটি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-উপদেশে শিথিল করিতে পারিলাম না। বরঞ্চ যতই আমি পর-মেশ্বরতত্ত্ব উপদেশ করি ততই ইহাদের পুত্রের প্রতি অনুরাগের গাঢ়তাই বৃদ্ধি হয়। ইহারা মনে করেন "হা ধিক্! প্রাকৃত পুত্রকেই যদি গৃহে খেলা করিতে দেখিতে না পায়, তাহা হইলে তাহারই পিতামাতা দুঃখে মরিয়া যায়। আমাদের অতিশয় ভাগ্যবশতঃ পরমেশ্বর গৃহাঙ্গনে খেলা করিত, আমাদের ক্ষণকাল আদর স্নেহমাখা লালন না পাইলে খেদ করিত। নিজগৃহে সেই পুত্রকে না দেখিয়া কেমন করিয়া বাঁচিব? আমাদিগকে শত শত ধিক্! যেহেতু তাদৃশ পুত্র হইতেও বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি।" ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর মনের নিষ্ঠা এই জাতীয়।

দেবকী-বসুদেব কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য অনুভব করিলে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পুত্র নহে, আরাধ্য-বস্তু। এই জাতীয় ঈশ্বরভাবে তাঁহাদের পুত্রভাব সঙ্কো-চিত হওয়ায় তাহাকে আলিঙ্গন ও লালনাদি করিতে আশঙ্কা করেন। কেবল এই ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীরই শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশ গাঢ় মমতাবন্ধন, তাহা নহে কিন্তু পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরও ইঁহাদের প্রতি মমতাগ্রন্থি অতি সুদৃঢ়। কারণ আমি আসিবার সময় তিনি ইঁহাদের প্রতি গাঢ় মমতায় এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, নিজহস্তে আমার হাতখানি ধরিয়া "আমাদের পিতামাতার আমায় বিরহজনিত বেদনা দূর করিয়া সুখসম্পাদন কর।" এইরূপে আদেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নেত্রে অশ্রু এবং শ্রীঅঙ্গে কম্পনাদি প্রেমবিকারও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহাত আমি নিজের চক্ষেই দেখিয়াছি ও স্বকর্ণে শুনিয়াছি। সপ্তাহকাল গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণের পর গোপগণ ব্রজরাজসভায় বলিয়াছিলেন,—

"দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাং।
নন্দ! তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্॥"

হে নন্দ! তোমার পুত্রের প্রতি আমাদের সকল ব্রজবাসীর দুস্ত্যজ অনুরাগ। অর্থাৎ আমরা স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু তোমার পুত্রের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করিতে পারি না। কেবল আমাদেরই তোমার পুত্রের প্রতি এতাদৃশ গাঢ় অনুরাগ তাহাই নহে, তোমার পুত্রেরও আমাদের সকল ব্রজজনের প্রতি এতাদৃশ দুস্ত্যজ গাঢ় অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়"। তাঁহাদিগের এইরূপ উক্তির কথা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি এবং এখন সেকথা আমার মনেও পড়িতেছে। এখন যদি আমি পুনর্ব্বার মথুরায় যাইয়া কল্য বা পরশ্ব দিবস শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আসি তাহা হইলে কংসভার্য্যা "অস্তি" প্রাপ্তির কথায় কুপিত জরাসন্ধ যদি মথুরায় আগমন করে, তবে বসুদেব প্রভৃতি যাদবগণকে কে রক্ষা করিবে? যদি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণই পুনর্ব্বার মথুরায় চলিয়া যান তাহা হইলে এই সকল ব্রজবাসী প্রাণে মরিবে। আবার যদি "চারি পাঁচ বৎসর পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিবেন" এইকথা ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীকে বলি, তাহা হইলে তাবৎকাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ ইঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িবে। অথচ চারি পাঁচ দিন পর আসিবেন এই প্রকার মিথ্যা বচনের দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিলেও সেই কয়েক দিন পর "আমার কথা মিথ্যা হইল" এইটী বুঝিয়া ইঁহারা প্রাণত্যাগ করিবেন। কারণ আমি জানি সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ত্যাগ করিয়া ব্রজে আসিবার সম্ভাবনা নাই। এ সঙ্কটে আমি কি উপায় অবলম্বন করি? এত ভাবিয়া অবশেষে অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া লৌকিক-শোক উপশমের রীতি অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে গোপরাজ! দাম বন্ধন, মৃদ্ভক্ষণ, প্রভৃতি লীলাতে মাতা শ্রীযশোদাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপকত্ব অনুভব করিয়াছেন। যদ্যপি তিনি সর্ব্বত্রও সর্ব্বদা কাষ্ঠের ভিতরে অগ্নির মত অন্যের অলক্ষিতরূপে বিদ্যমান্ আছেন, তথাপি যাহাদের তাঁহাকে প্রেমভক্তি নাই, তাহারা তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে না। আপনাদের দুইজনার কিন্তু সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি আছে বলিয়া হৃদয়ের মধ্যেও সৎ রূপেই বিদ্যমান্ আছেন। নয়ন মুদিলেই তাঁহাকে হৃদয়ে দেখিতে পাইবেন। অতএব বাহিরে দেখিবার জন্য অপেক্ষার কোনই প্রয়োজন দেখি না তথাপি যদি আপনাদের তাঁহাকে বাহিরে দেখিবার অপেক্ষা থাকে। তাহা হইলে শীঘ্রই বাহিরেও দেখিতে পাইলেন। অথবা প্রাণিমাত্রের হৃদয়াভ্যন্তরে কাষ্ঠে অগ্নির মত যেমন পরমাত্মা অবস্থান করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের দুইজনার নিকটে ব্রহ্মহ্রদে আপনাদিগকে যে গোলক নামে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশদর্শন করাইয়াছিলেন, সেই গোলকে থাকিয়া তিনি সর্ব্বদাই আপনাদিগকে দেখিতেছেনই। আপনারাও মনে মনে তাঁহাকে দর্শন করুন। চক্ষুদ্বারাও সত্বরই দেখিতে পাইবেন ব্রজের অপ্রকট প্রকাশ শ্রীগোলকে যে শ্রীকৃষ্ণ গোপ গোপীগন সঙ্গে নিত্যবিহার করিতেছেন, সেই বিষয়ই এইরূপ উপদেশে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

নহ্যস্যাতি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ো বাস্ত্যমানিনঃ।
নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপিবা॥
নমাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি নদেহো জন্ম এবচ॥
ন চাস্য কর্ম্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু।
ক্রীড়ার্থঃ সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে॥

"চক্ষু মুদিয়া হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করুন" শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের এইরূপ উপদেশ শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী অসম্ভব মনে করিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহাদের প্রেম বিশুদ্ধ মধুর্য্যাবগাহী। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন "হৃদয়ের মধ্যে অতবড় কৃষ্ণ কিরূপে থাকিতে পারে? ইহা যে অত্যন্ত অসম্ভব! হৃদয়কোষে পরমাত্মার সত্তা আছে, ইহা অতি সত্য। কিন্তু কৃষ্ণহৃদয়ে আছে, ইহা সর্ব্বথাই অসম্ভব। তবে নয়ন মুদিলে কৃষ্ণের কথামাত্র স্মরণ হয়।" এইরূপে নিজদেহে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার থাকা অত্যন্ত অসম্ভাবনা-বুদ্ধিজন্য তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতা দেখিতে না পাইয়া জীবসমূহে লৌকিকপ্রকারে প্রিয় অপ্রিয় প্রভৃতি যে চৌদ্দটী অবস্থা আছে, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় প্রভৃতি নাই, তাহাই শ্রীউদ্ধব মহাশয় পুনরায় উপদেশ করিতে লাগিলেন।

হে গোপরাজ! ব্যবহারিক জগতে যেমন উপকারাদি-দ্বারা কেহ প্রিয় হয় এবং অপকার দ্বারা অপ্রিয় হয়, তেমনই তাঁহার কেহ উপকার বা অপকার করিতে পারে না বলিয়া কোন অংশেও প্রিয় বা অপ্রিয় হইতে পারে না। যেহেতু তিনি পূর্ণকাম। তাঁহার বাহ্যিক কোন বস্তুর অপেক্ষা নাই, এই জন্য তাঁহার কেহ উপকার করিতে পারে না, কেহ অপকারও করিতে সমর্থ হয় না। ব্যবহারিক-জগতে যেমন সুন্দর বা পণ্ডিত হইলে সকলে তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকে, এবং কুরূপ বা মূর্খ হইলে সকলে তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কেহ স্তুত্য বা নিন্দ্য নাই, যেহেতু তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত বা অভিমানী নহেন। সৌন্দর্য্য ও পাণ্ডিত্য, কৌরূপ্য অথবা মূর্খত্ব এসকলই মায়ার ধর্ম্ম। তিনি মায়াতীত, মায়িক কোন বস্তুতে তাঁহার অভিমান নাই, যেহেতু তিনি নির্লেপ ও নির্ব্বিকার। মায়িক গুণ ও দোষে তাঁহার দৃষ্টি নাই বলিয়া তাঁহার উপেক্ষ্যও কেহই নাই। ব্যবহারিক জগতে ধাতুদ্বারা দেহ উৎপন্ন হয় বলিয়া যেমন পিতা ও মাতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইপ্রকার ধাতু-সম্বন্ধে জন্ম নাই বলিয়া কেহই তাঁহার মাতা বা পিতা হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণে ধাতুসম্বন্ধ নাই বলিয়া তাঁহার কেহ পুত্রাদিও হইতে পারে না। বিবাহসম্বন্ধে লিপ্ত হন না বলিয়া কেহ তাঁহার ভার্য্যা হইতে পারে না। নিখিল কারণের আদিকারণ বলিয়া তাঁহার আপন বলিতে কেহই নাই এবং কেহই তাঁহার পরও নহে। স্বরূপভিন্ন দেহে আমিত্ব অভিমান করে বলিয়া যেমন জীবের দেহ আছে, শ্রীকৃষ্ণে দেহ ও দেহী ভিন্ন বস্তু নহে বলিয়া তাঁহার দেহ নাই, কারণ তাঁহার যেটী স্বরূপ সেইটীই দেহ; এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদশায়ি ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন। "নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপম্" হে পরম! আপনি কৃপা করিয়া আমার চোখের নিকটে যে মূর্ত্তিটী প্রকাশ করিয়াছেন, এই শ্রীমূর্ত্তি ভিন্ন আপনার স্বতন্ত্র কোন স্বরূপ নাই। অর্থাৎ আপনার শ্রীমূর্ত্তি ও স্বরূপ দুইই অভিন্ন বস্তু। তিনি যে সকল কর্ম্ম করেন সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না বলিয়া তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই। যতদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া মায়াময় কর্তৃত্বে অভিমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই কর্ম্মজন্য-অদৃষ্ট-উৎপত্তির যোগ্যতা থাকে। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণেরই কর্তৃত্ব অভিমান না থাকাতে কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না বা তাঁহারা শুভাশুভ কর্ম্ম ও তৎফলে লিপ্ত হন না। জীবন্মুক্তগণেরও আরাধ্যপদারবিন্দ তুরীয়চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ যে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না তাহা বলাই বাহুল্য। এই অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে— "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা। ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স লিপ্যতে॥"

যদ্যপি তিনি পূর্ণকাম, আত্মারাম, নির্লেপ, নির্বিষয় এবং বিকাররহিত বলিয়া তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই, তথাপি সাধুসম্বন্ধে তাঁহার প্রিয় এবং অপ্রিয় আছে; অর্থাৎ যেজন সাধু সে তাঁহার প্রিয়, আর যেজন সাধুদ্রোহী সেজন তাঁহার অপ্রিয় হইয়া থাকে। তাঁহার নিকটে সজ্জাতি বলিয়া আদরবুদ্ধি নাই, অসজ্জাতি বলিয়াও অনাদরবুদ্ধি নাই। অর্থাৎ তিনি সজ্জাতি অথবা অসজ্জাতি কিম্বা সদসৎমিশ্রজাতির অনুসন্ধান না করিয়া সেই সৎ, অসৎ ও উভয়মিশ্র জাতির অনুরূপ স্বরূপবিগ্রহে আভির্ভূত হইয়া সাধুসকলের রক্ষা করিবার জন্য যোগ্য হইয়া থাকেন। অর্থাৎ সজ্জাতি দেবগণের ভিতরে বামনাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া দেবগণের অনুকরণ করিয়া সাধুদিগকে রক্ষা করেন। এবং অসৎ তামস যোনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি জাতিতে আবির্ভূত হইয়া সেই জাতির অনুকরণে লীলা করিয়া থাকেন। আবার সৎ ও অসৎ মিশ্রিত মানুষ জাতিতেও আবির্ভূত হইয়া সেই জাতির অনুকরণে লীলা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যেকটী লীলার ভিতরে সাধুগণকে রক্ষা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। হে ব্রজরাজ! হয়তো আপনি মনে করিতে পারেন—যিনি ভগবান্ তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই সাধুদ্রোহী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া সাধুগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই কার্য্যের জন্য সেই জাতিতে আবির্ভূত হইবার প্রয়োজন কি? তাহারই উত্তরে বলিতেছি—কর্ম্মময় দেহ-ধারী জীব যেমন ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; তেমনই লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকালও লীলা না করিয়া থাকিতে পারেন না। লীলাই তাঁহার মুখ্য-প্রয়োজন। এই অভিপ্রায়েই ব্রহ্মসূত্রে "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" অর্থাৎ তাঁহার লীলাটী অলৌকিক হইয়াও লোকের মত, অথচ সেই লীলাই তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ ধর্ম্ম এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। এইসকল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—অন্য কোনও লেপ তাঁহাতে সংযুক্ত হয় না; যেহেতু তিনি নির্বিষয়। কিন্তু পরমসদ্গুণশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সাধুত্ব অত্যন্ত অভিরুচিত, অর্থাৎ সাধুকে অত্যন্ত ভাল-বাসেন। "সাধু কাহাকে বলে" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে হইবে—যিনি অকপট তিনিই সাধু। যাঁহার ভিতর বাহির এক হইয়াছে তিনিই অকপট; আবার ভিতর বাহির তখনই এক হইতে পারে, যখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রেম লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ যেজন শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ করিতে পারিয়াছে; সেইজনই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকামনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছে। আবার যেজন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-কামনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহারই ভিতর বাহির এক হইতে পারিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়বর্গ শ্রীকৃষ্ণেই সম্পূর্ণ নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে পারে না। আবার শ্রীকৃষ্ণে ইন্দ্রিয়বর্গের একান্ত নিষ্ঠা না হইলে সাধুসংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। যিনি শ্রীকৃষ্ণে একান্ত নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই সাধু, এমন কি যতদিন মোক্ষ-কামনাও হৃদয়ে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্তও তিনি কপটী নামে অভিহিত। এই অভিপ্রায়েই শ্রীমদ্ভাগবতে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র" শ্লোকে মোক্ষকামনাকেও কৈতব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধুর লক্ষণ বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ১১।২০।৩৪ শ্লোকে উদ্ধবকে কহিয়াছেন "ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ হে উদ্ধব! আমার একান্তী, ধীর, সাধুভক্তগণ আমাকর্ত্তৃক-দত্ত অপুনর্ভব-কৈবল্যও বাঞ্ছা করে না। আবার ভগবান্ যে সাধু ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না তাহাও ৯।৪।৬৮ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিয়াছেন—"

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

হে মুনিবর! যাহারা আমারই জন্য সাধু তাহারা আমার হৃদয়; আমিও সাধুগণের হৃদয়। আমাভিন্ন তাহারাও কিছু জানে না, আমিও তাহাদের ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না। শ্রীভগবদ্গীতাতেও বলিয়াছেন—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

হে অর্জ্জুন! আমি সর্ব্বভূতে সম অর্থাৎ নির্লিপ্ত, আমার কেহ দ্বেষ্য নাই বা কেহ প্রিয়ও নাই। কিন্তু যাহারা ভক্তিতে আমাকে ভজিতেছে, তাহারা আমাতে, আমি তাহাদিগেতে। এই অভিপ্রায়ে "ভক্তি ও প্রীতি-সন্দর্ভে" শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন—"ভক্তির্হি ভক্তহৃদয়-কোটিপ্রবিষ্ট ভগবদ্ধৃদয়বিদ্রাবয়িতৃশক্তিবিশেষঃ" যে শক্তি-বিশেষ ভক্তহৃদয়কোটিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের হৃদয়কে বিশেষরূপে বিগলিত করিয়া দিবার সামর্থ্য ধারণ করে, সেই শক্তিবিশেষের নাম ভক্তি। অর্থাৎ ভগবান্ সর্ব্ববিষয়ে নির্লেপ থাকিতে পারেন, কিন্তু ভক্তিতে তিনি লিপ্ত হয়েন। ভক্তিতে এমনই এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিবিশেষ আছে, যে শক্তিতে সর্ব্বনিরপেক্ষ ভগবান্কেও ভক্তপক্ষপাতী করিয়া দেয়। আবার সেই ভক্তগণেরও প্রেমের তরতমতা জন্য শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠারও তরতমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিষ্ঠার তারতম্য অনুসারে ভক্তেরও তারতম্য আছে। সেই ভক্ত-গণের ভাবের প্রকার ও গাঢ়তা অনুসারে শ্রীভগবানেও আবেশের প্রকার ও গাঢ়তা প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীভগ-বান্ কপিলদেব নিজ জননীকে বলিয়াছেন—"যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্"। "হে মাতঃ আমি যাহাদের প্রিয় অর্থাৎ যেমন গোপীগণের আমি নিগূঢ়-প্রাণবল্লভ, সনকাদির আমি আত্মা, (পরমাত্মা), শ্রীযশোদা দেবকী প্রভৃতির নিকট আমি পুত্র, অর্জ্জুনাদির সখা, প্রদ্যুম্ন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রভৃতির গুরু (পিতা), পাণ্ডবাদির সুহৃৎ, যাদবাদির ইষ্টদেব রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকি।” এই প্রমাণে ভক্তগণের ভাব ও আবেশের জাতি ও পরিমাণ অনুসারে যে শ্রীভগবান্ কান্ত-পুত্রাদিরূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন, তাহা সুস্পষ্টরূপেই দেখান হইয়াছে। তবে যে উদ্ধব শ্রীল ব্রজরাজকে বলিলেন “শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, অপ্রিয়, পিতা, মাতা প্রভৃতি কেহই নাই” তাহার উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যবহারিক-জগতে যেমন মায়াময় ব্যবহারিক সম্বন্ধে প্রিয় অপ্রিয় পিতা মাতা প্রভৃতি হয়, শ্রীকৃষ্ণও সেই প্রকার ব্যবহারিক সম্বন্ধে কাহারও প্রিয়াদি হয়েন না; কেবল মাত্র বিশুদ্ধ প্রীতি-সম্বন্ধেই তাঁহার প্রিয় পিতা মাতা প্রভৃতি হইয়া থাকেন। কেহ মনে করিতে পারেন, গুণাতীত শ্রীভগবানে গুণময় সম্বন্ধ কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, শ্রীভগবৎপ্রেমটী প্রাকৃত-গুণধর্ম্ম নহে, স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীরই সার বৃত্তি রূপ। এই প্রেমভক্তিরই অপর নাম গুহ্যবিদ্যা। যেমন সন্ধিনী-শক্তির সার বৃত্তির নাম ব্রহ্মবিদ্যা, সেইরূপ হ্লাদিনীশক্তির সার বৃত্তিরূপ প্রেমভক্তিই গুহ্যবিদ্যা নামে অভিহিত। প্রেম-ভক্তি যে নির্গুণা একথা দূরে থাকু, সাধনভক্তির প্রথম-সোপান শ্রদ্ধাকেই শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৫ অধ্যায়ে নির্গুণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

“সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥
সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা॥”

অণুচৈতন্য জীবস্বরূপের অনুভবজনিত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়ানুভবজনিত সুখ রাজস, মোহ ও দৈন্য হইতে উত্থিত সুখ তামস, ভগবদনুভবজনিত সুখ নির্গুণ। বেদান্তাদি-শাস্ত্রবিষয়িণী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে ধর্ম্ম বলিয়া যে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস তাহা তামসী, আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা সেটী নির্গুণা। যেহেতু সেই শ্রদ্ধার মূল কারণ সাধুসঙ্গ। অর্থাৎ সাধুসঙ্গ হইতেই ভগবৎসেবা-দিতে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। সেই সাধুসঙ্গ নির্গুণ, অতএব নির্গুণ সাধুসঙ্গ হইতে আবির্ভূতা শ্রদ্ধাটীও নির্গুণা। যদি ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধাই নির্গুণা, তাহা হইলে মোক্ষসুখ-তিরস্কারিণী প্রেমভক্তি যে নির্গুণা তাহাতো বলাই বাহুল্য। অতএব শ্রীভগবান্ সর্ব্ববিষয়েই অপেক্ষাশূন্য, কিন্তু প্রেমিক-সাধুজনের অপেক্ষাটী তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ ধর্ম্ম। সেই সাধু-গণের মধ্যে যাহার যেমন ভাব সেই অনুরূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যদি কোনও ভক্তের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পিতৃমাতৃভাবে আবেশ থাকে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌ও তাহাদের প্রতি পুত্রভাবেই আবিষ্ট হয়েন। এইরূপ অন্যান্য-ভাবের ভক্তসম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সেই পুত্রাদিরূপে আবেশটীও ভগবানের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু অভিনয় বা অনু করণ করা নয়। এই অভিপ্রায়েই শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত আছে—

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্”।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই শ্লোকের অর্থটী আরও সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—

“আমাকে তো যে যে ভক্তে ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥”

যেমন একটী কার্য্যোৎপত্তির প্রতি দ্রব্য, স্বভাব, কাল, কর্ম্ম ও ঈশ্বরানুগ্রহ এই ৫টী কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত—দ্রব্য দুগ্ধ, স্বভাব দধিরূপে পরিণত হওয়া, কর্ম্ম অম্লসংযোগ, কাল—১০ বা ১২ ঘণ্টা সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহ ভিন্ন ওই ৪টীই বিফল হইয়া থাকে। তেমনি দ্রব্য শ্রীভগবান্, স্বভাব ভক্তের প্রেমের জাতি ও পরিমাণ-অনুরূপ ভজন করা, কর্ম্ম প্রেমভক্তির যোগ, কাল—ইহ জন্মে অথবা জন্মান্তরে অনুগ্রহ আকিঞ্চন ও সর্ব্বভাবে শরণাগত-জনকে নিজের ভাবানুরূপ আস্বাদন দান। পয়ারটীতে “স্বভাব” পদটী উল্লেখ আছে বলিয়া অভিনয় বা অনুকরণের অভাব সূচিত হইয়াছে। অতএব সম্প্রতি বসুদেব দেবকী প্রভৃতি হইতেও আপনাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধবাৎসল্য-নামক প্রেমের আতিশয্য আছে বলিয়া তাঁহাদের অপেক্ষাও আপনাদের রক্ষা করিবার জন্য আপনাদের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া আপনাদেরই পুত্র বলিয়া নিজমনে গভীরতর আবিষ্ট আছেন। আপনাদের সমক্ষে পুত্রসমুচিত মনোহর লীলা প্রকাশ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লালসায় তিনি সত্বরই ব্রজে আসিবেন। আপনারা আর বৃথা অনুতাপ করিবেন না।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভজতে নির্গুণো গুণান্।
ক্রীড়ন্নতীতোঽপি গুণৈঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥
যথাভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব মহীয়তে।
চিত্তে কর্ত্তরি তত্রাত্মা কর্ত্তেবাহং ধিয়া স্মৃতঃ॥
যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ॥

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণু র্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥

হে গোপরাজ! লীলাবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ লীলা ভিন্ন কখনও থাকিতে পারেন না। তাই তাঁহার লীলা করিবার অযোগ্য প্রাকৃত সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ জড়ীয়গুণসমূহকেও নিজ সান্নিধ্যমাত্রে কার্য্য করার ক্ষমতা সঞ্চার করিয়া বিশ্বসৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি, লীলা করিয়া থাকেন। নিজে কিন্তু সেই সকল গুণে লিপ্ত হয়েন না। যেমন ক্রীড়াসক্ত কোনও বালক একটী কদলীবৃক্ষের বৃন্ত (ডগা) কে "খেলার ঘোড়া" করিয়া তাহাতে রজ্জু বাঁধিয়া নিজের কাঁধে দিয়া খেলা করে। শ্রীকৃষ্ণও তেমনই জড়ীয় সত্ত্ব রজঃ তমোগুণকে লইয়া বিশ্বসৃষ্টাদি লীলা করিয়া থাকেন। হে গোপরাজ! ইহাতে আপনার মনে এরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌কে সেই সেই সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে আবিষ্ট দেখা যায় কেন? তাহার উত্তরে দুইটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছেন। যেমন কোন একটী বালক কুম্ভকারের চক্রের মত নিজদেহটী পরিভ্রমণ করাইয়া "পৃথিবী ঘুরিতেছে" এই রূপ মনে করে, তেমনই জীবও চিত্তে আমিত্ববুদ্ধি করাতে নিজে বিশুদ্ধস্বরূপ হইয়াও চিত্তের ধর্ম্মে সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে "আমি সুখী," "আমি দুঃখী," এইরূপ অভিমানী হইয়া থাকে।

বস্তুত জীব স্বতন্ত্র স্বরূপে কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহে। অথচ যখন "কর্ত্তা বলিয়া" অভিমান করিতেছে, তখনও জীব যেমন কর্ত্তা নয়, তেমনই পরমেশ্বরও সৃষ্ট্যাদিলীলায় কখনও আবিষ্ট নহেন। হে গোপরাজ! শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের বাৎসল্যপ্রেমে বিশেষ বশীভূত বলিয়া আপনাদেরই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ কোন কার্য্যানুরোধে মথুরায় গেলেও সত্বরই আসিবেন। যদি আপনারা জাগতিক জন্যজনকসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণে পুত্রঅভিমান পোষণ করেন তাহা হইলে তিনি সকলেরই আত্মা অর্থাৎ প্রিয় বলিয়া কেবল আপনাদেরই পুত্র নহেন সকলেরই তিনি পুত্র। কেবল পুত্রই নহেন— পিতা, মাতা প্রভৃতিও হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বা পুত্র বলিয়া অভিমান করে বটে, এবং তিনিও বলিয়াছেন—"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।" হে অর্জ্জুন! আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলই। আমার মত দাসভক্তগণের সর্ব্বদুঃখহরণকারী অখিল ঐশ্বর্য্যযুক্ত প্রভু, কিন্তু সেই সেই সম্বন্ধে আবিষ্ট হয়েন না। যেহেতু আপনাদের মত সাধারণ জীবে বিশুদ্ধ বাৎসল্যাদি প্রেম নাই। অথবা "যুবয়োরেব নৈবায়ং" এই শ্লোকটীর অর্থ নিম্নলিখিত প্রকারই বুঝিতে হইবে। অতএব আপনাদের বিশুদ্ধবাৎসল্যভাবে গভীর আবেশ আছে বলিয়া তিনি আপনাদেরই পুত্র। সকলের পুত্র নহেন। যেহেতু ভাবশূন্য সর্ব্বসাধারণের সম্বন্ধে তিনি পরমাত্মা বিশ্বের জনক বলিয়া পিতা, ধারণ করেন বলিয়া মাতা, কর্ম্মফল দান করেন বলিয়া ঈশ্বররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই বিশ্বের, নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কোন বস্তুই নাই। যেমন উপাদান কারণ মৃত্তিকাভিন্ন ঘটাদির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তেমনই যাহা শুনিয়াছেন, দেখিয়াছেন, যাহা অতীত, যাহা বিদ্যমান্, যাহা হইবে, যাহা স্থাবর, যাহা জঙ্গম, যাহা বৃহৎ, যাহা অল্প, সে সমুদয়-ই অচ্যুতাখ্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহে, তিনিই সকল। যেহেতু তিনি পরমাত্মা, অর্থাৎ পরমাশ্রয়। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র সত্তার কোন বস্তু নাই; তিনিই সর্ব্বস্বরূপ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্ববস্তু হইতে স্বতন্ত্র-সত্তায় পৃথক্‌রূপে নিত্য বিদ্যমান আছেন। যেমন পৃথিবী হইতে ঘট স্বতন্ত্র সত্তায় থাকিতে পারে না, অর্থাৎ মাটী ছাড়া ঘট নাই। কিন্তু মাটী, ঘট ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তায় বহুল পরিমাণে আছে। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিশ্ব পৃথক্ নহে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ব হইতে পৃথক্‌-সত্তায় নিত্যই বিদ্যমান্ আছেন। এই অভিপ্রায়ে দ্বিতীয়-স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন—

সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত! ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ ॥ ২।৭।৫০

হে বৎস! এইত আমি তোমাকে বিশ্বপালক শ্রীভগবান্ শ্রীহরির কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। কার্য্যকারণাত্মক এই বিশ্ব শ্রীহরি হইতে পৃথক্ নহে, শ্রীহরি কিন্তু বিশ্ব হইতে পৃথক্—অর্থাৎ স্বতন্ত্র সত্তায় নিত্য বিদ্যমান্। বিশ্ব হরি হইতে অভিন্ন, শ্রীহরি বিশ্ব হইতে ভিন্ন, এইরূপ ভেদাভেদ-বাদটাও এই প্রমাণে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এবং নিশা সা ব্রুবতো র্ব্যতীতা
নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্
বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্য দধীন্যমন্থন্ ॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণানুচর উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণপিতা শ্রীনন্দ মহারাজ যখন পরস্পর আবেশযুক্তহৃদয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের তাদৃশ আলাপ সম্বন্ধিনী রাত্রি সাধারণ রাত্রি হইতে সুদীর্ঘা হইলেও নিঃশেষরূপে অতীত হইল। অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। যে রজনীতে শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীব্রজরাজের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন সেই রজনী যেন শ্রীকৃষ্ণকথাশ্রবণে নিজে ধন্য হইবার লালসায় কলেবর বিস্তার করিয়াছিল। রজনী চলিয়া গেল বটে কিন্তু শ্রীল ব্রজরাজ ও শ্রীমান্ উদ্ধবের কথাপ্রসঙ্গ নিবৃত্ত হইল না। তন্মধ্যে শ্রীল ব্রজরাজ যত কথা কহিতে লাগিলেন, সকল কথারই মুখ্য তাৎপর্য্য "যে কোনও উপায়েই হউক্ আমার পুত্র ফিরিয়া ঘরে আসিবে কি না?" শ্রীউদ্ধবও যত কথাই কহিলেন—সমস্ত কথার তাৎপর্য্য শ্রীলব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীকে সান্ত্বনা দেওয়া। শ্রীব্রজরাজ ও শ্রীউদ্ধবের এই ভাব সর্ব্বজনপ্রশংসনীয়। যেহেতু শ্রীউদ্ধব দেখিলেন—পুত্রভাবময় ইহাঁদের এই বিরহদুঃখ সম্প্রতি অতি অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, অথচ সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরও মথুরা হইতে ব্রজে আগমন সম্ভবপর নয়। অতএব ইহাঁদের শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় পুত্রভাবের প্রশংসার সহিতই তত্ত্ব উপদেশ করিয়া এই বিশুদ্ধ-পুত্রভাব যৎকিঞ্চিৎ শিথিল করিতে পারিলে বিরহজনিত দুঃখ কিঞ্চিৎ উপশম হইবে। এইপ্রকার সান্ত্বনামাত্র দেওয়া ভিন্ন আর দুঃখ-উপশমের কোনই উপায় দেখি না, এই ভাবে শ্রীউদ্ধব শ্রীলব্রজরাজকে তত্ত্ব উপদেশ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র" এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের শৈথিল্য সম্পাদনের জন্য যত উপদেশ করিতে লাগিলেন, শ্রীল ব্রজরাজের বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় সম্বন্ধজ্ঞানসিন্ধুমধ্যে মন্দার পর্ব্বতের মত কোথায় ডুবিয়া গেল তাহার অনুসন্ধান পাওয়াও কঠিন হইয়া পড়িল। শ্রীউদ্ধবের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রীলব্রজরাজ এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন—"শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া উদ্ধব যে আমাকে উপদেশ করে তাহা কি আমি জানি না? এই কৃষ্ণের নামকরণ সময়েই ত্রিকালদর্শী শ্রীগর্গাচার্য্য মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে কৃষ্ণ নারায়ণের সমান এই কথা শুনিয়াছি। কৃষ্ণ ভিন্ন নাকি নারায়ণের সমান আর কেহই নাই। বিশেষতঃ পূতনা অঘ, বক প্রভৃতিকে সংহার, গোবর্দ্ধন ধারণ, দাবানল ভক্ষণ, লোকপাল বরুণের প্রণাম প্রভৃতি দ্বারা ইহার নারায়ণ-সমধর্ম্ম অনুভব করিয়াছি। নারায়ণই পরমাত্মা এবং সেই পরমাত্মাই পরমব্রহ্ম, ইহাও আমি বেশ জানি। তথাপি এই কৃষ্ণ আমাদের পুত্র এবিষয়েও আমাদের অনুভবই অভ্রান্ত প্রমাণ। শ্রীগর্গমুনি মহাশয়ও "তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে" অতএব হে নন্দ! এই কৃষ্ণ তোমার পুত্র—এইরূপে উপদেশ করিলেন। পরমেশ্বর কৃষ্ণে আমরা কখনও আরাধ্য-বুদ্ধি করি নাই, বরঞ্চ নিজ চর্ব্বিত তাম্বূল প্রভৃতি কৃষ্ণবদনে সমর্পণ করিয়াও আমাদের মানস অপ্রসন্ন কখনও হয় নাই। পক্ষান্তরে কৃষ্ণজন্মের পূর্ব্বে আরাধ্যদেব শ্রীনারায়ণকে আমরা ধ্যান করিতে পারিতাম বটে; এখন কিন্তু ধ্যান করিবা-মাত্রই হৃদয়মধ্যে তাঁহার বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহাই আমাদের মনঃপ্রসন্নতার অভ্রান্ত পরিচয়। অর্থাৎ কৃষ্ণকে চর্ব্বিত তাম্বুল অর্পণ করাতে যদি আমাদের অপরাধ হইত, তাহা হইলে ধ্যানকালে হৃদয়ে শ্রীনারায়ণের প্রচুরতর স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারিতাম না। কারণ অপরাধীর হৃদয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি সর্ব্বদাই অসম্ভব। অতএব আমাদের পুত্র সেই কৃষ্ণকে ভুক্তাবশেষ চর্ব্বিত তাম্বুল প্রভৃতি দেওয়া দোষাবহ হয় নাই।

কেবল আমাদেরই কৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধি তাহা নয়, কৃষ্ণেরও আমাদের প্রতি পিতৃ-মাতৃ-বুদ্ধি স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কৃষ্ণের অনুভবই অভ্রান্ত প্রমাণ। যেহেতু আমাদের দুই জনের চর্ব্বিত প্রদান, ক্রোড়ে আরোহণ, আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি লালন না পাইলে তাহার মুখখানি মলিন হইয়া যাইত, ইহা আমরা অনেক সময়ই দেখিয়াছি। যদি যশোদা তাহার মাতা না হইবে, তাহা হইলে দধিমথনগাগরীস্ফোটন অপরাধে তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিল? এবং সেই বন্ধনে তাহার মুখখানি মলিন হইয়াছিল এবং আমি যখন তাহাকে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম তখন সে যেমন হাসিয়াছিল তাহাতো সাক্ষাতই দেখিয়াছি। আমরা দুই জন তাহার পিতামাতা বলিয়াই সে পরমেশ্বর হইয়াও আমাদের বিহিত অনুশাসন ভর্ৎসন ও বন্ধনাদি স্বীকার করিয়াছে। তাহা না হইলে সর্ব্বব্যাপক পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের বন্ধন কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু সম্প্রতি মথুরাতে চানুর কংস প্রভৃতি বধের পর "হে কৃষ্ণ! তুমি পরমেশ্বরই" এই কথা সকলেই বলিয়াছিল। তন্মধ্যে দেবকী কিন্তু "আমি তোমার মাতা, বসুদেব বলিলেন "আমি তোমার পিতা," অন্য কেহ বলিতে লাগিল "আমরা তোমার পিতৃব্য," কেহ কেহ—বলিতে লাগিলেন "আমরা তোমার ভ্রাতা," কেহ বলিয়াছিল "আমরা তোমার আত্মীয়" কেহও বা বলিয়াছিল—"আমরা তোমার বন্ধু হই"। এই প্রকার বলিয়া যখন সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ গৃহে লইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে মথুরাতেই অবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন মহাভব্যশিরোমণি আমার পুত্র কৃষ্ণও তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া মহাসঙ্কটজালে পতিত হইয়াছিল। নিজ ব্রজেও আসিতে না পারিয়া সকলের নিকটে দাক্ষিণ্য ভাবেই এইরূপে বলিয়াছিল বলিয়া আমি অনুমান করি,—"আমিই সর্ব্ববিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা—পরমেশ্বর, আমার কেহ মাতা পিতা আত্মীয় পর নাই। তোমরা সকল শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে—যেজন আমাকে ভক্তি করিবে, আমি তাহারই হইব। ভক্তহীন জনের সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই। আমি ভক্তের ঘরেই যাইব এবং ভক্তই আমার পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব; এমন কি ভক্তের ঘরেই আমি সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি। এই উদ্ধব বুদ্ধিমান হইলেও বালক। আমার পুত্রের মহাগম্ভীর হৃদয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সেই সকল তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের সেই উপদেশই যথার্থ মনে করিয়া এই ব্রজে আমাকে তেমনি ভাবে প্রবোধ প্রদান করিতেছে। আহা! শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় বাৎসল্যের নিকটে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপূর্ণ তত্ত্বউপদেশও বৃথা হইল, তাঁহাদের বিশুদ্ধ-বাৎসল্যের কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতে পারিল না, বরঞ্চ উদ্ধবই বালবুদ্ধি বলিয়া পরিচিত হইলেন।

এদিকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে শ্রীমান্ উদ্ধব স্নানাদি-কৃত্য সম্পাদনের জন্য বাহিরে যাইবার সময় শ্রীল শ্রীব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীকে বিনীত ভাবে নিবেদন করিয়াছিলেন "অহো! বড়ই খেদের কথা আমি আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছি; আপনাদের দুজনার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে স্নেহ-পরিপাটি, তাহার এক কণাও স্পর্শ করিবার আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই স্নেহপরিপাটীই আপনাদের সকল অভীষ্ট অতি সত্বর সম্পাদন করিবে। আপনাদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সেটী কেবলই আমার ধৃষ্টতা-মাত্র, এবং সেই জন্য আমি অত্যন্তই কষ্ট অনুভব করিতেছি। যেহেতুক যাহার যে বিষয়ে কোন-ই অধিকার নাই, তাহার সেই বিষয়ে হানি বৃদ্ধির জন্য কোনও চেষ্টা করা কেবল ধৃষ্টতামাত্র। আপনারা ব্রজবাসিজনমাত্রের পালক, আপনারা অত চিন্তা করিবেন না। আপনারা যদি চিন্তায় অত কাতর হয়েন, তাহা হইলে আপনাদের আশ্রিত ব্রজবাসি-জনের দুঃখ আরও অতিশয় অধিক হইবে। যিনি আপনা-নাদের শিশু, তিনি জগতে জীবসমাজের সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ তরণী। এইরূপ নিবেদন করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীউদ্ধব মহাশয় স্নানার্থে বহির্গত হইলেন। এদিকে বিশ্রম্ভ-প্রধানা গোপীগণ হৃদয়ে সর্ব্বদা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিসুখে বিভোরা আছেন বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগ করতঃ দিব্য পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন এবং বাস্তপূজা করিয়া দধিমন্থনে প্রবৃত্তা হইলেন। শ্রীল ব্রজরাজের আদেশানুসারে প্রতি দিবসই এই সকল নবনীত, দধি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের জন্য মথুরায় প্রেরিত হইয়া থাকে।

তা দীপদীপ্তৈর্ম্মণিভির্ব্বিরেজূ-
রজ্জূর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ।
চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডল-
ত্বিষৎকপোলারুণ কুঙ্কুমাননাঃ॥
উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্॥ ৩৫॥

যাহারা দধিমন্থনে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হস্তে যে সকল মণিবলয় ছিল তাহাতে প্রদীপের ছটা লাগিয়া অধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। মন্থনকালে রজ্জুআকর্ষণ, বিকর্ষণ করাতে নিতম্বপ্রদেশ স্তনোপরিস্থিত হার ও কর্ণস্থিত কুণ্ডল চঞ্চল হইয়াছিল। একে অরুণবর্ণ কুঙ্কুমে গণ্ডস্থল অরুণিম, তাহাতে চঞ্চল মণিকুণ্ডলের আভা লাগিয়া আরও সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। সেই দধিমন্থনসময়ে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ প্রেমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যাংশ গান করিতেছিলেন। সেই গানের ধ্বনি দধিমন্থন শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এমন তুমুল হইয়া উঠিয়াছিল যে স্বর্গবাসী দেবদেবীগণের কর্ণেও সেই গানধ্বনি প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ ধ্বনি দশদিগ্‌বাসী লোকসকলের কর্ণে প্রবেশ করিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক নিখিল দুঃখ বিনাশ করিতেছিল। কেবল যে দুঃখই নাশ করিতেছিল তাহা নয়, নিখিল দুঃখের মূল কর্ম্ম, এবং কর্ম্মমূল বাসনাকে পর্য্যন্ত বহুদূরে নিক্ষেপ করিতেছিল।

ভগবত্যুদিতে সূর্য্যে ব্রজদ্বারি ব্রজৌকসঃ।
দৃষ্ট্বা রথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্॥৩৬॥
অক্রূরঃ আগতঃ কিম্বা যঃ কংসস্যার্থসাধকঃ।
যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ॥৩৭॥
কিং সাধয়িষ্যত্যস্মাভির্ভর্ত্তুঃ প্রেতস্য নিষ্কৃতিম্॥৩৮॥
ততঃ স্ত্রীণাং বদন্তীনামুদ্ধবোঽগাৎ কৃতাহ্নিকঃ॥৩৯॥

উদিত হইলে জগতের অন্ধকার নাশ হয় বলিয়া অথবা ভগবৎপূজার অধিষ্ঠান জন্য ভগবান্ বলিয়া যে সূর্য্যদেব অভিহিত হয়েন, কিম্বা শ্রীভগবান্ যেমন ভক্তগণের নিখিল-দুঃখ বিনাশ করিয়া থাকেন, বহুদিন পর্য্যন্ত যাহারা শ্রীকৃষ্ণের কোনও সংবাদ না পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়া আছেন, সেই ব্রজবাসিজনকে আজ সূর্য্যদেব উদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ পাইবার অবসর দান করিবেন বলিয়া শ্রীশুকমুনি সূর্য্যদেবকে "ভগবান্" বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—ভগবান্ সূর্য্যদেব উদিত হইলে ব্রজবাসী পুরুষগণ ব্রজরাজের দ্বারে অবস্থিত স্বর্ণরথখানি দর্শন করিয়া পরস্পর বলিতেছিলেন "এই রথখানি কাহার? কোথা হইতেই বা আসিল? কে-ই বা ব্রজে লইয়া আসিল?" এই অবসরে উৎকণ্ঠাপ্রধানা কোন কোনও গোপী সেথায় আসিয়া মিলিত হইয়া আক্ষেপ করতঃ বলিতেছিলেন—যে অক্রূর কংসের উদ্দেশ্য সফল করিতে ব্রজে আসিয়াছিল, সেই কি আবার ব্রজে আসিয়াছে? যে ক্রূরচেতা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে মধুপুরী লইয়া গিয়াছে, আবার কি উদ্দেশ্যে সে ব্রজে আসিল? সখীগণ! পূর্ব্বে মধুনামে এক দৈত্য ছিল, সেই দৈত্যের পুরী বলিয়া মথুরার একটী নাম মধুপুরী। বর্ত্তমানে সেই পুরীর অধিকারী ও স্বভাবে দৈত্য বলিয়া কংসও মধু নামে অভিহিত। তাহারই পুরীতে কি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে নেওয়া উচিত হইয়াছে? যাহার নয়নকমলের সৌন্দর্য্যবিশেষ দর্শন করিবামাত্র সর্ব্ব-সন্তাপ দূর হইয়া থাকে, এমত শ্রীকৃষ্ণকে নয়নদৃষ্টির দূরেই নেওয়া উচিত নয়, কেমন করিয়া তাহাকেই ব্রজের বাহিরে অসুরের পুরীতে লইয়া গেল? যদি কংসের উদ্দেশ্য সাধন করাই তাহার সঙ্কল্প ছিল, তাহা হইলে আমাদের পুত্রমধ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাহাকেও কেন নিল না ? যদ্যপি নিজপ্রভু কংসের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়াছিল, কিন্তু শ্রীনারায়ণের অপার করুণায় সেই কংসই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আমাদের শ্রীকৃষ্ণের তো কোনও দোষ নাই! দুষ্টচিত্ত কংস নিজকৃত পাপের ফলে নিজেই মরিয়াছে। মহতের প্রতি যে জন দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই দৌরাত্ম্যে মহতের কেশ মাত্রেরও ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ নিজকৃত দৌরাত্ম্যে নিজেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই কংসের মনে অভিসন্ধি ছিল যে, ব্রজে নানারূপ বিঘ্ন আচরণ করিয়াও সফলমনোরথ হইতে না পারায় অবশেষে যজ্ঞের ছলে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া সকল অসুরগণ মিলিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিবে। শ্রীনারায়ণের প্রসাদে তাহার বিপরীত হইয়াছে। অক্রুর নিজের কোনও অভীষ্টবিশেষ সিদ্ধির জন্যই মথুরাতেই শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া পুনরায় সে আগমন করিয়াছে। হে সখীগণ ! তাহাতে আমার মনে হয় পূর্ব্বে যাহার (অক্রুরের) ব্যবহারে কংস প্রীত হইয়াছিল, কিন্তু দৈব বশতঃ এখন কংস প্রেত হইয়াছে কি না। এখন সেই প্রেতের ঋণ পরিশোধের জন্য কি আমাদিগের মাংসের দ্বারা পিণ্ড রচনা করিয়া প্রেতকে সমর্পণ করিবে ? রথ দর্শন করিবামাত্র অক্রুরের কথা মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। কারণ চুণ খাইয়া যাহার জিহ্বা পুড়িয়াছে, তাহার দধিদর্শনেও চুণ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে। ব্রজরমণীগণ এই প্রকার পরস্পর বলিতে থাকিলেন। শ্রীমান্ উদ্ধব কিন্তু আহ্নিকাদিকৃত্য শেষ করিয়া সেই সকল কথা শুনিয়াও নাশোনার মত অনাদর করিয়া যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপিকাগণ সমঃদুঃখে পরস্পর মিলিত হইয়া বাস করিতেছেন, সেই একান্ত বিশেষ স্থান অন্বেষণ করিয়া তথায় চলিয়া গেলেন। এস্থানে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে—শ্রীউদ্ধব মহাশয় আহ্নিকাদি কৃত্য শেষ করিয়া সেই দিবস আর ব্রজে প্রবেশ করেন নাই। কারণ ব্রজ বিস্তারে চারিক্রোশ এবং দৈর্ঘ্যে আটক্রোশ। তন্মধ্যে নানাপ্রকার গৃহস্থগণের বাস। অতএব সেই ব্রজে একত্র সকল শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের সহিত কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ করা সর্ব্বথাই অসম্ভব, কারণ একসঙ্গে তিনশত কোটী ব্রজাঙ্গনার পক্ষে উদ্ধবের দর্শন হইতে পারে না। বিশেষতঃ দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধিকা স্বয়ংই বলিবেন—"অগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণাম্" অর্থাৎ "সে আমাদিগকে গৃহ ছাড়াইয়া বৃক্ষতলে বসাইয়াছে। এইরূপ উক্তিতে এবং সমাগত অতিথি উদ্ধবকে কেবল একখানি আসন প্রদান করিয়া সংকার করিয়াছিলেন ও বনমধ্যে ছিলেন বলিয়াই সহসা ভ্রমর-আগমনের সম্ভাবনাও করা যায়। আরও বলিবেন "রহস্যপৃচ্ছন্" অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধবও বলিবেন "অহং ভর্ত্তুর-হস্করঃ" অর্থাৎ আমি নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অন্যের নিকটে অপ্রকাশ্য রহস্য আদেশই প্রতিপালন করিয়া থাকি। এই-সকল উক্তি থাকায় এবং ব্রজের পথে অথবা গৃহে এই ব্রজাঙ্গনাগণের একত্র সমাবেশ সর্ব্বথাই অসম্ভব বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেদিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় গিয়াছেন, সেইদিন হইতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজদেবীগণ বনমধ্যে নিজ নিজ অভীষ্ট-দেবদেবীর নিকটে সঙ্গিনীগণসহ তপস্বিনীগণের মত একত্র বাস করিতেছিলেন, এবং বিরহে অত্যন্ত কাতরা হইয়া নিজ নিজ অভীষ্টদেবের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। শ্রীউদ্ধব মহাশয় তথায় যাইয়া তাঁহাদের চরণসমীপে মিলিত হইয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধব অতিভক্তিযুক্তমানসে যখন শ্রীলব্রজদেবীগণের নিকটে মিলিত হইয়াছিলেন, তখন কিঞ্চিৎদূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিলেন—

ক্ষীণাঙ্গাঃ স্রস্তকেশাঃ মলশবলপটাঃ প্রজ্জ্বলৎ সন্নিকৃষ্টাঃ
দৃষ্টাস্তা জাতবেদস্ততয় ইব বৃতা ধূমভস্মাদিভির্বা।
কিঞ্চ ব্যাগ্রাক্ষিযুগ্মা দলদধরদলশ্বাসবর্গা মুখান্তঃ-
শোষা যোষা মৃগাণামিব দবদবনাশ্রস্তনেত্রা বিমৃষ্টাঃ ॥ ৩ ॥

গোপালচম্পূ উঃ ।১১। পূরণ

ব্রজাঙ্গনাগণের অঙ্গ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, কেশকলাপ এলোথেলো, মলিন ও বিবিধ বর্ণের বস্ত্র পরিধান, ধূমভস্মাদিদ্বারা আবৃত অগ্নিসমূহের ন্যায় তাঁহাদের অঙ্গকান্তিচ্ছটা কিছু নিষ্প্রভ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদর্শনের উৎকণ্ঠায় নয়নযুগল সুচঞ্চল, দীর্ঘনিশ্বাসরাশিতে অরুণবর্ণ অধর বিদলিত হইতেছে, শ্রীমুখের মধ্যস্থল শুকাইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দাবানল-ভয়ে মৃগীগণের মত তাঁহাদের নেত্রপ্রান্ত অত্যন্ত ভীতির ছবি ধারণ করিয়াছে। শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রীল-ব্রজরামাগণের এই প্রকার বিরহবিধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিজেও বিস্মিত হইলেন। তাহা নাই বা হইবেন কেন? কারণ এ যাবত শ্রীকৃষ্ণবিরহে এই প্রকার অবস্থা কোথাও কাহার হইয়াছে—তাহাতো চোখে দেখেন নাই, কর্ণেও শ্রবণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিরহে যে সকল অবস্থা হইতে পারে বলিয়া রসশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, গোপাঙ্গনাগণ সেই বিরহরসেরই যেন সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

শ্রীশুক উবাচ—

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ
প্রলম্ববাহুং নবকঞ্জলোচনং।
পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লস-
ন্মুখারবিন্দং পরিমৃষ্টকুণ্ডলম্ ॥ ১ ॥
সুবিস্মিতাঃ কোঽয়মপীব্যদর্শনঃ
কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেষভূষণঃ।
ইতি স্ম সর্ব্বাঃ পরিবব্রুরুৎসুকা-
স্তমুত্তমশ্লোকপদাম্বুজাশ্রয়ম্ ॥
তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসৎকৃতং
সব্রীড়হাসেক্ষণ-সূনৃতাদিভিঃ।
রহস্যপৃচ্ছন্নুপবিষ্টমাসনে
বিজ্ঞায় সন্দেশহরং রমাপতেঃ ॥ ২ ॥

বিশুদ্ধ প্রীতিক্ষেত্র ব্রজমধ্যেও যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধা, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীরূপা রমণীগণও সেই উদ্ধবকে দেখিয়া এবং তাঁহাকে কৃষ্ণের অনুচররূপে বুঝিতে পারিয়া তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধবের দুইটী বাহু যেমন জানু পর্য্যন্ত লম্বিত, তেমনি বর্ত্তুল ও স্থূল ছিল। বর্ণখানি শ্যামল, মুখখানি চন্দ্র বা কমলের মত লাবণ্যপূর্ণ, তাহাতে নবকমলদলের মত আয়ত-লোচনযুগল শোভা পাইতেছিল। বয়সে নবীন যৌবন, প্রতিঅঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৌন্দর্য্যরাশি-নিষেবিত, কর্ণযুগলে মকরাকৃতি কুণ্ডল, কটিতটে কনককান্তিহারী পীতবসন, অঙ্গে পীত উত্তরীয়। শ্রীমথুরা হইতে আসিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রসাদী পদ্মমালা যাহা ধারণ করাইয়াছিলেন, আজও সেই মালাটী তাঁহার বক্ষে শোভা পাইতেছে। উদ্ধব যখন সরোবরে স্নান করিতেছিলেন, তখন ঐ মালাটী তীরে রাখিয়া আহ্নিকাদি কৃত্য সম্পাদন করতঃ পুনরায় আত্ম-বিভূষণরূপে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। মালাটী কিন্তু একটুকুও মলিন হয় নাই, তাহা হইবেই বা কেন? যাহা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমাদরে নিজকণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা যে অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অদাহ্য ও অশোষ্য। আর ঐ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী মালাটীই তাঁহার কৃপার প্রতিনিধি-রূপে কার্য্য করিবে বলিয়া শ্রীউদ্ধবের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদীবস্তুর অলোকসামান্য ক্ষমতাবিশেষের কথা কেই বা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে? মণিমন্ত্র-ঔষধের প্রভাব যেমন অচিন্ত্য, তেমনি শ্রীকৃষ্ণঅঙ্গ হইতে উত্থিত বিলেপন এবং তাঁহার শ্রীনাম ও নির্ম্মাল্য-মালার প্রভাবও অচিন্ত্য বলিয়া মহানুভবগণমাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই শ্রীউদ্ধবকে দেখিবামাত্র শ্রীল ব্রজা-ঙ্গনাগণ অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন "হে সখীগণ! আমরা পূর্ব্বে জানিতাম এই ব্রজে অচ্যুতের সমবয়স, সমানরূপ, সমানবেশ, সমান-স্বভাব সখাগণ যেমন আছে, এমন তাঁহার সখা অন্যত্র কোথাও নাই; কিন্তু আজ এ-কি অপূর্ব্ব-রূপের মানুষ আমাদের নিকট আসিতেছে। ইহার রূপ, বেশ, ভূষণ প্রভৃতি সকলই অচ্যুতের মত। এতদ্রূপের মানুষটী কাহার? কোথা হইতেই বা আসিতেছে? তাহাই শ্রবণ করিয়া অন্য কোনও ব্রজাঙ্গনা কহিলেন—"হে সখি! অচ্যুতের মত বেশ-ভূষা কেন বলিতেছ? এ বেশভূষাসকল যে অচ্যুতেরই। কারণ উহার ঐ বেশভূষা হইতে যে সুগন্ধ নির্গত হইতেছে, এ যে আমাদের প্রাণবল্লভেরই অঙ্গসৌরভে সুমণ্ডিত। শ্রীল-ব্রজাঙ্গনাগণ যাহা নির্দ্দেশ করিলেন তাহা অতি সুসত্য। কারণ শ্রীউদ্ধব বাল্যাবধি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন যে— "ত্বয়োপযুক্তঃ স্রগ্‌গন্ধো বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি।" হে নাথ! তোমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দাসভক্ত আমরা তোমাতে অর্পিত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, এবং তোমারই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া অনায়াসে মায়া জয় করিতে সমর্থ। অতএব উদ্ধব নিজ ব্রতহানিকর অন্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইবেন কেন? নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণ নিজ নিজ রসের আবেশে যে বাণী উদ্গার করেন, নিখিল শাস্ত্র সমস্বরে সিদ্ধান্তরূপে তাহাই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন।"

শ্রীউদ্ধবকে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণতুল্যরূপে দর্শন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণভ্রান্তি উপস্থিত হয় নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বিশুদ্ধ ভাবই অভ্রান্ত চক্ষু। শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের কথঞ্চিৎ সাম্য দর্শনে অপ্রাণী বস্তুতেও কৃষ্ণ দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণসাম্যদর্শনে প্রাণীবস্তুতেও কৃষ্ণ-ভ্রম প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহাদের বিমলভাবই ধর্ম্মমর্য্যাদা-রক্ষাকারী হইয়া থাকে। বিকসিত কমলমধুই যাহাদের জীবাতু, সেই মধুপমালা যেমত প্রফুল্লকমলসরোবরের জলসমূহকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তেমনি যে উদ্ধবের হৃদয়ে অনবরত শ্রীকৃষ্ণনীলাম্বুজ বিকশিত থাকায় অন্তর বাহেন্দ্রিয় সকলই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমকরন্দে সুবাসিত, সেই শ্রীউদ্ধবকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। যেহেতু শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলই শৈশবাবধি একমাত্র পরমাশ্রয়, অথবা যিনি পা-বালিশের মত শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলের আশ্রয়, অর্থাৎ যখন শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করেন তখন উদ্ধবের বক্ষঃস্থলে দুইচরণ প্রসারিত করিয়া রাখেন। ব্রজাঙ্গনাগণ কালবিলম্ব সহিতে না পারিয়া বিচারশূন্যহৃদয়ে এতগুণের শ্রীউদ্ধবকে ঘিরিয়া বসিলেন। তখন সেই শ্রীউদ্ধবকে রমাপতির রহস্য-বিষয়ের সন্দেশবাহক দূত মনে করিয়া অতিথিসৎকারের অঙ্গরূপে বসিতে একখানি ছিন্নমলিন আসন অর্পণ করিলেন। উদ্ধব মহাশয় কিন্তু শ্রীব্রজাঙ্গনাদত্ত আসনে না বসিয়া দক্ষিণ-হস্তদ্বারা সেই আসনখানি স্পর্শকরতঃ তাঁহাদের আদেশের মর্য্যাদা রাখিয়া ভূতলেই বসিলেন। যেহেতু "দাস" অভিমানী উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াদত্ত আসনে উপবেশন করিলে তাঁহাদের অমর্য্যাদাই করা হইত, অথচ আদেশ প্রতিপালন না করিলেও আজ্ঞালঙ্ঘন জনিত অপরাধ ঘটে,এইসব ভাবিয়াই উভয় মর্য্যাদা রক্ষা করিবার মানসে ভূতলেই বসিলেন।

শ্রীসৈরিন্ধ্রীর প্রতিও শ্রীউদ্ধবের এই প্রকার ব্যবহারের কথাই বর্ণিত হইবে। যিনি শ্রীসৈরিন্ধ্রীর প্রতিও এই প্রকার মর্য্যাদা রাখিয়া ব্যবহার করিবেন, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-গণমুখ্যা ব্রজাঙ্গনাদের প্রতি সেইরূপ মর্য্যাদাময় ব্যবহার করিবেন তাহা তো বলাই বাহুল্য। তবে মূল শ্লোকে যে "উপবিষ্টমাসনে" এইরূপ উল্লেখ করা আছে, সেটী কিন্তু সামীপ্য-অধিকরণেই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে। তখন শ্রীল ব্রজরামাগণ বিনয়ে অবনতশিরা হইয়া লজ্জা ও প্রসন্নতাযুক্ত অবলোকনে এবং মধুর বচনে তাঁহার সুন্দর আদর করিয়া বিজাতীয় ভাবের অগোচর স্থানে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কারণ শ্রীলব্রজরামাগণ শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের তাদৃশ রহঃস্থানে আগমন ও উপবেশন প্রভৃতি দর্শন করিয়া মনে মনে বুঝিলেন, ইনি রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের কোনও গুপ্ত সন্দেশ লইয়াই আগমন করিয়াছেন, এবং সেই সন্দেশও আমাদিগের জন্যই প্রেরণ করা হইয়াছে; তাহা না হইলে এ আমাদের বিজাতীয় ভাবের অগম্য স্থানে আসিবেই বা কেন? আর যদি আসিয়াছেই, তাহা হইলে আমাদের দত্ত আসনে বসিবেই বা কেন? তাহা হইলে নিশ্চয়ই রমাপতির কোনও গুপ্তসংবাদ ইহার নিকট হইতে পাইতে পারিব,—এইজন্যই যদ্যপি শ্রীউদ্ধবকে তাঁহারা কখনও দর্শন করেন নাই, তথাপি চিরপরিচিত বান্ধবজনের ন্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে রমাপতি বলিয়া উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে সে (শ্রীকৃষ্ণ) বিবিধসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছে, তাঁহার দূতস্থানীয় উদ্ধবের ভূষণাদিসম্পত্তি দর্শন করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়ে যে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল—"রমাপতি" শব্দের উল্লেখের দ্বারা তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতং।
ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৩ ॥
অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে।
স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ ॥ ৪ ॥
অন্যেষ্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থ বিড়ম্বনং।
পুংভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্‌পদৈঃ ॥ ৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্যং নৃপতিং প্রজাঃ।
অধীতবিদ্যা আচার্য্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্ ॥ ৬ ॥
খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহং।
দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৭ ॥
ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্‌কায়মানসাঃ।
কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধব ত্যক্তলৌকিকাঃ।
গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ ॥ ৮ ॥

অঙ্গের সৌরভাদিদ্বারাই আমরা জানিতে পারিলাম—বর্ত্তমানে যিনি নিখিল রাজবংশ্যযাদবগণের অধিপতি হইয়াছেন, তুমি তাঁহারই পার্ষদ হইবে, তাহা না হইলে তোমার অঙ্গ হইতে যদুপতির অঙ্গের সৌরভ নির্গত হইবে কেন? বিশেষতঃ মহারাজাধিরাজের পার্ষদ বলিয়াই মূল্যবান্ অলঙ্কার ও বসনেতে বিভূষিত হইয়া পথের ভিখারিণী আমাদের নিকটে আগমন করিয়াছ। রাজপুরুষ যাহারা,—তাহারাই কাঙ্গালিনীদের নিকটেও এইরূপ মহামূল্যের বসনভূষণে সাজিয়া আসিয়া থাকে। আর এইরূপ সাজিয়া না আসিলে আমরাও তোমাকে রাজপুরুষ বলিয়া পরিচয় করিতে পারিতাম না। অবশ্য কপালের কথা বলা যায় না, একদিন যে জন এই গোব্রজের মধ্যে গোচারক রাখাল বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই জন এখন রাজবংশীয় যাদবগণেরও অধীশ্বর হইয়াছে। তাহার পক্ষে এখন ব্রজে আগমন অবমানজনক বলিয়াই নিজে না আসিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছে। এখন তাহার সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল বলিয়া উল্লেখ করিতেও প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়, কারণ সে এখন মহারাজেশ্বর হইয়াছে, আর আমরা বৃক্ষতলবাসিনী, পথের কাঙ্গালিনী। কাঙ্গালিনীর সহিত মহারাজরাজেশ্বরের সম্বন্ধের কথা মনে করিতে কেনই বা ভীতির সঞ্চার না হইবে? তুমিও হয়তো সে কথা শুনিয়া আমাদের বড়ই আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া মনে করিতে পার। (অত্যন্ত দুঃখভরেই শ্রীলব্রজরমাগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজ সম্বন্ধের অপলাপ করিয়া যদুপতিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।) আচ্ছা! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এই মূল্যবান্ বেশভূষায় কি তুমিই সাজিয়া আসিয়াছ, অথবা তোমার প্রভু আমাদিগকে দেখাইবার জন্যই এইরূপে সাজাইয়া পাঠাইয়াছেন? যাহা হউক্ এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, আপনি এই ব্রজে স্বয়ং-প্রবৃত্ত হইয়া আগমন করেন নাই, কারণ আপনাদের আগমনের উপযুক্তস্থান এই গরুচরাবাবার মাঠ হইতে পারে না। নিশ্চয়ই যিনি আপনার ভরণপোষণের কর্ত্তা, তিনিই পাঠাইয়াছেন। তাই দাস হইয়া কেমন করিয়া নিজ প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিবেন? সেইজন্য আপনার এ স্থানে আগমন হইয়াছে। তিনি আপনাকে কি কার্য্যসাধনের জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন। যদি বল আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই পাঠাইয়াছেন, তাহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ আমরা তো তাহার কেহই নই, বা সেও তো আমাদের কেহ নয়। তাহার সহিত আমাদের দেহসম্বন্ধ, অথবা গ্রামসম্বন্ধ, কিম্বা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম প্রভৃতি কোনও সম্বন্ধই নাই, ছিল একমাত্র বিশুদ্ধ প্রীতির সম্বন্ধ। যখন সে প্রীতিসম্বন্ধকে অনাদর করিয়া কর্ত্তব্যতার ও ঐশ্বর্য্যের আদর করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে প্রীতিসম্বন্ধের প্রতি অনাদর করিয়াছে। যেখানে প্রীতির আদর থাকে, সেস্থানে কর্ত্তব্যতার এবং ঐশ্বর্য্যের অনাদর স্বতঃই ঘটিয়া থাকে; আবার কর্ত্তব্যতার ও ঐশ্বর্য্যের আদর করিলে প্রীতির অনাদরও স্বভাবতঃই হইয়া পড়ে। তাহার সহিত একমাত্র প্রীতিরই সম্বন্ধ, অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধই ছিল না, তাহা হইলে সে যখন প্রীতিকে অনাদর করিয়াছে, তখন আমাদের সহিতও সম্বন্ধের বন্ধন সর্ব্বথাই ছিন্ন করিয়াছে। অতএব সে যদি আমাদের কেহ হইত, তাহা হইলে আপনাকে আমাদের নিকট পাঠানো, এবং সান্ত্বনা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য সম্ভব হইতে পারিত। তবে আমরা বুঝিতেছি—এই ব্রজে তাহার স্মরণযোগ্য একমাত্র বিশুদ্ধ স্নেহময় জনক ও জননী ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না, কারণ এই গরু চরাবার মাঠের কথা স্মরণ করাও রাজরাজেশ্বরপদবীপ্রাপ্ত আপনার প্রভুর পক্ষে অত্যন্তই লজ্জা ও ঘৃণাজনক। এই ব্রজে ধনের মধ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কতকগুলি গো এবং গোবন্ধনের রজ্জু ছাড়া আর কিছুই নাই। যে মধুপুরীতে বর্ত্তমানে তিনি বাস করিতেছেন সেস্থানে দেব, নর, রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ প্রভৃতি বহুল সম্পদ্ রহিয়াছে, সেই বৈভবের স্থানে থাকিয়া এ ব্রজের কথা তাহার মনে করা অত্যন্তই অসম্ভব। বর্ত্তমানে এই ব্রজ ও ব্রজের কার্য্যের কথা যখনই তাঁহার মনে উঠে, তখনই হয়তো দাঁত দিয়া জীহ্বা কাটিয়া থাকেন। তবে পিতা-মাতার প্রীতিসম্পাদনের জন্য যে আপনাকে পাঠাইয়াছেন সেটাও তাহার গুণে নয়, কিন্তু পিতামাতারই অসমোর্দ্ধ-স্নেহের আকর্ষণই তাহার মূল কারণ। ভাবিয়া দেখুন যেমন কুম্ভ কখনই মৃত্তিকাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, কারণ মৃত্তিকাকে পরিত্যাগ করিলে কুম্ভের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না; কিন্তু দণ্ড-চক্রাদির সহিত কুম্ভের সম্বন্ধ সাময়িক অপেক্ষণীয়। তেমনি পিতামাতা তাহার পক্ষে মৃত্তিকা-স্থানীয়, আমরা দণ্ড চক্রাদি স্থানীয়। অতএব পিতা মাতার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে যে নিজেরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া পড়ে, তাই তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই আপনাকে ব্রজে পাঠাইয়াছেন। চক্র দণ্ড স্থানীয় আমাদিগের প্রয়োজনমত গ্রহণ ও ত্যাগ হইতে পারে ন্যায়বিৎ আপনি ইহা সহজেই বুঝিতে পারেন। এমন কি মুনিগণের পক্ষেও পিতামাতা প্রভৃতি বন্ধুজনের স্নেহের অনুবন্ধন দুস্ত্যজ, তাই পিতামাতার স্নেহের প্রতিদান করিতে তোমাকে পাঠাইয়াছে। আমাদের মনে বড়ই খেদ উঠে যে কাঙ্গালের ছেলে যদি ভাগ্যবশতঃ রাজপদবী লাভ করে, তাহা হইলে কাঙ্গাল পিতামাতার পক্ষে এইরূপেই পুত্রকৃত অবমাননা লাভ করিতে হয়। অহো! যে পিতা-মাতা কর্ত্তৃক বুকভরা স্নেহে লালিত, পালিত ও পোষিত, সেই পিতামাতাকেই এই প্রকার ভৃত্যের দ্বারা সংবাদদানে সুখী করিতে পাঠাইয়াছেন। তা বেশ! যদি আসিয়াছেন, তাহা হইলে পথ ভুলিয়া দিশেহারা হইয়া আমাদের নিকটে আসিলেন কেন? আর যদিই বা কাঙ্গালিনীদের দুরবস্থা দেখিতে আসিয়া থাকেন, তবে তাহাতো দেখা হইয়াছে। এখন উঠ, যে উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছ, এবং তোমার প্রভু পাঠাইয়াছে, সেই পিতামাতার অবস্থা নিজচক্ষে দেখিয়া যাও। এবং হয়তো তোমাকে পাইয়া ও তোমার রূপ এবং বেশভূষাদি দর্শন করিয়া তাঁহাদের সকল শোক নিবৃত্তি হইবে ও সুখসাগরে নিমজ্জিত হইবেন। আমরা মথুরা হইতে প্রত্যাবৃত্ত সুবলাদির মুখে শুনিয়াছি যে মধুপুরীতে তুমিই নাকি একজন রসিকভক্ত আছ; তাই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—যেস্থানে প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া প্রীতি করা হয়, সে স্থানে যতদিন পর্য্যন্ত নিজ প্রয়োজন সফল না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই প্রীতি থাকে, এবং প্রয়োজনসিদ্ধির তরতমতা অনুসারে প্রীতিরও তরতমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে প্রীতিও ভঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা তোমার প্রভুকে কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির মতলবে প্রীতি করি নাই, এবং সেও আমাদিগকে কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রীতি করে নাই। তাহা হইলে এই বিশুদ্ধপ্রেমে বিরহ ঘটিল কেন? কারণ আমরা জানি—যে প্রেমে কৈতব নাই সে প্রেমে কখনও বিরহ নাই। যদি তুমি প্রীতিরসিক হও তাহা হইলে অবশ্যই ইহার উত্তর দানে সমর্থ হইবে। তাহা না হইলে আমরা বুঝিব যে তুমি সকল-বিষয়েই সুপণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু প্রীতিরসবিষয়ে সর্ব্বথাই অনভিজ্ঞ। তোমার প্রভু আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া বহু দূরদেশ মথুরায় গিয়াছেন, সেজন্য আমাদের তেমন দুঃখ বা খেদ হয় না, কিন্তু এই বিমল নিরুপাধি প্রেমে যে কলঙ্ক লাগিল তাহাতেই আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়া পড়িয়াছি। যে প্রেমের অনুরোধে আমরা স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ইহকাল পরকাল, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ভাল বা মন্দ, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম প্রভৃতি কোন বিষয়ে একটুকুমাত্রও অপেক্ষা করি নাই, সেই প্রেমে এখন এই দুরন্ত বিরহ ঘটিল। এ দুঃখ সহিবার আর কি উপায় আছে?

ব্যবহারিক জগতে দেখা যায়, যাহারা অপেক্ষণীয় পদার্থ উপাধি লইয়া প্রীতি করে, তাহাদের সেই প্রীতিটী স্বাভাবিক হইতে পারে না, কেবল প্রীতির অভিনয়ই করা হয়। স্বাভাবিক প্রীতির রীতিও তোমাকে বলিতেছি—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং,
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুণেন গুরুতাং দোষেণ ক্ষয়িতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া॥

যে প্রেমে স্তব করিলে তটস্থতা প্রকটিতা করিয়া চিত্তের বেদনা ধারণ করে, নিন্দাও পরিহাসরস পোষণ করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করে, যে প্রেম গুণদর্শনে গুরুত্ব প্রাপ্ত হয় না, অথবা দোষদর্শনে ক্ষয় লাভ করে না, কোন অনির্ব্বচনীয় স্বারসিকপ্রেমের এই প্রকারটী প্রকাশ পাইয়া থাকে। তোমার প্রভুর সহিত আমাদের প্রেমের স্বরূপটী এই প্রকারই ছিল। আজ সেই প্রেমে এই দুরন্ত বিরহদর্শনে মনে হয়, যেন কৈতবময় প্রীতির অভিনয়ই করা হইয়াছে। ব্যবহারিক জগতে স্বার্থ-উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা বন্ধুজনোচিত ভাব প্রকাশ করে, সেটী কিন্তু যথার্থতঃ বন্ধুতা নয়, কিন্তু যতটা পর্য্যন্ত প্রয়োজন ততটা পর্য্যন্ত প্রীতির অভিনয় মাত্র। তাহাই ব্রজরামাগণ সুনীতি-অবলম্বনে বহুল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকৈতব প্রীতির রীতি বলিতে লাগিলেন।

বট্‌পদ ভ্রমরসকল সুমনঃ কুসুমেতে যতক্ষণ মধু পায় ততক্ষণই কুসুমকে আদর করিয়া থাকে, কিন্তু মধু ফুরাইয়া গেলে আর সেই কুসুমের প্রতি ফিরিয়াও তাকায় না। তাহাতে কুসুমের কোনই দোষ নাই, কিন্তু ভ্রমর নিজ চাপল্য-দোষে কুসুমের প্রতি যেমন অনাদর করিয়া থাকে, তেমনি শোভনচিত্তা রমণীগণের প্রতি লম্পট কামুক পুরুষগণ প্রীতির অভিনয় করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সফল হইবার পর চাপল্যদোষে সেই রমণীগণের প্রতি অনাদর করিয়া থাকে। হে মন্ত্রিপ্রবর! স্ত্রীপুরুষের মিথুনসম্বন্ধটীও যদি কোথাও ধর্ম্মপ্রাধান্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে মিথুন-সম্বন্ধ স্থির হওয়ার সম্ভব আছে, কিন্তু যে স্থানে কামপ্রাধান্যে মিথুনসম্বন্ধ, সে স্থানে সেই সম্বন্ধটী কুসুম ও ভ্রমরের মত অস্থিরতাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গণিকা বেশ্যাগণ ধনীযুবকগণের প্রতি ততদিন পর্য্যন্ত প্রীতির অভিনয় করে, যতদিন পর্য্যন্ত সেই ধনী যুবকের ধন থাকে; ধন ফুরাইয়া গেলে বেশ্যা আর সেই যুবকের প্রতি ফিরিয়াও চায় না; কারণ ঐ বেশ্যা ধনী যুবকের নিকটে ধনপ্রাপ্তি স্বার্থ লইয়াই প্রীতির অভিনয় করিয়াছিল। সুতরাং ধনের অভাবে আর তাহাকে প্রীতি করিবে কেন? প্রজাগণ যেমন ততদিন পর্য্যন্তই রাজার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত সেই রাজা প্রজাপালনে সমর্থ থাকে। যখন ঐ রাজা প্রজাপালনে সামর্থ্যশূন্য হইয়া পড়ে, তখন আর প্রজাগণ রাজার প্রতি প্রীতি করে না। কারণ পালনরূপ স্বার্থ উপাধি লইয়া প্রজাগণ রাজাকে প্রীতি করিয়াছিল, সুতরাং সেই স্বার্থসিদ্ধির অভাবে আর প্রীতি করিবে কেন? বিদ্যার্থী ছাত্রগণ ততদিন পর্য্যন্ত অধ্যাপককে প্রীতি করে, যতদিন পর্য্যন্ত নিজের বিদ্যাধ্যয়ন কার্য্য পরিসমাপ্ত না হয়। অধ্যয়ন শেষ হইয়া গেলে আর অধ্যাপকের কোনই অনুসন্ধান লয় না, কারণ বিদ্যাধ্যয়নরূপ স্বার্থ উপাধি লইয়াই ছাত্রগণ অধ্যাপককে প্রীতি করিয়াছিল, সুতরাং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেলে আর প্রীতি করিবেই বা কেন? আরও দেখুন যতক্ষণ পর্য্যন্ত যজমান দক্ষিণা দান না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই পুরোহিতগণ যজমানের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকে, দক্ষিণাটী দেওয়া হইলে আর তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া "তবে এখন আসি" বলিয়া বিদায় লয়। সেস্থানেও পুরোহিতগণের প্রীতির কারণ দক্ষিণালাভ; সুতরাং দক্ষিণা পাইলে আর প্রীতি করিবার প্রয়োজন থাকে না। পাখীকুল ততক্ষণই বৃক্ষের প্রতি আদর ভাব প্রকাশ করে; যতক্ষণ সেই বৃক্ষটী ফলবান্ থাকে, কিন্তু কিন্তু ফল ফুরাইয়া গেলে একটী পাখীও বৃক্ষের অপেক্ষা করে না। সে স্থানেও ফলপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য লইয়াই পাখীকুল বৃক্ষকে প্রীতি করিয়াছিল। ফল ফুরাইয়া গেলে আর প্রীতি করিবে কেন? হে মন্ত্রিপ্রবর! আরও দেখুন— অতিথিগণ ততক্ষণই গৃহের প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যনিষ্পত্তি না হয়। ভোজন হইয়া গেলে গৃহে আগুন লাগিলেও ফিরিয়া তাকায় না। সেস্থানেও ভোজন রূপ স্বার্থ উপাধি লইয়াই গৃহের প্রতি অতিথি আদর প্রদর্শন করিয়াছিল, সুতরাং ভোজন নিষ্পত্তি হইয়া গেলে আর গৃহের প্রতি আদর প্রদর্শন করিবে কেন? মৃগগণ ততক্ষণ পর্য্যন্তই অরণ্যের প্রতি আদর করিয়া থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অরণ্যটী আগুনে পুড়িয়া না যায়। আগুণে পুড়িয়া গেলে আর মৃগগণ সেই অরণ্যের প্রতি আদর পোষণ করে না। সে স্থানেও অরণ্যে বাস রূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বার্থ উপাধি লইয়াই মৃগগণ অরণ্যকে আদর করিত, বাসরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির অভাবে আর বনের প্রতি আদর করিবে কেন? জার লম্পটপুরুষগণ অনুরক্তা রমণীকেও উপভোগ করিয়া পরে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এস্থানে স্ত্রীপদের বিশেষণরূপে "রক্তা" পদ এবং পুরুষের বিশেষণরূপে "জার" পদটী উল্লেখ করিয়া ইহাই দেখান হইতেছে যে, আমরা তোমার প্রভুতে আজন্মকাল গাঢ় অনুরাগই বহন করিয়া আসিতেছি, তোমার প্রভু কিন্তু আমাদিগকে উপভোগ করিয়া পরিত্যাগ করায় ঠিক যেন জারের মতই হইয়াছে। সে কেন আমাদের প্রতি এরূপ হইল এবং স্বার্থবুদ্ধিশূন্য এই প্রেমে বিরহই বা হইল কেন? তবে বুঝিতাম যদি সে আমাদের নিকটে কিছু পাইবার আশায় প্রেম করিয়াছিল, কিন্তু সেই বস্তুটী পাইল না বলিয়া প্রেম ভাঙ্গিয়া গেল। যে প্রেমে সেরূপ কোন স্বার্থ উদ্দেশ্য নাই, সেইরূপ প্রেমে এই দুরন্ত বিরহ রসিকজনমাত্রের মানসেই গুরুতর পীড়া প্রদান করিতেছে ও করিবে। শ্রীলব্রজরামাগণ আবেশভরে আরও কহিলেন—"আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে রহিলে কেন?" শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীলব্রজদেবীগণের আবেশভরা-বুকের আর্ত্তিমাখা প্রশ্নটী শ্রবণ করিয়া একেবারে নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন। তাহা নাই বা হইবেন কেন? এই জাতীয় প্রেমের ভাষা তো কখনও শুনেন নাই! অথবা এই জাতীয় কৃষ্ণপ্রেমের সংবাদ কোনও শাস্ত্রে পাইতে পারেন নাই। যে গোপীপ্রেমের মহিমা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেই বলিলেন "শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্" অর্থাৎ নিখিল শ্রুতিগণ যে ব্রজগোপীগণের অনুরাগপদ্ধতি অন্বেষণ করে বটে, কিন্তু নিশ্চয় করিতে পারে না। তাই শ্রীউদ্ধব উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বাক্ ও বিস্মিত হইলেন। তখন শ্রীলব্রজরামাগণ মনে ভাবিলেন—অরসিকের নিকটে রসের কথার প্রসঙ্গ করিয়া কি লাভ হইবে, বরঞ্চ মনোবেদনাই পাইতে হইবে। এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাদের হৃদয়, বাক্য ও দেহবৃত্তিসকল একমাত্র শ্রীগোবিন্দেতেই ডুবিয়া গেল। বাহিরের ভালমন্দ কিছুরই অনুসন্ধান করিবার সামর্থ্য থাকিল না। হায় হায়! স্থাবরজঙ্গম, পুরুষ যোষিৎ প্রভৃতি সকলেরই চিত্তাকর্ষক বলিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত, তাঁহারই দূত উদ্ধবকে দর্শন করিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার বিরহে এতই কাতরা হইয়া পড়িলেন যে—ব্যাকুলা হইয়া সেই অপরিচিত উদ্ধবের সমক্ষেই কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া নিজেদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে রহস্যময়ী লীলা হইয়াছিল, তাহাও গান করিতে লাগিলেন। সেই কথা শ্রবণ করিয়া কোন্ রসিকজনের মর্ম্মস্থান প্রপীড়িত করিয়া না তোলে? শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরবয়োচিত নিজ ভাবানুকূল গান করিতে করিতে তাঁহার বাল্যলীলাও গান করিতে লাগিলেন, কারণ শ্রীলব্রজরামাগণের বাল্যাবধিই শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ। কেবল যে গানই করিতেছিলেন তাহাই নয়, অবশেষে বিরহে ব্যাকুলা হইয়া হা কৃষ্ণ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা আর্ত্তিনাশন! একবার আসিয়া তোমার ব্রজের দশা দেখিয়া যাও। বিশেষতঃ যাহারা শৈশবাবধি তোমাকে ছাড়া অন্য কিছুই জানে না, তোমার সেই ব্রজাঙ্গনাগণ আজ শোকসাগরে ডুবিয়া যাইতেছে, একবার ব্রজে আগমন করিয়া নিজ চরণতরি দানে তাহাদিগকে উদ্ধার কর।" এইরূপ কতই বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটুকুও ভাবিলেন না "আমাদের এই প্রকার ব্যবহারে যদুপুরী হইতে সমাগত অপরিচিত উদ্ধব আমাদিগকে কি মনে করিবে?" শ্রীমান্ উদ্ধব কিন্তু শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের সেই প্রকার আকুলতা মাখা আবেশ দেখিয়া ও আর্ত্তিমাখাবাণী শুনিয়া নিজকে অতিশয় ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমং।
প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥৯॥

কোনও একটী ব্রজাঙ্গনা অর্থাৎ শ্রীরাধা মথুরাস্থিত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কোনও মাথুর-নায়িকার সহিত সঙ্গম ধ্যান করিতে করিতে সহসা সেইদিক হইতে পীতবর্ণ পরাগে রঞ্জিতশ্মশ্রু একটী মধুকরকে দর্শন করিয়া নিজ মান প্রসাদনের জন্য প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত দূত কল্পনা করিয়া সেই মধুকরটীকে মানভঙ্গীতে দশাঙ্গ-চিত্রজল্পময়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। এইস্থানে অনেক বিচার ও বুঝিবার বিষয় আছে বলিয়া কিছু বিবৃতি করা যাইতেছে।

যে মহাভাব শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের অসাধারণ লক্ষণ, যেমন গলদেশের মাংসদোলা দ্বারাই গো পরিচয় করিয়া লওয়া হয়, তেমনি মহাভাব দ্বারাই গোপীগণ পরিচিত হইয়া থাকেন। গলদেশের মাংসদোলাটী যেমন গোজাতি ভিন্ন অন্য কোনও পশুতে নাই, তেমনি মহাভাবটীও একমাত্র শ্রীব্রজাঙ্গনা ভিন্ন অন্য কোনও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীতে নাই। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্যই মহাভাবের নিখিল চেষ্টা। সেই মহাভাবের লক্ষণ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি নামক রসগ্রন্থে শ্রীপাদরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয় বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

যাবদাশ্রয়বৃত্তি অনুরাগ যদি স্বসংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা হইলে রসিক পণ্ডিতগণ তাহাকে মহাভাব বলেন। অনুরাগের আশ্রয় রাগ। সেই রাগটী যতটা পরিমাণে উদয় হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে, ততটা পরিমাণে উদয় হইলে তাহার নাম অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তি। রাগের লক্ষণে প্রকাশ করিয়াছেন—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

প্রণয়ের সে উৎকর্ষাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় অতিশয় দুঃখও চিত্তে সুখধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, আবার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অসম্ভাবনায় অতিশয় সুখও দুঃখধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়, রসিক পণ্ডিতগণ তাহাকেই "রাগ" সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। সেই দুঃখেরও পরাকাষ্ঠা মর্য্যাদাপ্রাপ্ত-সুপ্রতিষ্ঠিত-কুলকন্যাগণের ও কুলবধূগণের লজ্জাত্যাগ ও পাতিব্রত্যধ্বংস। সুপ্রতিষ্ঠিত কুলকন্যা ও কুলবধূগণের পক্ষে লজ্জাত্যাগ এবং পাতিব্রত্যধ্বংস যত দুঃখদায়ী, অগ্নিতে বিষপানে দেহত্যাগও তেমন দুঃখদায়ী হয় না। যদি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ সেই লজ্জাত্যাগকারী এবং পাতিব্রত্যধ্বংশকারী হয়, তথাপি শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় আকুল আকাঙ্ক্ষার আবেগে সেই লজ্জাত্যাগ ও পাতিব্রত্যধ্বংশ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপক বলিয়া অর্থাৎ "এই লজ্জাত্যাগ ও পাতিব্রত্যধর্ম্মত্যাগ করিলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারিব" এইরূপে আকুল পিপাসার আবেগে প্রীতির যে অবস্থায় পরমসুখে সেই লজ্জাত্যাগ ও পাতিব্রত্যধ্বংশকেও স্বীকার করায়, সেই স্থানেই রাগের ইয়ত্তার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই রাগের উপরে উদিত অনুরাগই স্বসংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব সংজ্ঞা লাভ করে। এস্থানে স্বসংবেদ্য শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীজন বিশেষ শ্রীব্রজদেবীগণেরই একমাত্র গোচর হইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণী প্রভৃতিরও এই মহাভাবটী সর্ব্বথা অগোচর। এমন কি—কখনও তাঁহাদিগেতে এই মহাভাবের সম্ভাবনাও করা যাইতে পারে না। "স্বসংবেদ্য" শব্দের এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দেখা যায়—কোনও একদিন কুরুকুলের অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষক দ্রোণাচার্য্য মহাশয় কুরুবালকগণের অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষায় পারদর্শিতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—বালকগণ! ঐ বৃক্ষশাখাস্থিত পাখীটির দক্ষিণ চক্ষুতে বাণ বিদ্ধ করিতে তোমাদের মধ্যে কে সমর্থ? তাহাতে সকলেই নিজ ক্ষমতা জ্ঞাপন করিতে বলিলেন—"আমি পারিব"। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কিন্তু কেহই পারিলেন না। তখন দ্রোণাচার্য্য তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন। অর্জ্জুন কিন্তু গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলেন ও কৃতকার্য্য হইলেন। তখন শ্রীল দ্রোণাচার্য্য মহাশয় অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! কি প্রকারে তুমি সকলের অসাধ্য এই লক্ষ্যভেদ অবাধে সাধন করিলে? তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন—গুরুদেব! আমি লক্ষ্যস্থির করিতে করিতে যখন বৃক্ষসমূহের মধ্যে ঐ বৃক্ষটি মাত্র দেখিলাম তখনও ঐ বৃক্ষের অনেক শাখার মধ্যে যে শাখায় মাত্র পাখীটি বসিয়া আছে, সেই শাখাটি লক্ষ্য স্থির হইল, তখনও আমি শরক্ষেপ করি নাই। তারপর লক্ষ্য স্থির করিতে করিতে কেবল মাত্র পাখীটীই আমার লক্ষ্য হইল তখনও আমি শরক্ষেপ করিলাম না। তারপর ঐ পাখীটীকে লক্ষ্য স্থির করিতে করিতে যখন অন্য কিছুই আমার দৃষ্টিপথে না আসিয়া শুধুমাত্র ঐ পাখীটীর দক্ষিণ চক্ষুই লক্ষ্য স্থির হইল, তখন আমি শরনিক্ষেপ করিলাম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই প্রকার সঙ্কেত ও একাগ্রতায়ই আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। সেইরূপ এই মহাভাব অন্য কোনও দিকে অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়চরিতার্থ-স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের দিকেই দৃষ্টি রাখে। এই মহাভাবের রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে ২টী অবস্থা আছে। তন্মধ্যে নিখিল গোপীযূথে রূঢ় মহাভাবের সত্বা আছে। অধিরূঢ় ভাবটী একমাত্র শ্রীরাধিকার যূথেই বিদ্যমান আছে। সেই অধিরূঢ় মহাভাবের মোদন ও মাদন নামে ২টী ভেদ। তন্মধ্যে মোদনাখ্য মহাভাবের সাত্ত্বিক বিচার উদ্দীপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই সাত্ত্বিক বিকার শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যেই সমান ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক বিকারের শ্রীরসামৃতসিন্ধুতে ৫টী অবস্থা দেখা যায়—(১) ধূমায়িত, (২) জ্বলিত, (৩) দীপ্ত, (৪) উদ্দীপ্ত, (৫) ও সুদ্দীপ্ত। পুলকের মধ্যে কোনও একটা সাত্ত্বিক যথা-কথঞ্চিৎ রূপে উদিত হইলে তাহাকে ধূমায়িত বলা হয়। একটা বা ২টি সাত্ত্বিকের পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইলে তাহাকে জ্বলিত বলা হয়। যেস্থানে এক-সঙ্গে দুইটী বা ৩টী সাত্ত্বিকের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম দীপ্ত। আর যে স্থানে ৪টী বা ৫টি সাত্ত্বিক একসঙ্গে প্রচুরতর ভাবে প্রকাশ পায় তাহার নাম উদ্দীপ্ত। যে অবস্থায় একসঙ্গে ৬/৭টি অথবা ৮টি সাত্ত্বিক প্রকাশ পায় তাহাকে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলিয়া রসিকগণ বর্ণন করেন। সেই মোদনাখ্য মহাভাবই সুদীর্ঘ বিরহাবস্থায় মোহন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই মোহ-নাখ্য-মহাভাবে সাত্ত্বিক-বিকারসকল সুদ্দীপ্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মোহনাখ্য মহাভাবের ৬টি অনুভাব শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিগ্রন্থে উল্লেখ করা আছে। সেই ৬টি অনু-ভাবের মধ্যে দিব্যোন্মাদ নামে যে ষষ্ঠ অনুভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার লক্ষণও সেই স্থানে এইরূপ উল্লেখ করা আছে—

> এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
> ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥
> উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥

কোনও এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থাপ্রাপ্ত এই মোহনাখ্য-মহাভাবের কোনও এক অদ্ভুত ভ্রমাভা বিচিত্র অবস্থাকে পণ্ডিতগণ দিব্যোন্মাদ বলেন। অর্থাৎ যে অবস্থায় এক দেখিতে অন্য দেখেন, এক বলিতে অন্য বলেন, এক করিতে অন্য করেন, এক ভাবিতে অন্য ভাবেন। শ্রীচৈতন্য চরিতা-মৃতের মধ্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামি-চরণ এই দিব্যোন্মাদ অবস্থাটি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুতে সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

> শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
> কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
> শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধবদর্শনে।
> সেই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
> নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
> ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ॥
> রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
> ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
> গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রালব।
> ভিতে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
> তিন দ্বারে কবাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
> কভু সিংহ দ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥
> চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
> ধাইয়া চলেন আর্ত্ত করিয়া ক্রন্দনে॥
> উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
> তাহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদের অবস্থাসকল বিশেষ অনুসন্ধান করিলে শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথ-ঞ্চিৎ পরিচয় করিতে পারা যায়। সেই দিব্যোন্মাদের উদ্ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প প্রভৃতি বহুল অবস্থা আছে। তন্মধ্যে নানাপ্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্যময় চেষ্টাকেই উদ্ঘূর্ণা বলা হয়। সেই উদ্ঘূর্ণার পরিচয় শ্রীললিতমাধবের ২য় অঙ্কে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী সুচারুরূপে দিয়াছেন। মূলকথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে না বসিলে দিব্যোন্মাদের চেষ্টা কেহই কিছু মাত্র বুঝিতে সমর্থ হইতে পারে না। শ্রীপাদ শুকগোস্বামী শ্রীরাসলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীল ব্রজদেবীগণের রূঢ়মহাভাব পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।"

এই অর্দ্ধশ্লোকে শ্রীরাধিকার মাদনাখ্যমহাভাবের মাত্র দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন। এইদিব্যোন্মাদপ্রসঙ্গে অধিরূঢ়-মহাভাবের মোদন ও মাদন নামে যে দুইটী অবস্থার ভেদ উল্লেখ করা আছে, তন্মধ্যে মোদনাখ্য-মহাভাবই যে বিশেষ বিরহাবস্থায় মোহন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, এবং ঐ মোহন অবস্থার সাত্ত্বিক বিকার সুদীপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত—শ্রীউদ্ধব শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজপুরের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় উদ্ধব কহিলেন, হে প্রভো! তোমার প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকার যে অবস্থা দেখিয়া আসিলাম, তাহা কোনও শাস্ত্রে বা কোনও ভক্তে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখার কথা দূরে থাকুক্ কোন ভক্তের এইরূপ অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া শোনাও যায় না। তাঁহার অঙ্গে অত্যধিক কম্প-সাত্ত্বিকের উদ্‌গম হওয়ায় দন্তসকল বাদ্য করিতেছিল, বাক্যগুলি কণ্ঠমধ্যে লুণ্ঠিত হইতেছে, নেত্রযুগল হইতে বিগলিত অশ্রুধারায় গোকুলমণ্ডলকে যেন নদীমাতৃকদেশ,-তুল্য করিয়া তুলিয়াছে, অঙ্গ লক-সাত্ত্বিকের উদ্‌গমে কণ্টকিত হওয়ায় কণ্টকীফলকে (কাঁঠাল) ও ধিক্কার করি-তেছে। এসমুদয় বরং সম্ভবে, কিন্তু একটী বড় আশ্চর্য্য দেখিলাম, তোমার প্রতি সুগাঢ় অনুরাগরাশিতে তিনি শ্বেতাঙ্গী হইয়াছেন। এখানে বিচিত্র এই যে, যে অনুরাগ রক্তবর্ণ, তাহার দ্বারা গৌরাঙ্গীকে শ্বেতাঙ্গী করা সর্ব্বথা অসম্ভব হইলেও তোমার বিরহে সেই অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। এই মোহনাখ্যমহাভাবে ৬টী অনুভাব অর্থাৎ কার্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। (১) কান্তালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, (২) নিজে অসহ্যদুঃখস্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সুখকামনা, (৩) ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিতা, (৪) পক্ষিপ্রভৃতির রোদন, (৫) মৃত্যু স্বীকার করতঃ নিজ শরীরস্থ ভূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্তির আকাঙ্খা, (৬) দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি অনুভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই মোহনাখ্য মহাভাব শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীতেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেইসকল অনুভাবের মধ্যে কান্তালিঙ্গিত শ্রীহরিকে মূর্চ্ছিত করার দৃষ্টান্ত পদ্যাবলী-গ্রন্থে উল্লিখিত আছেন। দ্বারকা হইতে কোনও এক সন্ন্যাসিনী শ্রীবৃন্দাবনে ললিতাদিসখীর সভামধ্যে আগমন করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করতঃ কহিলেন, যাঁহার রত্নস্থলীতে জলনিধি কর্ব্বুরিত হইয়াছে এমত দ্বারকার মন্দিরে রজনীযোগে রুক্মিনী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত হওয়ায়, তাঁহার অঙ্গে পুলকোদ্‌গম হইতেছিল, এমত সময়ে যমুনাতীরস্থ কুঞ্জকুটীরের শ্রীরাধার লীলাবিলাসের কিছুমাত্র স্মরণ করিতেই শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্চ্ছা ঘটিয়াছিল, সেই মূর্চ্ছা বিশ্বকে রক্ষা করুন।

অসহ্যদুঃখ স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসুখকামনার দৃষ্টান্ত যথা—ব্রজ হইতে শ্রীমান্ উদ্ধবমহাশয় যখন মথুরায় গমন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শ্রীউদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে শ্রীরাধে! তোমার প্রিয়তমকে কি সন্দেশ উপহার দিব?" তাহাই শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন—"হে উদ্ধব! যদিও শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে আগমন করিলে আমাদের নিখিল ব্রজবাসীরই পরম আনন্দ হইবে বটে, তথাপি সে ব্রজে আসিলে যদি কিছুমাত্রও কর্ত্তব্যতার ক্ষতি বোধ করে, তাহা হইলে যেন কখনও সে আসে না। যদ্যপি সে মথুরানগরী হইতে ব্রজে না আসিলে আমাদের গুরুতর বেদনাই হইতেছে ও হইবে, তাহা হইলেও যদি সেই মথুরায় বাস করিয়া হৃদয়ে সুখের উদয় হয়, তাহা হইলে সে মথুরাতে-ই বাস করুক; কারণ আমরা গুরুতর দুঃখ স্বীকার করিয়াও তাঁহারই সুখ কামনা করি।

ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিতার দৃষ্টান্ত যথা—

প্রোষিতভর্ত্তৃকা শ্রীরাধিকার অবস্থা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে মিলিত কোনও ব্যক্তি শ্রীরাধার ভাব-মহিমাজগতের উপদ্রব নিবেদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে নাথ! যখন শ্রীরাধার তোমার বিরহজন্য মোহভাবের উদ্রেক হইয়াছিল, তখন প্রাকৃত অপ্রাকৃত লোকসমূহের ক্ষোভ উপস্থিত করাইয়াছিল। হে নাথ! শ্রীরাধার প্রেম-নিঃশ্বাসধূম চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলে ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে যে কি এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। যাহা দর্শনে মানবসকল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, ফণিকুল ব্যাকুল হইল, দেববৃন্দ শরীরে ঘর্ম্ম বহন করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লাগিল, এবং বৈকুণ্ঠস্থিতা লক্ষ্মী প্রভৃতিরও অশ্রুমোচন হইয়াছিল, এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর বাহির সকলেই পূর্ণ আনন্দে বাস করিয়াও অতিশয় পীড়িত হইয়াছিল।

তির্য্যক্ জাতির রোদন বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা—নান্দীমুখী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীরাধার চেষ্টিত দেবী পৌর্ণমাসীকে নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পীত বসন দ্বারা গাত্রাবরণ করতঃ কালিন্দীকূলস্থ কুঞ্জকুটীরে একটী মনোহর লতা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গদ্‌গদ-উচ্চৈঃস্বরে এরূপ গান করিয়াছিলেন, যাহা শ্রবণ করিয়া যমুনা-জলমধ্যচারী মৎস্য মকর প্রভৃতি জলজন্তুগণও আর্ত্তিমাখা ক্রন্দন করিয়াছিল।

মৃত্যুস্বীকার পূর্ব্বক নিজদেহস্থ ভূতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-তৃষ্ণা যথা—

শ্রীরাধা ললিতাকে কহিলেন, হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ যদি না আগমন করেন তবে নিশ্চয় আমি তাঁহাকে পাইব না, এবং তিনিও আমাকে পাইবেন না, অতএব অতিকষ্টে এ তনু রক্ষা করার কোনও প্রয়োজন নাই, আমি এ দেহ পরিত্যাগ করিলে তুমিও আর যত্ন করিয়া এদেহ রক্ষা করিও না; ইহা পঞ্চত্ব লাভ করিয়া স্পষ্টরূপে আকাশাদি স্ব স্ব ভূতে গিয়া প্রবিষ্ট হউক, আমি মস্তক দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক বিধাতাকে এই একটী বর প্রার্থনা করিতেছি যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহারদীর্ঘিকাতে এই দেহের জল, তাঁহার দর্পণে ইহার অনল, তাঁহার প্রাঙ্গন-আকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার গমনাগমন-পথে এই দেহের পৃথিবীর অংশ, এবং তদীয় তালবৃন্তে এই দেহের বায়ু প্রবেশ করে।

দিব্যোন্মাদলক্ষণ শ্লোক ব্যাখ্যা প্রারম্ভেই করা হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে আর পৃথক উল্লেখ করিলাম না। শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় যখন শ্রীরাধিকার চরণ সরোজ সমীপে মিলিত হয়েন, তাহার পূর্ব্বে নিজপ্রাণ হইতেও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহদাবানলে দহ্যমানা শ্রীরাধা সখীগণের নিকটে যে সন্তাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কিছু আভাস ললিতমাধব হইতে প্রকাশ করা যাইতেছে।

উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশল্যাদপি।
তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকা-নিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্ম্মমায়ং বলী
মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতে র্বিশ্লেষজন্মা জরঃ॥

হে সখি! পুটপাক হইতেও উত্তাপী, কালকূটবিষ হইতেও মোহকারী, বজ্র হইতেও দুঃসহ, হৃদয়ে লগ্ন শল্য হইতেও অতিকটু, এবং গুরুতর বিসূচিকা রোগবিশেষ হইতেও অতিতীব্র এই গোকুলপতির বিরহজনিত সন্তাপ বলপূর্ব্বক আমার মর্ম্মস্থান চুরমার করিয়া দিতেছে। এই বিরহসন্তাপ সহিবার আর ক্ষমতা নাই—এই বলিতে বলিতে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়াছিলেন। এই সময়ে সহসা একটী কাককে দর্শন করিয়া তাহাকে অত্যন্ত প্রশংসার সহিত বলিয়াছিলেন—

ভ্রাতর্ব্বায়সমণ্ডলীমুকুট হে! নিষ্ক্রম্য গোষ্ঠাদিতঃ
সন্দেশং বদ বন্দনোত্তরমমুং বৃন্দাটবীন্দ্রায় মে।
দগ্ধুং প্রাণপশুং শিখী বিরহভূরিদ্ধে মদঙ্গালয়ে
সান্দ্রং নাগরচন্দ্রভিস্বিরভসাদাশার্গলাবন্ধনম্॥

হে ভ্রাতঃ! কাকমণ্ডলীমুকুট! তুমি গোষ্ঠ হইতে সত্বর নির্গত হইয়া প্রথমতঃ প্রণাম করতঃ আমার বৃন্দাবনপুরন্দরকে এই সন্দেশ বল—তাঁহার বিরহাগ্নি আমার-দেহরূপ-কাষ্ঠ-গৃহে অবস্থিত প্রাণপশুকে দগ্ধ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইক্ষণ শীঘ্র হে নাগরচন্দ্র! তুমি ব্রজে আসিবে বলিয়া যে আশা রূপ অর্গলে তাহার নির্গমের অর্থাৎ প্রাণ রূপ পশুর বাহির হইবার পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে, তাহা খুলিয়া দাও।

এই প্রকার বিবিধ হরিবিরহবৈবশ্যচেষ্টায় অসহ্য বেদনায় যখন কালীয়হ্রদে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সময়ে যমুনার তটে স্বহস্তরোপিতা একটী মল্লীলতাকে আলিঙ্গন করতঃ মানস-অনুলাপে বলিয়াছিলেন, হে মদীয় প্রিয়ে মল্লি! আমি নিজ হস্তে তোমাকে রোপণ ও সিঞ্চন করিয়াছিলাম; মনে বড়ই সাধ ছিল তোমাতে বিকশিত কুসুমাবলীতে নিজ হস্তে মালা গাঁথিয়া অতিদুর্ল্লভদর্শন প্রিয়তমের কণ্ঠে পড়াইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করতঃ নিজ জীবন ধন্য করিব; কিন্তু বিধি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিড়ম্বনায় আমার সে মনোবাসনা মনেই বিলীন রহিল। সম্প্রতি আমি লোকান্তরে গমন করিতেছি, আর তুমি আমার হাতে জলসিঞ্চন পাইবে না, এইক্ষণ আমার সখীগণ-কর্ত্তৃক সিঞ্চিতা হইয়া স্বীয় প্রফুল্লপুষ্পসমূহদ্বারা যখন মালা-রূপে সেই দুর্লভজনের বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিবে, তখন নিজ আরোপণকারিণী আমার কথা মনে করিয়া সুখ প্রদান করিও। তৎপরে নিজের কণ্ঠ হইতে মণিময়হারটী ছিন্ন করিয়া ললিতার করে সমর্পণ করতঃ বলিলেন—অয়ি ললিতে! এই হারটী আমি বড় যত্ন করিয়া যাকে বলিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। মনে বড়ই সাধ ছিল—এই হারটী গলায় পরিয়া দুর্লভদর্শন তোমার প্রিয়তমকে দৃঢ় আলিঙ্গন করতঃ তোমাদিগকে সুখী করিব; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সে সাধ পূরিল না। এই হারটী তোমার হাতে দিয়া গেলাম; যদি কোনও দিন প্রিয়তম এই বৃন্দাবনে শুভাগমন করে, তাহা হইলে এই হারটী গলায় পরিয়া তোমাদেরই নিজজন আমাকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক জীবিত থাক। হে সখি! যেদিন হইতে প্রিয়তম সাধের বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় গমন করিয়াছেন, সেইদিন তাঁহার প্রিয়তম এই সুরঙ্গ নামে কুরঙ্গটী তাঁহার অদর্শনে মণিহারা ফণীর মত চকিত নেত্রের চাহনিতে সকলকে উন্মাদিত করিয়া তুলিতেছে। আমি এই দুরন্ত বিরহে কাতরা হইয়াও তাঁহার প্রিয়বস্তু সুরঙ্গকে সযত্নে প্রতিপালন করিয়া আসি-তেছি, দেখিও যেন ইহার কখনও অযত্ন না হয়। এই প্রকার হরিপ্রিয় সকল বস্তু সখীগণে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্তা হইলে শ্রীললিতা শ্রীরাধিকাকে বলিলেন—হে রাধে! আমরা তো তোমার চিরনিত্যসঙ্গিনী, যখন যেটী করিবার প্রয়োজন তখন আমাদিগকে সেটী আদেশ করিলেই তাহা প্রতিপালন করিব; কিন্তু তুমি যে সকল কথা বলিতেছ ও যেসকল চেষ্টা প্রকাশ করিতেছ, তাহা শুনিয়া ও দেখিয়া আমাদের মনে হয় তুমি হয়তো এই দেহত্যাগের জন্য সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা না হইলে আমাদের প্রতি ভবিষ্যৎ কার্য্যের আদেশ করিবে কেন? তাহার উত্তরে শ্রীরাধিকা বলিলেন—সখীগণ! তোমরা মনে যাহা নিশ্চয় করিয়াছ, তাহা অতি সত্য, আমি আর এই হরিবিরহবেদনা সহ্য করিতে পারিতেছি না, তাই প্রাণত্যাগেরই সঙ্কল্প করিয়াছি। এই অবস্থাটী পদকর্ত্তা শ্রীশশিশেখর অতিসুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন;—

অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ মন্দ বহনা।
হরি বৈমুখ হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা॥
কোকিলগণ কুহু কুহু স্বরে
ঝঙ্কারে অলি কুসুমে।
হরি লালসে তনু তেজব
পাওব আন জনমে॥
সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত
গাওত হরিনামে।
যৈখন শুনি তৈখন উঠি
নব-রাগিণী গানে।
ললিতা কোরে করি বৈঠল
বিশাখা ধরে আটীয়া।
শশিশেখর কহত ধনি
যাওত জীউ ফাটিয়া॥

হে সখি!

শীতল তছু অঙ্গ হেরি পরশরসলালসে
করল কুলধরমগুণ নাশ।
সো যদি তেজল কি কাজ ইহজীবনে
আনহ সখি! গরল করি গ্রাস॥
প্রাণাধিকারে সখি কাহে তোরা রোহসি
মরিলে করবি কাজে।
নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি
রাখবি তনু ইহ বরজ মাঝে॥
হামারি দুহু বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বান্ধবি
শ্যামরূপী তরুতমাল ডালে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ললাট হৃদি বাহুমূলে শ্যামনাম লেখবি
তুলসীদাম দেয়বি গলে ॥
ললিতা লেহ কঙ্কণ বিশাখা লেহ অঙ্গুরী
চিত্রা লেহ নির্ম্মল চুড়ীকে।
বিরহ অনলে রাধে সততহি কাতর
শুনি শেল শশিশেখর চিতে ॥

শ্রীরাধার মুখে এইপ্রকার মর্ম্মন্তুদ বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীললিতা বলিলেন—হে রাধে! তুমি যে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাতে আমরা কোনই আপত্তি করিতাম না, যদি প্রাণত্যাগ করিলে তোমার দুঃখের উপশম হইত। কিন্তু এভাবেতে প্রাণত্যাগ করিলে কোনও প্রকারেই দুঃখ উপশম হইবে না। কারণ তুমি জান "মরণে যা মতিঃ সৈব গতিঃ"। তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া দেহত্যাগ করিলে তোমার শ্রীকৃষ্ণে বলবৎপ্রেম তো নিবৃত্তি হইবে না! দেহান্তরেও তোমাকে এইপ্রকার "হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া জীবন কাটাইতে হইবে। তবে যদি কৃষ্ণ ভুলিয়া মরিতে পার, তাহা হইলেই তুমি শান্তি ও সুখ লাভ করিতে পারিবে। অথচ তোমার পক্ষে অন্য কোনও উপায়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভোলাও অসম্ভব। তুমি কৃষ্ণময়ী, তোমার অন্তর বাহির শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিময় হইয়া আছে। তবে আমি দেবী পৌর্ণমাসী ও নান্দীমুখীর নিকটে শুনিয়াছি—নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপসনায় নাকি হৃদয় সর্ব্বথা প্রীতিশূন্য হইয়া থাকে; তাই তুমি ব্রহ্মধারণায় মনের আবেশ ঘটাইতে পারিলে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু সেই ব্রহ্মধারণার প্রণালী আমি জানি না, বিশাখা এ বিষয়ে অতি সুচতুরা। তখন বিশাখা ব্রহ্মধারণার উপযোগী প্রক্রিয়া শিখাইতে লাগিলেন, এবং শ্রীরাধিকাকে আসনে বসাইয়া ধ্যানের প্রকার উপদেশ করিতে লাগিলেন। বিশাখা যতই নিরঞ্জন চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপের ধ্যানের উপদেশ করিতে লাগিলেন, শ্রীরাধার অঙ্গ ততই পুলকে পূরিল, এবং দু'টী নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হইল, অঙ্গেতে কম্পাদি বিবিধ সাত্ত্বিকবিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন বিশাখা কহিলেন, হে রাধে! তোমার অঙ্গে একি সাত্ত্বিক বিকার দেখিতেছি? কোথায় ব্রহ্মধারণায় হৃদয় প্রীতিশূন্য হইবে। এ যে তাহার বিপরীত সাত্ত্বিকবিকারে সমস্ত শরীর ব্যাপিল! তখন শ্রীরাধা গদ্‌গদ্‌স্বরে আকুলভাবে বলিলেন, "হে বিশাখে তুমি যতই নিরাকারস্বরূপের ধ্যানের উপদেশ করিতেছ, আমার হৃদয়ে ততই নীরদাকার চিরসুন্দর, চিরমধুর রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণই অধিকতরভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। আমার যে দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের প্রতি অণু পরমাণু সেই শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তিময় হইয়াছে। আমি যতই ভুলিতে চাই, ততই যে অধিকতরভাবে আমার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনমে তাঁহারই স্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠিতেছে। সখি! আমার আর শ্যাম ভোলা হইল না।"

"যারে চাই পাশরিতে
সে জন শুয়ে আছে চিতে"
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

সখি হে! সে লম্পট্‌ শঠের গুণডোরে আমার দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ভালবাসার কি এত জ্বালা! এই সময়ে সহসা শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিই সাক্ষাৎকারের মত প্রকাশ পাইতে লাগিল। কতক্ষণ পরেই আবার দুরন্ত বিরহ হৃদয়কে আক্রমণ করিল। তখন মনে মনে মনে "ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমম্" ভাবিতে লাগিলেন—

আয়াতি চ মম নিকটং যাতি চ নিহ্নুত্য মাথুরং নগরম্।
তস্মাৎ কাশ্চন রামা রময়তি রমণঃ স তত্রাপি ॥

সেই রমণ অন্যের অলক্ষিত ভাবে আমার নিকটে আসে আবার গুপ্তভাবে মথুরা-নগরে চলিয়া যায়—তাহাতেই আমার মনে হয়, সেই রমণীলম্পট ক্ষণকালও রমণীসঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, নিশ্চয়ই সেই মথুরা নগরেও তাঁহার অনেক নায়িকা আছে। তাহা না হইলে গুপ্তভাবে আমার নিকটে আসিয়া আবার মথুরায় চলিয়া যায় কেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সহসা কমলের পীত পরাগরাশিতে পীতিমা শ্মশ্রুযুক্ত একটী মধুকর তাঁহার চরণসরোজ সমীপে আসিয়া মিলিত হইল। তখন সেই মধুকরটীকে এবং তাহার পীতিমা শ্মশ্রু দেখিয়া সেই ভাবনা আরও অত্যন্ত গম্ভীরতা লাভ করিল। তখন সেই মধুকরটীকে নিজ মান প্রসাদনের জন্য নিজ প্রাণকোটি হইতেও প্রিয়তম-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রস্থাপিত দূত কল্পনা করিয়া বক্ষ্যমাণ মানভঙ্গীমাখা দশাঙ্গ চিত্র-জল্পময় বাক্য বলিতে লাগিলেন। তখন মধুকর-দর্শনে শ্রীরাধার এইরূপ বিতর্ক হইতে লাগিল,—"এই মধুকরটী মথুরাপুরীর দিক হইতে আসিয়া গুণ্ গুণ্ রবে মস্তক কাঁপাইতেছে, অতএব এই ভ্রমর নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ লইয়া দূতরূপে আগমন করিয়াছে।" এস্থানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—শ্লোকে তো "শ্রীরাধা" শব্দ উল্লেখ নাই—"কাচিৎ" পদের অর্থে কেমন করিয়া "রাধা" অর্থ বুঝিব? তাহার উত্তর এই যে "কাচিৎ" পদের অর্থ পরম-শ্রেষ্ঠা গোপী; কারণ এটী গোপীপ্রকরণ বলিয়া গোপী-গণের মধ্যেও পরমশ্রেষ্ঠা ও প্রেষ্ঠা শ্রীরাধা। "কাচিৎ" পদের শ্লেষার্থেও "কে প্রেমসুখে আ সমন্তাৎ চিৎ জ্ঞানং যস্যা" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম করিয়া যে অখণ্ড-সুখ তাহা যাঁহার পরিপূর্ণরূপে অনুভব আছে, তিনিই "কাচিৎ"। যদ্যপি এই প্রেমসুখ অনেকেই অনুভব করেন বটে কিন্তু পরিপূর্ণ প্রেমের অভাবে পরিপূর্ণ আস্বাদন হয় না। শ্রীরাধিকাতে মাদনাখ্য-মহাভাব আছে এইজন্য পরিপূর্ণ প্রেমসুখ অনুভব হয় বলিয়া শ্রীরাধিকারই একটী নাম "কাচিৎ"। অথবা "কং সর্ব্বেষাং প্রেমসুখং আচিনোতি ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধয়তি যা সা ইতি।

যিনি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমসুখ ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি করেন তিনি "কাচিৎ"। এইরূপ ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও পরমমুখ্যা শ্রীরাধিকাই "কাচিৎ" শব্দের বাচ্য। বাসনা-ভাষ্যেও এই প্রকার অর্থেই "কাচিৎ" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এইস্থানে আরও একটী সংশয় হইতে পারে যে, এই মহাবিরহদুঃখে কেমন করিয়া মানভঙ্গীর উদয় হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"প্রিয়সঙ্গমং ধ্যায়ন্তী" অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি এবং স্বপ্নে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গুপ্ত-ভাবে বারংবার আগমনটীকে সাক্ষাৎকার ভাবিয়া এই মান-উদ্গম হইয়াছে। তবে বুঝিতে হইবে—যে দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা ভ্রমরকেও দূত কল্পনা করিতে পারেন, সেই শ্রীরাধার পক্ষে মথুরাপুরীর কোনও নায়িকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস কল্পনা করা কিছু অসম্ভব নয়।

শ্রীগোপ্যুবাচ—

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালা কুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥

যিনি শ্রীরাধিকার গো অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া শ্রীগোবিন্দনামে বিখ্যাত, সেই শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে লীন হইয়াছে; অর্থাৎ জলের ভিতরে কেহ ডুবিলে যেমন জলভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, তেমনি শ্রীরাধার চিত্ত শ্রীগোবিন্দে এমন ভাবে ডুবিয়া আছে যে, যাহা কিছু দেখিতেছেন তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি উদ্দীপন করাইতেছে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বর্ণিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

তাই যিনি মধুকরকে দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত দূত কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-উদ্ভাসিত-বাণীর তাৎপর্য্য বুঝিতে কোন্‌জন সমর্থ হইতে পারে? তবে যাহার প্রতি তাঁহার কৃপা হয়, সেই জনই তাঁহার বাণীর মর্ম্মার্থ বুঝিতে সমর্থ হইতে পারে। এস্থানে একটী সংশয় হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তাবহ উদ্ধবকে দর্শন করিয়া মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী মহাভাবরূপ অমৃতসিন্ধুতরঙ্গ-স্থানীয় গূঢ়-অসূয়া গর্ব্ব, ঈর্ষা, অনাদর, উপহাস প্রভৃতি সঞ্চারিভাব-সংযোগে অনির্ব্বচনীয় মাধুরীময় শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদস্বরূপ চিত্রজল্প কোন ভাগ্যবানেরই বোধগোচর হইতে পারে। এই ভাগ্যবান বলিতে বুঝিতে হইবে শ্রীরাধিকার মদনাখ্য-মহাভাব অমৃত সিন্ধুতে নিমগ্ন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যসঙ্কীর্ত্তনরসতরঙ্গে যিনি করচরণাদি আস্ফালন করিতে-ছেন, তাহারই চরণসন্নিধানে কেহ উপবেশন করিলে উক্ত মহাভাবের কিছু কণাস্পর্শ সম্ভাবনা করা যাইতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি সাগরে নিমজ্জিত হইয়া হাত পা ছুড়িলে সেই তীরস্থিত ব্যক্তির গায়ে সাগরের জলকণার ছিটা লাগিতে পারে, তেমনি শ্রীগৌরসুন্দরের চরণকমলে যেজন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মনটী রাখিতে পারিবে, সেই জনই দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার এই চিত্রজল্পময়ী বাণীর কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারে। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীরাধার ভাবমাধুর্য্যের কথঞ্চিৎ অনুভব করাইবার জন্যই করুণায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই শ্রীবাসুদেব ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন—

যদি গৌর না হই'ত কি মোর হই'ত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা রসসিন্ধু সীমা
জগতে জানাতো কে।
মধুর বৃন্দা- বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতি- ভাবের ভকতি
শকতি হ'ইত কার॥

* * * *

শ্রীশ্রীরাধাভাবাঢ্য গৌরসুন্দরের অকপট করুণাভিন্ন শ্রীরাধা ভাবের রীতিনীতি বুঝিবার সামর্থ্য কাহারই হইতে পারে না। এই মানভঙ্গী অবস্থায় নির্ব্বেদ সঞ্চারীটী অধিক-ভাবে হৃদয়ে বিদ্যমান থাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষদৃষ্টিতে অলংবুদ্ধি অর্থাৎ "অশেষ দোষের আকর কৃষ্ণের প্রাপ্তিতে আর কোনই প্রয়োজন নাই" এই ভাবে মধুকরকে তিরস্কার করতঃ বলিয়াছিলেন—

"অরে রে! তুই কেন মথুরা হইতে আসিয়া আমাদের অগ্রে মিলিত হইয়া ধৃষ্টতা করিতেছিস্? এস্থান হইতে বিদূর বনমধ্যে চলিয়া যা।" এই প্রকার শ্রীরাধিকার ক্রুর-দৃষ্টিতে ভ্রমরটীর প্রতি চাহিয়া পরিহাসের সহিত তাহাকে অপমান করতঃ বলিয়াছিলেন—

তা অ'রে খল! তোর পক্ষে এটা কিছু অযুক্ত নয়, যেহেতু মধু মদ্য পান করিস্ বলিয়া এই জগতে তোকে সকলেই মধুপ বলে। অতএব মদ্যপায়ী তোর পক্ষে এই ধৃষ্টতাপ্রকাশ অনুপযুক্ত নহে।

পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন; রে! তোর এই মদ্যপান তোকে সেবা করিতেছে, যেহেতু তোমার যিনি পতি তিনি বর্ত্তমানে মধুসমূহের পতি হইয়াছেন।

পুনরায় বিতর্কের সহিত কঠিন বাক্যে বলিলেন "তোদের দু'জনার এই স্বামি ভৃত্য সম্বন্ধ অযোগ্য হয় নাই, যেহেতু সেও মধুপতি আর তুমিও মধুপ। এই কথা জগতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। অতএব যে মধুপতি সে মধুপের আজীবক অর্থাৎ পালক, তোদের এই পাল্য-পালক কিম্বা আজীব্য আজীবকতা সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ।

পুনরায় শ্রীরাধা অন্য প্রকার দোষ দেখাইয়া ভ্রূভঙ্গী-পূর্ব্বক সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে সখীগণ! তোমরা সাক্ষাৎ দেখ এবং আমার নিকটে শুন—এই মদ্যপ নেশায় মতি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া সরলচিত্তই দেখা যাইতেছে; আবার মস্তক কম্পন ও অব্যক্তধ্বনি দ্বারা এই মধুপকে ধূর্ত্ত বলিয়াই মনে হয়। এটি কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, কারণ যে সরলচিত্ত সে কখনও ধূর্ত্ত হইতে পারে না, আর যে ধূর্ত্ত সে কখনও সরলচিত্ত হইতে পারে না, এই মধুকরটি কিন্তু সরলচিত্ত হইয়াও ধূর্ত্তচূড়ামণি। অথবা এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মধুকরে থাকাটা কিছু আশ্চর্য্যও নয়। সখীগণকে ইহাই বলিয়া পুনরায় মধুকরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"অরে কিতববন্ধো! সে এক কপটির চূড়ামণি, তুই আবার তাহারই বন্ধু! কি প্রয়োজনে সরল চিত্তের মত স্বাধীন-ভাবে আমাদের অনুমতি না লইয়াই এস্থানে আসিয়াছিস্? তাই বলিতেছি—সত্বর দূরে চলিয়া যা। অ'রে মধুপ! তুই একথাও বলিতে পারিবি না যে "আমি কপটির বন্ধুই বটে কিন্তু নিজে কপটি নই" এই ছলও অবলম্বন করিতে পারিবি না, যেহেতু যেজন কপটিগণের বন্ধু হয়, তাহার কপটতা দ্বিগুণ বলিয়া পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করেন; যেহেতু অধিকতর কপটি না হইলে কপটিগণকে ছলনা করিয়া কি তাহাদের বন্ধুতা বিধান করে। অর্থাৎ যাহারা সকলকে ছলনা করে তাহারা কপটি, তাহাদের বন্ধু যে হয় সে আবার তাহাদিগকেও ছলনা করিয়া নিজের সরলতা দেখাইয়া তাহাদিগকে ভুলাইতে না পারিলে কপটির বন্ধু হইতে পারে না।

এই প্রকার মন্দ মন্দ হাসিয়া বিচার করিতে করিতে বিকশিত কমল বুদ্ধিতে অরুণবর্ণ ও সুগন্ধি নিজ চরণে পতিত হইতে ইচ্ছুক ভ্রমরটির বিশেষরূপে প্রতীকারের ইচ্ছায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধুপকে বলিয়াছিলেন—'অরে ধূর্ত্তমিত্র মধুপ! আমার একটি চরণও স্পর্শ করিও না। যদি তোর প্রণামের একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দূরে সরিয়া প্রণাম কর। তোর মত মদ্যপ আমার চরণ স্পর্শ করিলে এ চরণ অপবিত্র হইবে, এ চরণ সাধারণ মনে করিস না। অনেক সময়ে তোর সখা অপরাধী হইয়া এই চরণ স্পর্শে পবিত্র হইয়াছে। আমার চরণ তো স্পর্শ করিবিই না, আমার সখীগণের চরণও স্পর্শ করিস্ না। কারণ আমার চরণের মত সখীগণের চরণও পরম পবিত্র। তোর সখা অনেক সময় অপরাধী হইয়া আমার চরণ স্পর্শ করিতে সাহস না পাইয়া আমার সখীগণের চরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছে।"

পুনরায় সেই ভ্রমরের প্রতি সুদীর্ঘ দৃষ্টি করতঃ তাহাকে চালিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"অরে! কি বলিতেছিস্? কি বলিতেছিস্?

অনন্তর "তুমি কি এইরূপ বলিতেছ—হে স্বামিনি! আমি নিজ প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছি, অতএব তোমার চরণস্পর্শ সুবিচার সিদ্ধ, অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য।"

"অরে কপটিন্। তাহা হইতে পারিত অর্থাৎ তুই তোর প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছিস্ বলিয়া আমার চরণস্পর্শ করা তোর অবশ্য কর্ত্তব্য—এই যাহা বলিলি তাহা সম্ভব হইতে পারিত যদি পূর্ব্ববর্ণিত তোর দোষ মনকে শুদ্ধ না করিত। আচ্ছা হউক্! তোর সেই ধূর্ত্ততা এবং মদ্যপায়িতা দোষ না হয় বিশ্বাস নাই করিলাম; কিন্তু সম্প্রতিও অন্য একটি দুষ্টচিহ্ন তোমাতে বিলক্ষণভাবে লক্ষিত হইতেছে। তাহার সঙ্গলাভের জন্য প্রগাঢ় যত্নবতী আমার সপত্নীগণের সমুজ্জ্বল কুচকুঙ্কুমে রক্তবর্ণ ছিন্ন তাহার বনমালায় তোর শ্মশ্রু রঞ্জিত হইয়াছে।'

"অহো কি ধৃষ্টতা! এক চঞ্চল চপলাগণের সেবিত কুঙ্কুম নিজ বক্ষে বহন করিতেছে, তাহ'তে অর্থাৎ সেই বক্ষঃ হইতে অপর চঞ্চল শ্মশ্রুদ্বারা তাহাই বহন করিতেছে! আ মরি মরি! ঐ কুঙ্কুমযুক্ত শ্মশ্রু দেখিয়া মনে হইতেছে যেন আগুন লাগিয়া শ্মশ্রুগুলি পুড়িয়া গিয়াছে।"

"অহো! গ্রাম্যধর্ম্মজন্য অর্থাৎ কামজন্য যে সম্বন্ধ সেটা গ্রাম্যধর্ম্ম (কামধর্ম্ম)ই হইয়া থাকে" এই বলিয়া হাস্য করতঃ পুনরায় বলিয়াছিলেন "অতএব অর্থাৎ আমার সপত্নীগণের কুচস্থিত কুঙ্কুমচিহ্ন শ্মশ্রুতে ধারণ করিয়াছিস বলিয়া—অরে সগর্ব্ব! (গর্ব্বিত!) সর্ব্বপ্রকারে তুই আমাকে স্পর্শ করিস্ না। যদিও স্পর্শ করিস্ তাহা হইলে কুঙ্কুমচিহ্নযুক্ত শ্মশ্রু দ্বারা কিন্তু সর্ব্বথাই স্পর্শ করিস্ না"। পুনরায় ক্রোধে রক্তবর্ণ মনোহর চিবুক চালনা করতঃ বলিয়াছিলেন "কি বলিতেছিস্ রে কি বলিতেছিস্?

"হে ঈশ্বরি! পরমপ্রেমবতী আপনার মান প্রসাদনের জন্য প্রভু আমাকে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু পথে আসিতে আসিতে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া একটা ফুলের মধু পান করায় তাহার পরাগে আমার এ শ্মশ্রু প্রীতিমা হইয়াছে।"

তখন শ্রীরাধা মস্তক কম্পিত করিয়া "সত্য রে! সত্য! কপটীর এক একটা মিথ্যাও শত সংখ্যক সত্যের সমান পরিমাণে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব কপটীর কোন্ বাক্যকে অসত্য প্রতিপাদনে সমর্থ হইতে পারে? অর্থাৎ সরল প্রকৃতির মানুষ সত্য কথা কহিয়া যাহা স্থাপন করিল, কপট ব্যক্তি একটি মাত্র মিথ্যা কথায় সকল উড়াইয়া দিল। তোর ব্যবহারও যে সেই প্রকারই হইয়া উঠিয়াছে! আমি যে তোর শ্মশ্রুলগ্ন পীতিমাকে মদীয় সপত্নীগণের কুচকুঙ্কুমরূপে স্থাপন করিলাম, তুই পুষ্পপরাগ লাগিয়াছে বলিয়া—আমার সেই সত্য কথাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলি! তোদের বাক্যের মিথ্যাত্বের প্রতিপাদন করিতে কে পারিবে?"

"তাহা হউক্! তুমি সেই ধূর্ত্তের সেবক, তোমার সহিত আমাদের করচালনা, বাক্য বিন্যাস অথবা বিবাদে কি প্রয়োজন? এবং সেই কপটির প্রসন্নতাকারী বাক্যই বা কি প্রয়োজন? আর সে যে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে, তাহাতেই বা আমাদের কি প্রয়োজন? কিন্তু সে কপটি মধুবংশের পতি, মধুবংশের বধূগণেরই মানান্তে প্রসন্নতা প্রাপ্তি হউক্, যেহেতু সেও মধুপতি তাহারাও মধুবধূ—এই উভয় পদার্থেই "মধু" শব্দ সংলগ্ন হইয়াছে। তাহার পক্ষে সেই মধুবংশীয় বধূগণের মানপ্রসাদনই উপযুক্ত কার্য্য। আমি প্রার্থনা করি এক মধুবধূর মান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রসাদন করিতে করিতে যেন আবার অন্য মধুবধূ মানিনী হয়। আবার তাহার মান প্রসাদন করিতে করিতে যেন অন্য মধুবধূ মানিনী হয়। এই প্রকার প্রবাহক্রমে সেই মধুবধূগণের মানপ্রসাদনই নিজের অসাধারণ মাহাত্ম্যরূপে বহন করুক ; আমাদের তাহাতে কি প্রয়োজন ? তুমিও সেইস্থানেই দৌত্য গ্রহণ কর। যেহেতু তোমার নামেও "মধু" পদটি সংযুক্ত আছে, অর্থাৎ তুমিও 'মধুপ' সেও মধুপতি, তাহারাও মধুবধূ। সমস্বভাব ব্যক্তিগণের পরস্পর মিলন সুখের জন্যই হইয়া থাকে। যেমন মদ্যপায়ী, শৌণ্ডিক, (সুরী) এবং ধূর্ত্তদিগকে পরস্পর মিলনে সুখী দেখিতে পাওয়া যায়।"

শ্রীরাধা এই প্রকার বলিয়া সহাস্যে পুনরায় মাৎসর্য্যের সহিত ভর্ৎসন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"অরে মধুপ ! তোমার প্রভু যে মধুবধূগণের মানপ্রসাদন নিজের গৌরব বা ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করিতেছে, বহুসভায় কিন্তু সেটি তাহার লাঞ্ছনা ভোগেরই কারণ হইবে, যেহেতু যাদবসভায় এই কথা প্রকাশ হইলে তাহাদের নিকটে তোমার প্রভুকে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। কারণ সেইসকল যাদব বংশমর্য্যাদায় অতি শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত। একটি গোপকুমার আসিয়া তাহাদের বধূগণকে উপভোগ করিতেছে ইহা জানিয়া তাহারা সহিবে কেন ? তাহারা যে সকলেই মহাবীরপুরুষ। ব্রজে সকল সরল-প্রকৃতির গোপ, সুতরাং যদ্যপি তোমার প্রভু গোপবনিতা-গণের সতীত্বধ্বংশ করিয়াছে, তথাপি প্রীতিবাসিত ও সারল্যপূর্ণ হৃদয় বলিয়া কেহই কিছু বলে নাই, অম্লান বদনে সকলেই ক্ষমা করিয়াছিল। যাদবগণ কিছু সহিবে না। যদি বলিস এ গুপ্ত রহস্য যাদবগণের গোচর হইবে কেন ? অরে মধুপ ! যে তোর মত বিবেকশূন্য কীটবিশেষকে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার গুপ্তকার্য্য ব্যক্ত হওয়া কি অসম্ভব ? বুঝিয়া দেখ দেখি ! আমি গোয়ালিনী হইয়াও কেমন করিয়া ব্রজে থাকিয়া, চোখে না দেখিয়াও তোর প্রভুর সকল দুর্ব্যবহার ধরিয়া ফেলিয়াছি ! অরে ! যদি বলিস্ "আমাকে নির্ব্বোধ বলিতেছ কেন ? "মূর্খ ! মথুরা হইতে আসিবার সময় পথে কি কোথাও জল দেখিস্ নাই ? সেই জলে যদি শ্মশ্রু ধুইয়া আসিতিস্ তাহা হইলে তো আর গুপ্ত রহস্য আমি ধরিতে পারিতাম না। এই-প্রকার তোর ও তোর প্রভুর নির্ব্বুদ্ধিতায় গুপ্তরহস্যসকল যাদবগণের নিকট ব্যক্ত হইয়া পরিবে। যেহেতু সগন্ধন-কুল (ছুঁচো) অন্যের নিকটে নিজেকে গোপন করিতে চায় বটে, কিন্তু তাহার অনিবার্য্য গন্ধই যেমন তাহাকে সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি তোমার এবং তোমার প্রভুর চরিত্র নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে যাদবগণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

এই চিত্রজল্পের দশটি অঙ্গ ; তন্মধ্যে প্রজল্প নামে প্রথমা-ঙ্গটি এই শ্লোকে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি-গ্রন্থে—

অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া।
প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্ত্যতে॥

এই লক্ষণটি উল্লেখ করিয়াছেন।

অসূয়া, ঈর্ষ্যা গর্ব্ব সঞ্চারিভাবের সহিত অনাদর-ভঙ্গীতে নিজ প্রিয়জনের অকৌশল (অনৈপুণ্য বা অচতুরতা) উদ্গারকে প্রজল্প বলে। এই শ্লোকে—"কিতব" এই পদটিতে "অসূয়া" সপত্নী" এই পদটি ঈর্ষা, "অঙ্ঘ্রিং মা স্পৃশ' এই পদটিতে গর্ব্ব, "বস্তু" এই পদটিতে অবধীরণ (অবজ্ঞা) প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে, শ্রীরাধিকা যে ভাষা উদ্গার করিতেছেন তাহার প্রত্যেকটি ভাষাই কোনও একটি সঞ্চারী হইতে উত্থিত, কোনও একটি ভাষাও বিচার হইতে উত্থিত নয়।

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্য তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা
অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমশ্লোকজল্পৈঃ॥

পুনরায় শ্রীরাধিকা রোষভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। "অরে ভ্রমর ! তুমি কি এই-রূপ বলিতেছ যে—কেন আপনি কেবলমাত্র দোষের সম্ভাবনা করিয়া নির্দ্দোষী সেই শ্রীকৃষ্ণের উপরে বৃথা দোষারোপ করিতেছেন ? বড় দুঃখের কথা স্পষ্টভাবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীউদ্ধব-সংবাদ।

(ভ্রমর-গীতি)

তাহার কোন দোষ দেখিতে পাই না। কিন্তু সর্ব্ব-জনের অজ্ঞাত কেবল মাত্র আমাদেরই অনুভবগোচর অতি গুরুতর দোষের কথা শ্রবণ কর। সেই মধুপতি নিজ অসাধারণী অধর-সুধা বলে-ছলে একবার মাত্র পান করাইয়া সাধ্বী আমাদিগের ধর্ম্মনাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়াছে। রে মধুপ! এই অধর-সুধা একমাত্র তাহারই নিজস্ব সম্পত্তি; এই সুধার তুলনা ত্রিভুবনে অন্যত্র কোথাও হইতে পারে না। হয় ত তুমি মনে করিতে পার, আপনারা সাধ্বী পতিব্রতা হইয়াও তাঁহার অধর-সুধা পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছি "মোহিনীং" অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রংশকারিণী,ঐ অধরখানি দর্শন করিবা মাত্র হৃদয়ে এমন দুরন্ত লালসার উদ্গম করায়, যাহাতে ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিবেক, ধর্ম্ম, কোন কিছু বিচার করিবার সামর্থ্য রাখে না। এ কথা অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না, যে জন একবার অনুরাগের সহিত সেই অধরখানি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, একমাত্র সেই জনই এ লালসার আবেগ বুঝিতে সমর্থ। হে মধুপ! সে যেমন করিয়া আমাদিগকে সেই অধর-সুধা পান করাইয়াছিল, সে বিষয়ে জগতে কোন দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র আমরাই তাহার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। যে লালসার আবেগে স্বজন বন্ধু বান্ধব ইহলোক পরলোক সুখাপেক্ষা, অধিক কি বেদধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া সেই অধর-সুধা পান করিতে মরমে আকুল পিপাসায় উন্মাদিনী হইয়াছিলাম। আমাদের মত এইরূপ আকুল পিপাসায় উন্মাদিনী ত্রিভুবনে আর কেহ আছে বলিয়া মনে করি না। আমাদিগকে যেমন করিয়া পান করাইয়াছিল, সে বিষয়ে জগতে কোন দৃষ্টান্ত নাই বটে, কিন্তু যেমন করিয়া ত্যাগ করিয়াছে সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে। তোমাদের মত মধুপ জাতি যেমন সুমনঃ (কুসুম) সমুহকে ত্যাগ করে এইটীই সে বিষয়ের দৃষ্টান্ত। কিন্তু মধুপ! তোমাদের জাতির দৃষ্টান্ত সর্ব্বাংশে সমীচীন হয় না, কারণ তোমাদের মত মধুপ জাতির অন্য কোন জীবিকা নাই। বহু বহু বিকশিত কুসুমে পড়িয়া অল্প অল্প রস আস্বাদন করিয়া ক্ষুধা শান্তি না হওয়ায় নিজ সুখের যে অন্য সেই সুমনাগণকে ত্যাগ কর তাহা যুক্তিযুক্ত বটে কিন্তু তোমার সখা মধুপতির অধরই সুধাময়; যে সুধা পান করিলে অন্য রস পানের অপেক্ষা থাকে না, এমত সুধাময় অধর, তাহার অন্য রসের কোন অপেক্ষা নাই। তথাপি সে যে সুমনা অর্থাৎ "যাহাদের মন অতি সুন্দর, একমাত্র তাহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না" সেই আমাদিগকে যে ত্যাগ করে, তাহাতে মনে হয় আমাদিগকে দুঃখ দেওয়াই নিজ সুখ বলিয়া মনে করে। তাহা না হইলে ত্যাগ করিবে কেন? সেটী তাহার দুঃশীলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহার যদি আমাদিগকে সুখ দেওয়ার অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে একবারমাত্র অধরসুধা পান করাইয়াই ত্যাগ করিবে কেন? সেই কপটচূড়ামণির হৃদয়ের কাপট্য বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তাহার শরীর কাল বলিয়া সে কোন কলঙ্কের ভয় কিছুমাত্র করে না। তাহার উদ্দেশ্য আমাদিগকে প্রচুরতর দুঃখে নিষ্পেষিত করা। সে কপট শট ভাবিল, যদি এই গোপীগণকে প্রচুরতর দুঃখ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা মরিয়া যাইবে, তাহা হইলে আমি কাহাদিগকে দুঃখ দিয়া সুখী হইতে পারিব! সেজন্য আমাদিগকে একবার অধরসুধা পান করাইয়া দেহটীকে অমর করিয়া বারংবার দুঃখদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার এই কাপট্য আমরা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, এখন ক্রমে ক্রমে তাহা অনুভব করিতেছি। সেই কপটশিরোমণির পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচরণগুলি এখন মনে পড়িয়া মর্ম্মস্থানে গুরুতর বেদনা অনুভব করিতেছি। তোমাদের মত মধুপ জাতি যেমন দূর হইতে প্রথমতঃ কুসুমের সৌরভ গ্রহণ করে, পরে গুঞ্জন করিতে করিতে কুসুমের নিকটে আগমন করে, তৎপরে বিকসিত কুসুমের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া মধুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অস্ফুট গুঞ্জন করতঃ এক একবার কুসুমে পড়িয়া চুম্বন করে আবার উড়িয়া বেড়ায়। তোমার সখাও সেই প্রকার দূর হইতে আমাদের অঙ্গ-গন্ধ পাইবা মাত্র অনুরাগে অন্ধ হইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া মিলিত হইত। সেই আসিবার ভঙ্গীটীও ভাষায় অব্যক্ত; তৎপরে মধুর অস্ফুট স্বরে আমাদেরই নামগুণ গাহিতে গাহিতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার পরে নানা ভঙ্গিতে আমাদের অলক্ষিতভাবে এক একবার রসবর্ষী চুম্বন করিত। ওরে মধুপ! তুই কি গুঞ্জন করিয়া আমাকে ইহাই জানাইতেছিস্ যে, "হে দেবি! তুমিইত রাস-রজনীতে "জয়তি তেঽধিকং" ইত্যাদি শ্লোকে পদ্মা (লক্ষ্মী) তাঁহার চরণ সেবা করে বলিয়া গান করিয়াছ। সম্প্রতিও পদ্মা (লক্ষ্মী) তাঁহার চরণ সেবা করিতেছে ইহাই দেখা যায়। তাহা হইলে দেবীগণমুকুটমণি পদ্মা যাঁহার চরণ সেবা করে, আপনি মানুষী তন্মধ্যে গোয়ালিনী হইয়া তাঁহাকে কেন নিন্দা করিতেছেন?" মধুপ-গুঞ্জন হইতে নিজ ভাবোল্লাসে এইরূপ কল্পনা করিয়া শ্রীরাধিকা বলিতে লাগিলেন—ওরে মধুপ! সকল পদ্ম-বনের অধিকারিণী হইয়াও পদ্মা তাহার সেই দুইটী পাদপদ্ম কেন যে সেবা করিতেছে তাহা আমার বিচার-পদ্ধতির অতীত। যিনি সকল পদ্মবনের অধিকারিণী তাহার পক্ষে ঐ দুইটী পাদপদ্মের সেবা না করিলেই যে কি ক্ষতি হইত, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কতক্ষণ চুপ করিয়া চিন্তা করতঃ বলিতে বলিতে লাগিলেন—ওহো সম্ভবতঃ উত্তমশ্লোক ভগবানের মত প্রলোভনময় আপাততঃ রমণীয় তাহার বচনচাতুর্য্যে হৃতচেতা হইয়াই পদ্মা তদীয় পাদপদ্ম সেবা করিতেছে। ওরে মধুপ! যদ্যপি পদ্মা ঈশ্বরী, তথাপি তাহার বুদ্ধির বিচক্ষণতা নাই। দেখ হে মধুপ! মান্য গণ্য শ্রেষ্ঠ হইলেই যে বুদ্ধিতে বিচক্ষণ হইবে এরূপ নিয়ম নাই; কপালগুণে অবিচক্ষণ ব্যক্তি ধনী হইয়া থাকে। আবার দরিদ্র ব্যক্তিও সুবিচক্ষণ হইতে পারে। অতএব পদ্মা (লক্ষ্মী) ঈশ্বরী হইলেও মানুষী আমা হইতে অবিচক্ষণা। সেই জন্যই সেই কপটচূড়ামণির কথায় বিমুগ্ধা হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেছে। সেই কপটচূড়ামণির প্রতি আমাদের মান করাই যুক্তিযুক্ত। প্রথম হইতে সাবধানা হইয়া যদি তাহাকে প্রেম না করিতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে এত বেদনা ভোগ করিতে হইত না। হে মধুপ! তুমিও সেই কপটচূড়ামণির সহিত বন্ধুতা করিও না। বন্ধুতা করিলে একদিন আমাদের মত পরিত্যক্ত হইয়া তোমাকেও রাশি রাশি বেদনা ভোগ করিতে হইবে, কারণ তাহার বন্ধুতার কোন স্থিরতা নাই। এই শ্লোকটীতে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে পরিজল্প নামক দ্বিতীয় অঙ্গটী প্রকাশ হইয়াছেন। পরিজল্পের লক্ষণ শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে।—

প্রভোর্নির্দ্দয়তাশাঠ্যচাপল্যাদ্যুপপাদনাৎ।
স্ববিচক্ষণতাব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্॥

নিজ প্রাণবল্লভের নির্দ্দয়তা, শঠতা, চপলতা প্রভৃতি প্রতিপাদন করতঃ ভঙ্গীতে যে নিজ বিচক্ষণতা প্রকাশ পায় তাহার নাম পরিজল্পিত। এই শ্লোকে "পায়যিত্বা" অর্থাৎ অধরসুধা পান করাইয়া এবং "মোহিনীং" অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রংশকারিণী এই দুইটী পদ উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শঠতা প্রকাশ করা হইয়াছে। আর সদ্য ত্যাগ করায় নির্দ্দয়তা, মধুপ জাতিকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করায় তাঁহার চাপল্য ও লক্ষ্মীর সরলতা উল্লেখ করিয়া নিজের বিচক্ষণতা দেখান হইয়াছে। আরো অকৃতজ্ঞতা প্রেমশূন্যতা প্রভৃতি ধর্ম্মও এই শ্লোকে প্রকাশ পাইয়াছে॥ ১৩॥

> কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে! গায়সি ত্বং যদূনা-
> মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।
> বিজয়সখ-সখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
> ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ॥

এই প্রকার শ্রীরাধিকা অযোগ্যস্থানে প্রীতি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রাশি রাশি অন্যায় (প্রেমোন্মাদ স্বভাবে) বিলাপপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছিলেন। অনন্তর মধুপ নিজ স্বভাবে মনোহর গুঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অথবা শ্রীরাধা ক্রোধভরে নিজ চরণ কমল বিক্ষেপ করায় কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিলে, নিজ উন্মাদস্বভাবে সখিগণের নিকটে কহিতে লাগিলেন,—হে সখিগণ! বড়ই কষ্ট, এই মধুকর এই প্রকার তিরস্কৃত হইয়াও পুনরায় ধৃষ্টতা করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখ দেখ যাহার চরিত্রের কোন অংশে কোন প্রকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, সেই অবিশ্বস্ত বিশ্বস্ত ঘাতককেই পুনরায় গাহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, মধুকরের মনের ভাব, গান করিয়া আমার হৃদয় গলাইবে। যাহার হৃদয়ে যে বস্তুতে আবেশ গাঢ় থাকে, প্রতি ক্রিয়ায়, প্রতি অবস্থায় তাহারই উদ্দীপন হইয়া থাকে ইহা স্বাভাবিক। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় আবেশ থাকায় স্বাভাবিক মধুকরের গুঞ্জনটী-কেও শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতেছে বলিয়া মনে হওয়ায় সখিগণের নিকট দিব্যোন্মাদ-স্বভাবে বলিতে লাগিলেন, এই ধৃষ্টকে সত্বরই তিরস্কার করিতেছি এই বলিয়া সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন,—ওরে মধুপ! তুই কি আমাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্যই বহু প্রকারে সেই ধৃষ্টকে গান করিতেছিস্। ওরে ষড়জ্মে! তোর জাতির গান করাই স্বভাব। অতএব যাহা গাহিতেছিস্ তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এই পরম দুঃখিত ব্রজে কেন গান করিতেছিস্। গান করিতে হইলে যে দেশ কাল পাত্র বিচার করা উচিত, তাহা কি তোর বুঝিবার ক্ষমতা নাই? আর যদিও গান করিতেছিস্! রে মধুপ, সে বর্ত্তমানে অসংখ্য মহারাজবংশ্য যাদবগণের অধিপতি হইয়াছে। এই ব্রজবাসিসকল কিন্তু জাতিতে গোপ, ইহাদের মধ্যে কেহই রাজবংশ্য নয়, যাহাতে বর্ত্তমানে রাজরাজেশ্বরের গুণ শ্রবণে সুখী হইবে। তন্মধ্যেও যাহার গুণ গাহিতেছিস্ সে এই-সকল ব্রজবাসীকে এবং তাহাদের সম্বন্ধে অনাদর করিয়া চলিয়া গিয়াছে; অতএব তাহার গুণগানে ব্রজবাসিমাত্রের হৃদয়ে কোনই সুখ হইতে পারে না। বর্ত্তমানে সেই রাজবংশ্য যাদবগণই তাহা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া সুখময় জীবন পোষণ করিতেছে, তাহারাই যথার্থতঃ গান-জীবী। তাহারা তোমার যথেষ্ট অভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ। অতএব অল্পই হউক্ আর বহুই হউক্ সেইখানে গান করগে। শ্রীরাধা পুনরায় দিব্যোন্মাদ-স্বভাবে মধুকরের প্রতি দোষারোপ করতঃ বলিতে লাগিলেন—ওরে মধুপ! এই জগতে যাহার চারিখানি পা থাকে তাহাকে মূঢ়বুদ্ধি পশু বলে। তোর কিন্তু ছয়খানি পা আছে বলিয়া দেড় পশু বলিয়া পরিগণিত। পশুই যদি বুদ্ধিহীন, তুই যে বুদ্ধিহীন হইবি, তার আর কথা কি। তাহা না হইলে এই পরম দুঃখিত ব্রজে তুই কেমন করিয়া গান করিতেছিস্। শোনরে মধুপ. যেমন সভ্যগণের হৃদয় বুঝিয়া যে ব্যবহার করে পণ্ডিতসকল তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। আর যে জন সভ্যগণের হৃদয় না বুঝিয়া ভাব-বিরুদ্ধ গান করে, সে মানুষ হইলেও সকলে তাহাকে পশু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে জন শ্রোতার হৃদয়ের সরসতা না বুঝিয়া অতিশয় গান আদি করে, তাহাকে সকলে কুকুর বলিয়া সভা হইতে বিতাড়িত করিয়া থাকে। ওরে মধুপ! দেখ্ জড়-যন্ত্রাদিও (সেতার, এস্‌রাজ প্রভৃতি) সাধকের হৃদয়ের অনুকূল ভাবেই স্বর, রাগ প্রভৃতি আলাপ করিয়া থাকে; তুই কিন্তু সচেতন হইয়াও আমাদের হৃদয়ের অনুকূল ব্যবহার করিতে পারিতেছিস্ না। পুনরায় শ্রীরাধা সক্রোধে বলিয়াছিলেন,—ওরে মধুপ! যদি এই প্রকার বলিস্ যে আপনারা যাহার অত দোষ উদ্ধার করিতেছেন তিনিত এই ব্রজেই সকল হইতে অধিক প্রীতিযুক্ত। অতএব তাহার গুণ গান করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট স্থান। মধুকরের স্বাভাবিক গুঞ্জন হইতে এইরূপ কল্পনা করিয়া ক্রোধভরে পুনরায় বলিয়াছিলেন, ওরে মধুপ! তুই যদি এই প্রকার বলিস্ যে ব্রজই তাঁহার অধিক প্রীতির স্থান, তথাপি এ সম্বন্ধ তাহার পূর্ব্বে ছিল বটে, বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু তাহার ব্রজে সে প্রীতি-সম্বন্ধ নাই এখন কেবল দুঃখদ সম্বন্ধ; অর্থাৎ তোর সখা এখন কেবল ব্রজবাসিদিগকে দুঃখ দিতে হইবে, তাহাদিগকে কাঁদাইতে হইবে, এদের প্রতি তাঁহার বর্ত্তমানে এই জাতীয় সম্বন্ধই আছে। দেখ রে মধুপ! তোর সখার নাম "কৃষ্ণ" অর্থাৎ আকর্ষণ আনন্দ। "কৃষ" ধাতুর অর্থ আকর্ষণ "ণ" প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দ। তাই মূল শ্লোকে বলিয়াছেন, "পুরাণং" পুরা অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল "ণ" (আনন্দ), বর্ত্তমানে "কৃষ" অর্থাৎ রাণী ২ দুঃখে প্রাণ ধরিয়া টানিতেছে। ওরে মধুপ! তুমি বড়ই মূর্খ, যেহেতু এই ব্রজে তাহার সেই পুরাতন সম্বন্ধ গান করিতেছিস্। প্রাচীন মহাত্মারা বলেন—বন্দীগণ (স্তাবকগণ) যাহাদিগকে স্তব করে তাহাদের বর্ত্তমান সম্বন্ধেরই প্রশংসা করিয়া থাকে কিন্তু স্তব্য রাজগণের জন্মান্তরীয় পুত্রাদির সম্বন্ধ প্রশংসা করে না অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বজন্মে কাহার পুত্র ছিলেন, কি করিয়াছিলেন এ সমুদয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রসঙ্গের প্রশংসা করে না। যদি একান্তই ধন-তৃষ্ণা পিশাচী তোমাকে ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পিশাচীর বশবর্ত্তী হইয়া সেই সকল মথুরাপুরের ধনাঢ্য গৃহিগণের সম্মুখে যাইয়া দুঃখদ লম্পটের গুণগান করগে। তাহা হইলে তাহারাও কোন সময়ে উপদ্রবনিবৃত্তির জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিতেও পারে। হায়, হায়, কেমন করিয়া সেই পাপদিন হইতেই স্পষ্টরূপে সর্ব্ব-কামনা-শূন্য আমাদিগকে গৃহবাসসুখ ত্যাগ করাইয়া, বনবাসিনী করাইয়া গিয়াছে। জানি না কি অশুভক্ষণে সে দিন রজনী প্রভাতা হইয়াছিল। যে দিন ব্রজবাসী মাত্রের জীবন নন্দকুলচন্দ্রমা বৃন্দাবন আঁধার করিয়া মথুরা-নগরে উদয় হইয়াছে। এখন সব ব্রজবাসী ঘোরতর দুঃখময় অন্ধকারে পতিত হইয়াছে। এই ব্রজবাসিগণের নিকট এখন গান করিয়া তোর কি লাভ হইবে? এখন একমুষ্টি চানা (ছোলা) দিবারও আমাদের ক্ষমতা নাই। ওরে মধুপ! পুনরায় গুঞ্জন করিয়া কি তুই এই কথা বলিতেছিস্ যে, "আমিও নিস্পৃহ, আপনাদের নিকটে কিছু পাইবার আশায় গান করিতেছিনা; তবে তাঁহার গান করিয়া সুখ পাই এই অভিপ্রায় তাহার গান করিতেছি; বিশেষতঃ আপনারা তাঁহাতে অত্যন্ত প্রীতিমতী। আমার প্রভুর গান শুনিয়া আপনারা অত্যন্ত সুখিনী হইবেন বলিয়াই গাহিতেছি। এইরূপ কল্পনার উত্তরে দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধিকা বলিলেন,—যদি তোর গানই করিবার একান্ত ইচ্ছা হয় তাহা হইলে ঐরূপ নিন্দাস্পদ তাহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) উদ্দেশ করিয়া কেন গাহিতেছিস্? যদি বলিস্ আমি পুরাতন গানই করিতেছি। তাহার উত্তরে বলিলেন, তাহা হইলে ঋষিপ্রণীত পুরাণই গান কর্। কি বলিবো "যে ষট্পদ, সে দেড় পশু" এই কথাটী অতি সত্য। তাই তুই দেড় পশু বলিয়া ধনতৃষ্ণা তোমাতে কি করিয়া না থাকিতে পারে? পশু কি কখন বাসনাশূন্য হয়? তাহা হইলে একদিকে তার যেমন প্রবলতর ধনতৃষ্ণা অপর দিকে তেমনি সর্ব্বগুণহীনতা। অতএব তোকে দ্বিগুণতর ধিক্কার। যেহেতু :—

অপি নিজলাভালাভস্থানং জ্ঞাতুং ন চেচ্চতুরঃ।
কং গুণমথ জানীয়াদ্ যেনার্থয়িতুং জনং বষ্টি॥

যে ব্যক্তি নিজ লাভালাভের স্থান জানিতে পারে না, সে ব্যক্তি কখন চতুর নহে। অতএব ঐ ব্যক্তি কোন্ গুণ জানে যাহার দ্বারা লোকের নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করে! অতএব শোন্‌রে বর্ব্বর, সদুপদেশ শ্রবণ কর, বর্ত্তমানে মানসিক লীলায় যে তোমার সখা বিশেষ জয়শালী হইয়াছে, তাহার সখীগণের নিকটে তোর সখার বিজয়প্রসঙ্গ সুন্দর করিয়া গান করগে। কিন্তু এই বিষয় কখনও যদবগণের সভায় কীর্ত্তন করিস না। যেহেতু যাদবগণ যদি এই কথা জানিতে পারে যে, একজন গোপবংশীয় (কৃষ্ণ) তাহাদের ক্ষত্রিয়বংশীয়া মহিষীগণের সতীত্ব ধ্বংস করিতেছে. তাহা হইলে তাঁহারা বিশেষ লজ্জিত হইবে। আর যদি বর্ত্তমানে তোর সখা যে সকল রমণীর কুচবেদনা বিদূরিত করিতেছে তাহাদের সভায় গান করিতে, তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়ে মনসিজ বিস্তারপ্রাপ্ত হইবে। শোন্‌রে—

শৃণু বাৎস্যায়নতত্ত্বং লজ্জাং পরিহৃত্য বক্ষ্যামি।
যাবান্ প্রিয়কৃতধর্ষস্তাবান্ হর্ষঃ পৃথুস্তনস্ত্রীণাম্॥

লজ্জাশূন্য হইয়া তোমার নিকটে বাৎসায়নতত্ত্ব বলিতেছি শোন, পৃথুস্তনী রমণীগণের যে পরিমাণে প্রিয়তম-কৃত প্রগল্ভতা প্রকাশ পায়, সেই পরিমাণে তাহাদের আনন্দ জন্মাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ—

যাবান্ন ভবতি সুরতে সাক্ষাদ্ভুতেঽপি সৌখ্যসন্দোহঃ।
তাবাংস্তচ্ছ্রবণে স্যাদয়মপি বাৎস্যায়নস্য সিদ্ধান্তঃ॥

দ্বিতীয়তঃ সুরতক্রীড়া সাক্ষাৎ অনুভূত হইলেও যে পরিমাণে সুখরাশি না হয়, তাহার বিষয় শ্রবণ করিলেও সেই পরিমাণে সুখরাশি লাভ ঘটিয়া থাকে, ইহাই বাৎস্যায়ন মুনির সিদ্ধান্ত। এইরূপ বলিয়া হাস্য করতঃ পুনরায় বলিয়াছিলেন.—ওরে মধুপ! মাথা কাঁপাইয়া এ বিষয়ে কি বিতর্ক করিতেছিস্? যাচ্ঞা না করিলে ঐ সকল সখীগণ কি প্রকারে দিতে পারিবে? অতএব শ্রবণ কর, যে ব্যক্তি যাহার নিকট স্পষ্টভাবে অভীষ্ট বিষয় কামনা করে, দাতাও তাহার অভীষ্ট বিষয় দিব বলিয়া থাকে। আর যে জন স্পষ্টভাবে কোন বস্তু বিষয়ের প্রার্থনা করে না কেবলমাত্র আমাকে কিছু দান করুন এই মাত্র বলে, তাহাতে দাতার হৃদয়ে সঙ্কোচ উপস্থিত করায় অর্থাৎ এই প্রার্থিজনকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমি কি দিলে ইহার সন্তোষ হইবে এইরূপ চিন্তা উপস্থিত করায়। কিন্তু স্পষ্টভাবে প্রার্থনা করিলে দাতার হৃদয়ে উৎসাহই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই শ্লোকে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে বিজল্পের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে—

ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া,
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তি র্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ॥

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে বিজল্প নামক চিত্রজল্পে স্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া গূঢ়ভাবে মান এবং প্রত্যেক উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ পায়। "কমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে" এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে অসূয়া এবং গূঢ়ভাবে মান, শ্লোকের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষোক্তিও প্রকাশ পাইয়াছে। ১৪॥

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপটরুচিরহাস-ভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণ-রজ উপাস্তে যস্য ভূতির্ব্বয়ং কা
অপি চ কৃপণ-পক্ষে হ্যুত্তমশ্লোকশব্দঃ॥ ১৫।

দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ ঐ ভ্রমরকে অনাদর করিয়া নিজ সখীগণকে বলিতে লাগিলেন—অহো প্রাণসখীগণ, এই ভ্রমর কুসুমের কীট হইয়াও কেমন করিয়া আমাদের মরমের কথা জানিতে পারিল? দেখ দেখ, এই ভ্রমরটী বলিতেছে, হে দেবি! আপনি আমাকে আর কৃষ্ণ কথা কহিবেন না। পতি-পরায়ণা সেই সকল মথুরাপুরের অঙ্গনাগণ কেমন করিয়া পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিবে? তাহারা কি নিজ নিজ পাতিব্রত্যধর্ম্ম কখনও পরিত্যাগ করিবে? অতএব এ বিষয়ে আপনি কোন চিন্তা করিবেন না এবং সে সম্বন্ধে কোন কথাও বলিবেন না।"

ওরে মধুপ! সত্যই সেই মথুরাপুরের রমণীগণ পতি-পরায়ণা—এবিষয় আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু দেবলোকে মর্ত্ত্যলোকে, রসাতলে এমন কোন্ স্ত্রী আছে যে তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) বশতাপ্রাপ্ত না হয়। অধিক কি যে রমণী স্তনবক্ষরা (যাহার এক বৎসর বয়সের ছেলে আছে) সেও তাহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) পরিত্যাগ করিতে পারে না। হে মধুপ! এ বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ করিবার নাই। হয়তো তুমি মনে করিতে পার "সে যদি এমন পরম-সদ্‌গুণ, আপনি কেন বারংবার (শ্রীকৃষ্ণকে) নিন্দা করিতেছেন, তাহারই উত্তরে শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে মধুপ! সে নিশ্চয়ই সকলকে বশীভূত করিবার বৈভবশালী হইলেও সরলতা প্রভৃতি গুণ নাই বলিয়া তাহার ঐ সর্ব্ববশিকারিতা গুণটী কেবল কপটতা মাত্র। যেহেতু বিড়াল-তপস্বীর মত কপটী মানুষ অপরকে নিজের অধীন করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত সাধু লোক কখন সেরূপ ব্যবহার করে না। কিরূপে সকল লোককে বশীভূত করিবে, বিড়াল-তপস্বীর মাত্র এই উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু সাধুলোকের ঐ জাতীয় কপটতামাখা ব্যবহার মোটেই ভাল লাগে না। হে মধুপ! তাহার আপাততঃ রমণীয় হাস্য, সুমধুর ভ্রূযুগলের বিলাসভঙ্গী, সুধাকর-বিনিন্দি-মুখ-মণ্ডল, প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি বলিয়া সাধারণ জন নির্দ্দেশ করে। কেবল তাহার মনেতেই কাপট্য, এইটী সাধারণের ধারণা। আমরা কিন্তু তাহার সকলই কপটতাময় বলিয়া বুঝিয়াছি। সেইজন্য মথুরাপুরের রমণীগণের পাছে বা আমাদের মত দশা ঘটে, ইহাই ভাবিয়া করুণার বশবর্ত্তিনী হইয়া বলিতেছি। তুমি মনে করিওনা আমরা মাৎসর্য্যবশতঃ কিছু বলিতেছি। আমরা যেমন তাহার সেই মধুর হাসিতে, ভ্রূবিলাসভঙ্গিতে বিমুগ্ধা হইয়া তাহাকে প্রীতি করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন জনম কাটাইতেছি, সেইপ্রকার সরলপ্রাণা মথুরাঙ্গনাগণও যেন আমাদের মত দশা প্রাপ্ত না হয়, তাই তুমিও তাহাদিগকে এইপ্রকার শিখাইবে। দেখ মধুপ! যাহার পায়ে কাঁটা বিঁধে সে যেমন অন্যকে সেই কণ্টকবনে যাইতে নিবারণ করে, কিন্তু যেজন উদাসীন সেজন কখন কণ্টক হইতে ইতর জনকে নিবারণ করে না। এইপ্রকারে শ্রীরাধিকা ভ্রমরকে সম্পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়া পুনরায় ভ্রমর যেন কিছু বলিতেছে এইরূপ আশঙ্কা করতঃ স্বয়ং প্রগল্‌ভতার সহিত বলিতে লাগিলেন,—ওরে শিলীমুখ! ভ্রমর! তুমি বৃথা কেন আমাদের প্রতি দোষারোপ করিতেছ; যেহেতু তুমি গুঞ্জন করিয়া কি আমাদিগকে ইহাই বলিতেছ "তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) যদি এতই দোষ তাহা হইলে পরম বুদ্ধিমতী আপনাদেরও অদ্যাপি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় লালসা দেখিতেছি কেন ? ওরে মধুপ ! আমরা যে কেন তাহার প্রতি এত গুরুতর লালসা করি তাহা শ্রবণ কর। লোকপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায় যেখানে যেখানে তাহার চরণরজ পতিত হয়, লক্ষ্মী সর্ব্বেশ্বরী হইয়াও নির্লজ্জভাবে সেইখানে সেইখানে যাইয়াই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব আমরা মানুষী তাহাতে গোয়ালিনী হইয়া কেমন করিয়া তাঁহার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি। পুনরায় শ্রীরাধিকা বিচারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—ওরে মলিনবুদ্ধি মধুপ ! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, যেহেতু তোমার সখা প্রথমে লক্ষ্মীকেই এই-প্রকার কেন বশীভূত করিয়াছে। যেজন সকলকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করে, সেজন যদি সুচতুর হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রধান জনকে বশীভূত করে। কারণ সর্ব্ব-প্রধানকে বশীভূত করিতে পারিলে সাধারণ জন সেই প্রধান-জনকে আদর্শ করিয়া বশীভূত হইয়া থাকে। সকল শক্তি-বর্গের মধ্যে শ্রীশক্তি (লক্ষ্মী) প্রধানা। তাহাকে বশীভূত করাতে সকল শক্তিকেই বশীভূত করা হইয়াছে। হয়ত তুমি মনে করিতে পার, যে জন দুঃখদায়ী তাহার প্রতি আসক্তিতে কি লাভের সম্ভাবনা হইতে পারে। তাহার উত্তরে মনের কথা গোপন করিয়া কি হইবে তাই সুস্পষ্ট-ভাবে বলিতেছি। যদ্যপি তাহাকে প্রীতি করিয়া কোনই লাভ নাই—তথাপি চিত্তচোর তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) মায়ায় আমরাও ভুলিয়া তাহার প্রতি আসক্তি করিয়াছি। সেই ভুলে পড়িয়াই আমরা তাহার উপরে পরম উত্তমবুদ্ধি ধারণ করিতেছি, কিন্তু কখনও কপটবুদ্ধি করি নাই। হয়ত একথায় তোমার মনে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি সেই কপটচূড়ামণি চোরশিরোমণির কপটতা বুঝিতেই পারিয়াছ তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহার উপরে শ্রদ্ধা পোষণ করিতেছ ? শুন মধুপ ! যদ্যপি তোমার এই কথা সত্য বটে অর্থাৎ সে যে কপটচূড়ামণি তাহা জানা সত্ত্বেও কেন যে তাহাকে আমরা বিশ্বাস বা প্রীতি করি তাহার কারণ বলিতেছি শুন। নিজ নিজ বাসনানুরূপ বস্তু না পাওয়ায় যাহারা দরিদ্র, তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করাতে তাহার একটী নাম উত্তমশ্লোক। এই নাম শুনিয়া আমাদিগকে একদিন নিস্তার করিবে তাহার প্রতি এই প্রকারে দৃঢ় শ্রদ্ধা সেই মায়াই আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ আমরা যে তাহার উপরে কেন বিশ্বাস করি এটীও তাহার মায়া-শক্তিরই প্রভাব। দেখ মধুপ ! জৈমিনিমুনির শিষ্যগণ বলে যে, দেবগণের প্রতি বিশ্বাস করিবার নাই। কারণ যদি যজ্ঞাদিস্থলে দেবগণের যে আকার ও যে বাহনাদির কথা শাস্ত্র বর্ণন করেন, সেই সেই আকারে সেই সেই বাহনে যদি যজ্ঞাদিতে স্থাপিত ঘটাদিতে আবির্ভূত হন তাহা হইলে যে ঘটাদিতে দেবগণকে আহ্বান করা হয়, ঐরাবত-হস্তি প্রভৃতির পদাদির স্পর্শে স্থাপিত ঘটাদি ভঙ্গের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে ; অতএব মন্ত্রাত্মকই দেবতা। তেমনি সে কপটী হইলেও তাহার নামই আমাদিগকে এ দুঃখসিন্ধু হইতে নিস্তার করিবে বলিয়া বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে।

এই শ্লোকটীতে চিত্রজল্পের উজ্জল্প লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ভিতয়ের্ষ্যয়া।
সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে ॥

গর্ব্বমিশ্রিত ঈর্ষ্যার সহিত হরির কুহকতা বর্ণন, আর অসূয়ার সহিত হরির প্রতি আক্ষেপকে পণ্ডিতগণ উজ্জল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে 'দিবি ভুবি চ রসায়াম্' ইত্যাদি বর্ণন দ্বারা হরির কপটতা দেখান হইয়াছে। তৃতীয় চরণে "চরণ রজ উপাস্তে" অর্থাৎ লক্ষ্মী যাঁহার চরণ-রজ উপাসনা করে তাহাতে আমরা কোন্ সীমানায় গণিত হইতে পারি। ইহার দ্বারা গর্ব্বমিশ্রিত ঈর্ষ্যা প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্লোকের চতুর্থ চরণে "অপি চ কৃপণপক্ষে" অর্থাৎ যেজন কৃপণকে (দীনজনকে) কৃপা করে তাহাকেই এই উত্তমশ্লোক বলে। এই উক্তিতে অসূয়ার সহিত আক্ষেপ করা হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্ম্মুকুন্দাৎ ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিন্নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥

অনন্তর অতিশয় সৌগন্ধে বিকশিত কমল ভ্রমে নিজ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চরণের উপরে পতিত হইয়া সুমধুর গুঞ্জনকারী ভ্রমরকে অপরাধ-ক্ষমাপ্রার্থী মনে করিয়া অর্থাৎ এই ভ্রমর আমার পায়ে পড়িয়া নিজ সখার (শ্রীকৃষ্ণের) কৃত অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে এই ধারণার আবেশে ভ্রমরকে ভর্ৎসন করতঃ এবং পাদবিক্ষেপে তাহাকে দূরে অপসারিত করিয়া বলিয়াছিলেন, ওরে দুষ্ট ষট্পদ! চাটুতা প্রকাশ করিয়া কেমন করিয়া তুই মস্তকে আমার চরণ ধারণ করিতেছিস্। অতি সত্বর তুমি আমার চরণ ছাড়িয়া দাও! ওরে মধুপ! তুই কি গুঞ্জন করিয়া আমাকে ইহাই বলিতেছিস্, হে দেবি! তুমি আমার প্রতি বৃথা কোপ করিও না, কৃপা করিয়া আমার নিবেদন একটী বার শ্রবণ কর। আমি যে উদ্দেশ্যে তোমার প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আসিয়াছি, তাহা তোমার চরণে জানাইতে একবারও অবসর পাইলাম না। দিব্যোন্মাদ-স্বভাবে মধুকরের স্বাভাবিক গুঞ্জন হইতে এইরূপ কল্পনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওরে তুই মস্তক হইতে আমার চরণ ছাড়িয়া দে, এস্থান হইতে তুই দূরে যা, আমি সব জানি, অন্য কেউ জানুক্ বা নাই জানুক্ আমার কিছু জানিতে বাকি নাই। আমাকে লক্ষ্মীর মত অচতুরা মনে করিও না। আমি তোমাকে জানি তোমার মুকুন্দকে জানি এবং তোমাদের দুজনার স্বভাবও জানি। অতএব আমার চরণ ছাড়িয়া দাও। এবং সেই সঙ্গে তোমার এই অসাধারণ চাটুবাক্যও পরিত্যাগ কর। মুকুন্দের অসাধারণ অনুনয় করিবার ক্ষমতা প্রচুরই আছে। তাহাও আমি বিশেষ জানি, এই ব্রজে যখন যখন সে আমার নিকট গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইত, তখন তখনই গলায় বসন লইয়া "দেহি পদপল্লবমুদারম্" ইত্যাদি চাটুতামাখা অনুনয়-বাক্যে ও ব্যবহারে আমার হৃদয় গলাইয়া দিত। কিন্তু এখন ভুগে শিখেছি তাই আর আমাকে অনুনয়-বাক্যে ভুলাইতে পারিবে না। তুমি বুঝি তাহারই নিকট হইতে চাটুতা ভিক্ষা করিয়া দৌত্যকার্য্যে ব্রতী হইয়াছ? ওরে মধুপ! তুই কি গুঞ্জন করিয়া আবার এই প্রার্থনা করিতেছিস্ যে, হে স্বামিনি! তোমার প্রাণকোটী হইতে অধিক প্রিয়তম সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদ না করিয়া সতীর্থ আমার সহিত একটা সন্ধি স্থাপন করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ কল্পনার আবেশে বলিতে লাগিলেন, ওরে মধুপ! আমরা তাহারই প্রীতির দায়ে পতি অপত্য গৃহ ইহলোক পরলোকের সুখ ভোগের অনুকূল সর্ব্ব বিষয় ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে অকৃতজ্ঞ আমাদের কৃত উপকারের দিকে একটুকু দৃষ্টি করে নাই। অথবা একবারও সে ভাবিলনা যে এই ব্রজাঙ্গনাগণ আমারই সুখের জন্য সব ছাড়িয়া এখন অনন্যগতি হইয়াছে অর্থাৎ "আমি ছাড়া ইহাদের আর অন্য অবলম্বন নাই, আমি যদি ইহাদিগকে ত্যাগ করি আমারই জন্য এই নিরাশ্রয়া ব্রজাঙ্গনাগণ কোথায় দাঁড়াইবে কাহারই বা মুখের পানে তাকাইবে" একথা একবারের জন্যও সে ভাবে না, কিংবা সে নিজ স্বার্থের জন্য আমাদিগকে জাতি অপত্য বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি এবং ইহলোক পরলোক ছাড়াইয়া অবশেষে তাহার চরণে একান্ত প্রপন্না আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে। এতাদৃশ কঠোর শঠবরের সহিত কেমন করিয়া সন্ধি করা যাইতে পারে। কপটী ব্যক্তি সেই খানেই কপটতা করে যেখানে তার কপটতা প্রকাশ না হয়। একবারও যদি কপটীর কপটতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত সত্য ব্যবহারও মিথ্যা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

এই শ্লোকে দিব্যোন্মাদে দশাঙ্গ চিত্র-জল্পাখ্য অনুভাবের সংজল্প নামক পঞ্চম অঙ্গটী প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে উল্লেখ আছে—

সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া।
তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতো বুধৈঃ॥

যাহাতে গূঢ়ভাবে সোল্লুণ্ঠ বচন (ঠাট্টার সহিত প্রশংসা) রীতিতে কোন আক্ষেপ ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞাদি বর্ণিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে সংজল্প বলে।

এই শ্লোকে "বিসৃজ শিরসি পাদং" এই পূর্ব্বার্দ্ধে আক্ষেপ-ভঙ্গী প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে অকৃতজ্ঞতা উল্লিখিত হইয়াছে। সংজল্প লক্ষণে "অকৃতজ্ঞাদি" এই আদি পদের দ্বারা নির্দ্দয়ত্ব, পর-দ্রোহিত্ব, প্রেমশূন্যত্ব বুঝিতে হইবে। ১৬॥

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বাহবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ॥ ১৭॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনন্তর শ্রীরাধিকা ক্ষণকাল মৌন অবলম্বন করিলেন। তৎপরে সহসা প্রগাঢ়—প্রণয়বিবর্ত্তে অরসিক জনের বৈরস্যময় কথা কহিতে লাগিলেন। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—যেমন তরঙ্গের দ্বারাই নদীর শোভা ও কলেবর বৃদ্ধি হয় তেমনি স্থায়িভাবসিন্ধুর তেত্রিশটী সঞ্চারিভাবরূপ তরঙ্গের দ্বারাই শোভা ও কলেবর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই সঞ্চারীর অপর নাম ব্যভিচারী ভাব। ইহার লক্ষণ—

বিশেষেনাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ॥

স্থায়িভাবের প্রতি বিশেষরূপে আভিমুখ্যে যে সকল ভাব স্থায়িভাবরূপ অমৃতসাগরে তরঙ্গের মত উঠানামা করে, তাহাকে ব্যভিচারী বা সঞ্চারিভাব কহে।

এই সঞ্চারিভাবে ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য, ভাবশান্তি, ভেদে চারিটী অবস্থা প্রকাশ পায়। এস্থানে দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় শ্রীরাধার নির্ব্বেদসঞ্চারীটী স্থায়িরূপে প্রকাশ পাওয়ায়, নিজপ্রাণকোটীপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষ-দৃষ্টিতে দুঃখবুদ্ধি হওয়ায় "আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার কোন সম্বন্ধে প্রয়োজন নাই" এই প্রকার অলং প্রকৃতির উদ্গম হওয়ায়, প্রতি পদে কেবল শ্রীকৃষ্ণের দোষই উদ্গার করিতেছেন।

এই শ্লোকটীতে নির্ব্বেদ-সঞ্চারীটীর অতিশয় গাঢ়তা প্রকাশ পাওয়ায় শ্যামবর্ণ মাত্রের প্রতি দোষ-দৃষ্টি উদ্গত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা যাহারা শ্যামবর্ণ তাহারা তাহারাই ঈশ্বর, দেবতা মানুষ হইলেও অত্যন্ত কুটীল নির্দ্দয় ও অধার্ম্মিক হইয়া থাকে। অতএব আমি কেবলমাত্র তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) সেই প্রকার কুটীল-ব্যবহার হইতে ভীতা তাহা নহে; কিন্তু শ্যামজাতির স্বভাব হইতেও অত্যন্ত ভয় পাইতেছি। বর্ণগত সাম্য আছে বলিয়া ধীরোদাত্ত প্রভৃতি নায়কগুণে বিভূষিত শ্রীরাম বামন প্রভৃতি রূপেও দোষ দেখাইয়া কৈমুত্য-ন্যায় অবলম্বনে কালবর্ণ মাত্রের ব্যবহার দেখাইতে লাগিলেন। নির্ব্বেদ-সঞ্চারীটী এত গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, শ্যাম নাম উচ্চারণ করিতেও পাপের আশঙ্কা করিতেছেন। তাই বলিলেন যে, এক অসিত অর্থাৎ সাদার বিপরীত সেও কপিগণের (বানরের) রাজা বালিকে বাণে বিদ্ধ করিয়াছে। ব্যাধ যেমন নির্দ্দয় এবং গুপ্তভাবে বিদ্ধ করে, সেই অসিতও নির্দ্দয় গুপ্তভাবে বালিকে বিদ্ধ করিয়াছিল। মাংসাদি-লুব্ধ প্রসিদ্ধ ব্যাধের যে সকল ক্রুরতা প্রভৃতি ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ক্ষত্রিয়বংশীয় দাশরথী যদ্যপি ব্যাধধর্ম্ম-রহিত, তথাপি বর্ণটী অসিত ছিল বলিয়া সর্ব্ব ধার্ম্মিককুলের মুকুটমণি হইয়াও অর্থাৎ ধর্ম্মমর্য্যাদা-রক্ষাকারী পুরুষোত্তম নামে খ্যাত হইয়াও অসিতবর্ণ (শ্যামবর্ণ) যোগ থাকায় এইরূপ ব্যাধবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছিল। শুনরে মধুপ! ব্যাধ বলিয়া যাহারা প্রসিদ্ধ তাহারাও বানরের মাংস অভক্ষ্য বলিয়া তাহাদিগকে বধ করে না। কিন্তু সে ধার্ম্মিকচূড়ামণি হইয়া বানরের রাজা বালিকে বধ করিয়াছে। তাহারই অপর চরিত্র শ্রবণ কর। সাক্ষাৎ বিশ্রবামুনিবংশপ্রভবা সূর্পণখাকে নাক কান কাটিয়া বিরূপা করিয়াছিল। তাহার দোষ এই যে, সেই দাশরথীর রূপ দেখিয়া গুণ শুনিয়া বিমুগ্ধা হইয়া তাহাকে (দাশরথী রামকে) বিবাহ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিল। এই অপরাধে তাহাকে বিবাহ'ত করিলই না, পরন্তু অন্য কেহ যেন বিবাহ না করে এই প্রকার নাক কান কাটিয়া বিরূপা করিয়াছে। হাঁ বুঝিতাম যে তিনি ব্রহ্মচারী নারীবার্ত্তাবিমুখ, তাহা'ত ছিলেন না। পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গিয়াছেন অথচ স্ত্রীটী তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধ ধরিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। সে স্ত্রীর প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া স্বর্ণ-মৃগের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, একথা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। অপর একটী অসিত (শ্যাম) তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারী রূপে শান্তি ক্ষান্তি প্রভৃতি গুণ-যোগ্য হইয়াও পরম ধর্ম্মাত্মা বলি মহারাজকেও যে সকল লাঞ্ছনা করিয়াছিল তাহা এই জগতে কে না জানে? সেই ধর্ম্মাত্মা বলি মহারাজ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণটীকে দেখিয়া কত আদর যত্ন করিয়া তাহার ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা পূরণের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া পূজা করিল, নিজে তাহার পূজা গ্রহণ করিয়া অবশেষে ছোট ছোট পা দেখাইয়া কেমন করিয়া বড় বড় পা বাহির করিল সেই ইন্দ্রজাল-কুহক কেহই বুঝিতে পারিল না। কারণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সকলেই জানে বড়র ভিতরে ছোট থাকে, কিন্তু ছোটর ভিতর বড় কিরূপে থাকে, তাহা সকলেরই বুদ্ধির অগোচর। দুই পায়ে সপ্তস্বর্গ সপ্তরসাতল ব্যাপিয়া অবশেষে 'তৃতীয়-পদের স্থান দাও' এই ছল তুলিয়া তাহাকে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছিল। কাক জাতি যেমন ভক্ষ্য দ্রব্য সব খাইয়া অবশেষে নিজশব্দে অন্যান্য কাকগুলিকে ডাকিয়া আনিয়া আহারদাতাকে বেষ্টন ও চঞ্চু-আঘাতে উদ্বেজিত করিয়া তুলে, তেমনি সে ব্রহ্মচারিচূড়ামণিও 'সংকল্পিত দান পূরণ হইল না' এই ছলে গরুড় সুনন্দ প্রভৃতি নিজজনের দ্বারা সেই ধর্ম্মাত্মা বলি মহারাজকে বাঁধিয়াছিল এবং স্বর্গ হইতে রসাতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। আমরাও সেই মাথুরপুর-স্ত্রীজিত অসিত (কৃষ্ণ) হইতে নিজ জীবনের প্রতি বিশেষ আশঙ্কা করিতেছি। দাশরথি ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া তাহার ক্রূরতা প্রভৃতি ধর্ম্ম অসম্ভব নহে। কিন্তু সাক্ষাৎ কশ্যপ-মুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মাবধি ব্রহ্মচারী অথচ নিঃসঙ্গ হইয়াও পরম ধার্ম্মিক বলি মহারাজের প্রতি যে দৌরাত্ম্য করিয়াছে সে কথা মনে করিতেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। অসিতবর্ণ-যোগে ব্রাহ্মণকেও কি এই প্রকার বিকৃত করিয়া তুলে! ওরে মধুপ! অব্যক্তস্বরে তুমি কি বলিতেছ—যদি তাহাদের চরিত্র এত দোষেরই হইবে, তাহা হইলে মুনিগণও কেন তাহাদের চরিত্র পবিত্র বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, সেই সকল অসিতবর্ণ কপটিগণের এমন একটী গুরুতর মোহিনী শক্তি আছে যে মুনিগণকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়া থাকে। যে মোহিনীশক্তিতে সকলকেই ভীত করিয়া তুলে। হিংস্রজন্তু হইতেও লোক-গণের সেইরূপ ভয় উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মধ্বজিগণের দর্শনমাত্র হইতে যে প্রকার ভয় উৎপন্ন হয়। যেহেতু হিংস্রজন্তুর ভয়ে মানুষ পলায়ন করিতে পারে। হিংস্র-স্বভাব-মানুষ এমন পবিত্র চরিত্র প্রকাশ করে যাহাতে সকলকেই বিমুগ্ধ হইতে হয়।

হিংস্রাদপি ন হি তাদৃগ্ ভীতির্ভবতীহ লোকানাম্।
যাদৃশ্ দর্শনমাত্রাদ্ধর্ম্মধ্বজিনঃ প্রজায়েত॥
হিংস্রঃ খলু কিং কুর্য্যাদ্, যস্মাদ্ভীত্যা পলায়তে লোকঃ।
হিংস্রাত্মাপি চরিত্রং, শুভমিব কলয়ন্ ভৃশং শক্যঃ॥

ওরে মধুপ! তুই অস্পষ্ট গুঞ্জন করিয়া কি বলিতেছিস্—তাহার যদি এতই দোষ তাহা হইলে আমি আসা অবধি তাহার কথা ভিন্ন অন্য কোন কথাও ত বলিতেছেন না! দোষী জনার দোষ যে কীর্ত্তন করে সে কি বড় ভাল মানুষ? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, "দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ" ওরে, যদ্যপি অশুদ্ধচিত্ত অসিত (শ্যামল) মাত্রের বন্ধুত্বের লেশ মাত্রে আমার কোনই প্রয়োজন নাই, তথাপি তাহার কথারূপ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে অসমর্থা। সব ত্যাগ করিতে পারা যায় এমন কি তোর বন্ধুকেও ত্যাগ করিয়া থাকা যায়, কিন্তু তার কথারূপ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে পারা যায় না। অথবা আমরা তোমার সখাকে ত্যাগ করিয়াছি কিন্তু তাহার কথারূপ বস্তুবিশেষ দুস্ত্যজ। এই দুরন্ত বিরহে একমাত্র তাহারই কথা অবলম্বনে বাঁচিয়া আছি। যেজন তাহার কথারূপ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত তাহার মত দরিদ্র এই সংসারে দ্বিতীয় আর কেহ নাই। কেবল আমরা বলিয়া নয় মুনিগণও তাহার কথাকেই আদর করিয়া থাকে। এই শ্লোকটীতে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে অবজল্পের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তন্মধ্যে "বিধ্যধে" এই পদে কাঠিন্য, "স্ত্রীজিত" এই পদে কামিত্ব, "বলিমপি" এই পদে ধৌর্ত্ত্য, "অসিতসখ্যৈ" এই পদে তাহাতে আসক্তির অযোগ্যতা, ধ্বনিতে ভয় ঈর্ষ্যা প্রভৃতি উল্লেখিত হইয়াছে।

হরৌ কাঠিন্যকামিত্বধৌর্ত্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা।
যত্র সের্ষ্যাভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ॥

যে লক্ষণে ঈর্ষ্যা ও ভয়ের সহিত হরিতে কাঠিন্য, কামিত্ব, ধৌর্ত্ত্য হেতু আসক্তির অযোগ্যতা বর্ণিত হয়, সাধুগণ তাহাকে অবজল্প বলিয়া বর্ণন করেন।১৭।

যদনুচরিতলীলা-কর্ণপীযুষ-বিপ্রুট্-
সকৃদদন-বিধূত-দ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি॥১৮॥

অনন্তর ক্ষণকাল বিশ্রাম ও বিচার করিয়া শ্রীরাধিকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিলেন, ওরে মধুপ! আমরা সাক্ষাৎ তাহার সহিত বন্ধুতা করিয়া যে দুঃখিনী হইয়াছি সেটা আর আশ্চর্য্যের কথা কি! তাহার লীলাকথাও ত্রিবর্গলতার মূল-উন্মূলনী অর্থাৎ যে তাহার লীলাকথা শ্রবণ করে তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ লতার মূল উৎপাটিত হয়। ধার্ম্মিক শুনিলে তাহার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা থাকে না, ধনী শুনিলে ধনের প্রতি আদরশূন্য হয়, বিষয়ভোগী ব্যক্তি শুনিলে ভোগে আসক্তি থাকে না, তথাপি ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তাহার মত তাহার কথাতেও কি এক মায়াময়ী মোহিনী শক্তি আছে। হে মধুপ! যাহার নিজ মনের অনুকূল কর্ম্মের নামই লীলা অর্থাৎ যখন যাহা মনে উঠে তখন ভালমন্দ কিছু বিচার না করিয়া বালকের মত যাহা করিয়া থাকে সাধুজন তাহাকেই লীলা বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন।

এস্থানে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে—শ্রীভগবানের চেষ্টা, লীলা ও কর্ম্মভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে ফল উদ্দেশ্য করিয়া যে চেষ্টা প্রকাশ পায় তাহার নাম কর্ম্ম। যেমন "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" আমি সাধুজনকে রক্ষা করিতে, দুষ্টজনকে বিনাশ করিতে এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি। এই তিনটী উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন একটী উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীভগবান যাহা করেন তাহার নাম কর্ম্ম। আর যেস্থানে কোন উদ্দেশ্য না লইয়া আনন্দ-উল্লাসভরে চেষ্টা করেন তাহার নাম লীলা। এই অভিপ্রায়ে মহাজনগণ বলেন,—

"স্বেচ্ছয়া হর্ষাৎ অনায়াসেনৈব ক্রিয়মানা চেষ্টা লীলা"

পরপ্রেরণায় না হইয়া স্বইচ্ছায় আনন্দ-উল্লাসে অনায়াসে কৃত চেষ্টার নাম লীলা। ব্যবহার-জগতেও দেখা যায়, যে স্থানে উদ্দেশ্যরহিত উল্লাসভরে কার্য্য করে তাহার নাম খেলা, আর যেস্থানে উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করে তাহার নাম কর্ম্ম। এই বিশুদ্ধ লীলার ক্ষেত্র একমাত্র শ্রীব্রজধাম। এই শ্রীব্রজে মাঝে মাঝে যে দৈত্যবধ কার্য্য দেখা যায় তাহাও আনন্দ-উল্লাসভরেই সখা পিতামাতা কান্তাগণের কৌতুকরস এবং উল্লাসবর্দ্ধনকারি রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্য শ্রীব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যত চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছেন সে সকলই বিশুদ্ধ লীলামধ্যে পরিগণিত। শ্রীব্রজ ছাড়িয়া শ্রীমথুরা দ্বারকাতে যে সকল চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছেন সে সকলই উদ্দেশ্যপূর্ণ ও আয়াসসাধ্য বলিয়া কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত। যদ্যপি শ্রীভগবানের কর্ম্ম ও লীলা দুইই দিব্য, অলৌকিক, প্রকৃতিসম্বন্ধরহিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং স্বরূপানুবন্ধী। যে হেতু শ্রীভগবদ্গীতায় উল্লেখ আছে—

"জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।

হে অর্জ্জুন! আমার দিব্য অলৌকিক অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্ম্মকে যে জন মদীয় স্বরূপানুবন্ধিরূপে জানে, সে জন দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না এবং আমাকে লাভ করিয়া থাকে। ইত্যাদি বহুল প্রমাণে শ্রীভগবানের কর্ম্ম ও লীলা উভয়েরই অপ্রাকৃতত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তথাপি কর্ম্ম হইতেও লীলার মাধুর্য্য ও ক্ষমতা অধিক। লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণে যেমন সত্বর চিত্তবৃত্তি সেই লীলাকারীতে আবিষ্ট হয়,—ভগবৎকর্ম্মশ্রবণাদির দ্বারা তেমন সত্বর চিত্তের আবেশ ঘটে না। এই অভিপ্রায়ে ১২।৪।৪০ শ্লোকে শ্রীসূতগোস্বামিপাদ শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন,—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য।৪০॥

বিবিধ দুঃখদাবানলে দগ্ধ মানবের ভগবান লীলা-পুরুষোত্তমের লীলাকথা আসক্তিপূর্ব্বক আস্বাদন বিনা অতি দুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোনও ভেলা নাই। অন্য যতসকল উপায় সকলই সাঁতার কাটিয়া পাড়ি দেওয়া মত ক্লেশ ও দীর্ঘসময়সাধ্য। বস্তুর মাধুর্য্যে যেমন বস্তুতে সত্বর চিত্তের আবেশ জন্মায় এমন কোন চেষ্টাতেই হয় না। এই শ্লোকটীতে শ্রীরাধিকা নিন্দার ছলে লীলাকথার মাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই লীলাই কর্ণের সুধা অর্থাৎ আপাততঃ শ্রবণে কর্ণসুখপ্রদ। কিন্তু অর্থবিচারে মনঃপ্রীতিকর নহে। সেই লীলাসুধার এক কণিকা একবার মাত্র দুর দেশ হইতেও (শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি) কোন প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদন করিলেই মিথুনাচার বিশেষরূপে বিদূরিত হইয়া যায়। স্ত্রী যদি তাহার (কৃষ্ণের) কথা শুনে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পতির প্রতি স্নেহ ত্যাগ করে। আবার পতি যদি শুনে স্ত্রীর প্রতি স্নেহ ত্যাগ করে। পুত্র শুনিলে পিতামাতার প্রতি এবং মাতাপিতা শুনিলে পুত্রের প্রতি স্নেহ ত্যাগ করিয়া থাকে। তাহার কথার এমন একটী মাদকতা আছে যে, ঐ কথা কোন প্রকারে কিঞ্চিৎমাত্র আস্বাদন করিলে শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, স্তুতি, নিন্দা, জয়, পরাজয়, প্রভৃতি দ্বন্দ্বধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। অতি স্নিগ্ধমনা মানবও যদি সেই কঠোর কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহারাও অতিশয় কঠোর নির্দ্দয় কৃতঘ্ন হইয়া থাকে। তাহারই প্রমাণস্বরূপে বলিতেছেন যে সময়ে কথা শ্রবণ করে সেই সময়ে এত কঠোর ও নির্দ্দয় হয় যে অন্য উপার্জ্জক অভাবে অতি দরিদ্র পিতা শ্বশুর প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এ বিচার তাহার মনে উঠে না যে আমি ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেলে ইহাদের অবস্থা কি হইবে—এ বিচার করিবারও ক্ষমতা থাকে না। মূল শ্লোকে "উৎসৃজ্য" এই পদটি উল্লেখ থাকায় এই অর্থ ই ধ্বনিত হয় যে, সেই স্বজন বন্ধুবান্ধবকে কুশজলসংযোগে মৃত্যুকে সম্প্রদান করিয়া চলিয়া যায়। হায়, হায়, সেই স্ত্রীপুত্র মরিয়া যাউক্ কিন্তু নিজেও যদি সুখী হইতে পারিত তাহা হইলেও কিছু ভাল মনে করিতাম। কিন্তু তাহাও হয় না। নিজেরাও গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় চিত্ত-বিক্ষেপ জন্য একটী কাণা কড়িও আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যায় না—এমন কি গৃহত্যাগের সময় ভার্য্যা প্রভৃতির রোদন দর্শন করিয়াও চিত্তে কিছুমাত্র বৈকল্য ঘটে না, এমত মহা কঠোর হইয়া থাকে। সেই অবস্থার মানুষ দুই চার জন নহে। যাহারা যাহারা তাহার লীলাকথা শুনিয়াছে, শুনিতেছে শুনিবে, সেই সকল হাজার হাজার মানুষই এই প্রকার দুর্গতি লাভ করিবে ও করাইবে। হে মধুপ! যদি বল সেই সকল মানুষ কি জীবিকা অবলম্বনে বাঁচিয়া থাকে, তাহারই উত্তরে বলিতেছি, যে সকল মানুষ তাহার লীলাকথা শুনে তাহারা পাখী হইয়া যায়। সে পাখীও ছোট পাখী নয় হংস হয়। হংসও আবার ছোট খাঁট হংস নয় পরমহংস হয়। পরমহংস হইয়া গোধুমকণা প্রভৃতি ভিক্ষাপরিপাটীতেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। যদি কেহ স্থূল ভিক্ষা দিতে চায় তাহাও গ্রহণ করে না। এস্থলে যদ্যপি নিন্দাছলেই শ্রীকৃষ্ণলীলার দোষ উদ্গার করিতেছেন, পরমার্থবিচারে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলাশ্রবণকীর্ত্তনের নিখিল সাধন হইতে অতিশয় উৎকর্ষই স্থাপন করা হইয়াছে। যেহেতু নিখিল সাধনেরই মুখ্য তাৎপর্য্য অশেষ আবেশ নিবৃত্তি হইয়া নিজ অভীষ্টের চরণে আবেশের গাঢ়তার উদ্গম করান। অন্যান্য সাধনে তাদৃশ মাধুর্য্য ও শক্তি নাই বলিয়া সত্বর হৃদয়ের অনাদি কালের জড়ীয় আবিলতা দূর করিয়া নিজ অভীষ্ট প্রাণবল্লভে চিত্তের গাঢ় আবেশ জন্মাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণলীলার এমনি মাধুর্য্য ও ক্ষমতা আছে যে একবার মাত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি মাত্রেই নিখিল বিষয়ে বৈরাগ্য ব্রজবাসে রতি এবং ভোগাদিতে আসক্তিশূন্য করিয়া দেয়।

এস্থলে বর্ণনভঙ্গিতে এই ভাবটী প্রকাশ পাইতেছে যে, তাহার কথা বহুমিশ্রিমিশ্রিত ধুস্তুরবীজচূর্ণ। বহু মিশ্রি মিশ্রিত থাকায় খাইতে খুব মিষ্ট লাগে কিন্তু ধুস্তুর বীজ-চূর্ণ থাকায় নেশায় মাথা ঘুরিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণলীলাকথার এত মাধুর্য্য যে আস্বাদনে অতিশয় মধুর লাগে, কিন্তু বিষয়ে বিরক্তি জন্মাইয়া দিবসরজনী লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণে গভীর আবেশ জন্মাইয়া দেয়। আর যাহারা লীলাকথা বর্ণন করেন তাহারা সাধুবেশচ্ছন্ন মহাঘাতক, পুরাণপুস্তক অর্থাৎ লীলাগ্রন্থ জাল, অতএব সেই কথাবাচকগণ নিজ কক্ষে সেই গ্রন্থ লইয়া দেশে দেশে পরিভ্রমণ করেন। শ্রীল ব্যাসদেব প্রভৃতি মুনিবৃন্দ জালপ্রস্তুতকারী। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর বলিয়া সেই জাল নির্ম্মাণ করিবার আদেশকারী, এই জন্যই কৃষ্ণের পরমেশ্বরতা গৃহীত হইয়াছে। তাহার (কৃষ্ণের) মনের বিচার গোপীগণের মত সকল লোক দুঃখ-সাগরে পতিত হউক, এই প্রকার পরদুঃখদর্শনে তাহার পরম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুখ। কিন্তু মধুপ! এই প্রকার পরকে দুঃখ দেওয়ার ফলভাগী সে (কৃষ্ণ) যেমন হইবে তেমন ব্যাসাদি মুনিগণ হইবে না। এই শ্লোকে এই প্রকার শত শত ধ্বনি আছে। ব্যাজস্তুতিতে কিন্তু ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্লোকে "পাখিগণের তুল্য সজ্জনকেও দুঃখ দান করে বলিয়া তাহাকে (কৃষ্ণকে) ত্যাগ করাই সমুচিত।" এইরূপ অনুতাপময় বাক্য আছে বলিয়া ইহার নাম অভিজল্প শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে উল্লেখ আছে—

"ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ।
যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তস্তবেদভিজল্পিতম্॥"

পাখিগণকেও খেদ প্রদান করে বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করা উচিত এইরূপ অনুতাপের সহিত ভঙ্গীতে যে স্থানে তাহার দোষোদ্গার করা হয় তাহাকে বিজ্ঞজন অভিজল্পিত বলে॥ ১৮॥

বয়মৃতমিব জিহ্ম-ব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্! ভণ্যতামন্যবার্ত্তা॥ ১৯॥

অনন্তর শ্রীরাধিকা ভ্রমরগুঞ্জনের শ্রুতি অভিনয় করিয়া পুনরায় বলিয়াছিলেন,—ওরে মধুপ! তুমি কি এই প্রকার বলিতেছ, অয়ি, কৃষ্ণতৃষ্ণাপাত্রি আপনি তাহার সম্বন্ধে যেরূপ সম্ভাবনা করিতেছেন তাহা সত্য হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আপনার অন্তরে বাহিরে তিনি পূজিত হইতেছেন। হে মধুপ! তোমার এই বিষয়ের উত্তর শ্রবণ কর। এ বিষয়ে আমাদের কেবলমাত্র সম্ভাবনা নয়, সে বিষয়ে এই ব্রজে বহুল প্রমাণ রহিয়াছে। প্রত্যেকের চোখে চোখে প্রতি-ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা তাহার সকলগুলি কথাই ঋষিবাক্যের মত প্রামাণ্যবুদ্ধিতে দুঃখ-সাগরে নিমগ্না হইয়াছি। ওরে মধুপ! তুমি কি গুঞ্জন করিয়া বলিতেছ, হে দেবি! প্রথমতঃ প্রিয়সন্দেশ শ্রবণ করুন তারপর বিচার করুন তারপর সন্তুষ্ট হউন বা কুপিত হউন যাহা যোগ্য মনে করেন তাহাই করিবেন। হে মধুপ! আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে সেই কপটীর বারংবার প্রতিশ্রুত বাক্যে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাতেই এই দুর্দ্দশা লাভ করিয়াছি। রাস-রজনীতে যমুনাপুলিনে গোপীসভায় বসিয়া যেমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "ন পারয়েহং" আমি ব্রহ্মার মত পরমায়ু লাভ করিলে তোমাদের পরম পবিত্র প্রীতিমাখা ব্যবহারের প্রতিব্যবহার করিতে সমর্থ হইব না; কেবল তোমাদের প্রেমে ঋণীই থাকিব।" তাহার এই সকল উক্তিগুলির বারংবার ব্যভিচার হওয়া সত্ত্বেও মহাপুরুষের বাক্যের মত বিশ্বাস করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই বিশ্বাস করার ফলে আমাদের এই দুর্দ্দশা হইল যে, মৃগবেশধারী ব্যাধের গান শুনিয়া কৃষ্ণসারবধূ হরিণীগণ যেমন বাণাঘাতই লাভ করিয়া থাকে, আমরাও তাহার নখস্পর্শ জনিত তীব্র কন্দর্প-বেদনাই অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু কখনও স্মর-সুখ লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের এই অঙ্গে যখনই তাহার নখচিহ্ন দর্শন করি, তখনই তাহার প্রতি আকুল পিপাসায় অত্যন্ত কাতরা হইয়া উঠি। অধিক কি বলিব তাহার রূপাদি-মাধুর্য্যে প্রীতিমাখাবচনলালিত্যে, এমনই মোহে পড়িয়া-ছিলাম যাহাতে প্রীতির আবেশে তাহারই (কৃষ্ণেরই) বধূও হইয়াছিলাম। ওরে মধুপ! হয় ত তুমি মনে করিতে পার, আপনারা হইলেন কুলবধূ আর হরিণীগণ হইল পশুজাতি; তাহাতেও মনুষ্যগণের ভক্ষ্য, তাহারা যে ব্যাধকৃত দুরবস্থা প্রাপ্ত হইবে এটা সম্ভবপর, সেই হরিণ জাতির সহিত নিজেদের সমতা কিরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন? তাহারই উত্তরে হরিণীগণের পক্ষপাত অবলম্বনে প্রশংসা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন,—ওরে মধুপ! সেই সকল হরিণীগণকে সাধারণ মনে করিও না; কারণ সেই সকল হরিণীগণের ভর্ত্তা (স্বামিগণও) নিজ নিজকে পরম উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ নামেই পরিচয় প্রদান করে। অতএব তোমার বন্ধু (কৃষ্ণ) হইতে সেই সকল কৃষ্ণসারগণের কি অপকর্ষ আছে, যাহাতে হরিণীগণের অপকর্ষ হইতে পারে। অতএব যেমন সেইসকল কৃষ্ণবধূ মৃগীগণের দুঃখদায়ী ব্যাধ তেমনি আমাদিগের সম্বন্ধে দুঃখ-দায়ী তোমার বন্ধুই।

শপথং করোমি মধুকর! ন মনসি তস্যাঙ্গসঙ্গমঃ স্ফুরতি।
নখরস্পর্শবিষং পুনরন্তর্জ্বালাভিরনুমিতং ক্রিয়তে॥

দেখ, হে মধুকর! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আনন্দময়—গ্রন্থালয়, ভরতমিশ্র, কাষ্ঠী বারাণসী-5

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সংসর্গ আমার মনে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। তাহার কারণ এই, শ্রীকৃষ্ণের নখস্পর্শে যে বিষ আছে, তাহা আমার অন্তর্দ্দাহ দ্বারাই অনুমান করা যাইতেছে। হে উপমন্ত্রিন্! দাম্ভিক-ভাবে এখন চুপ করিয়া রহিলে কেন? হে ভণ্ডবিদ্যাপণ্ডিত! অধন্য কৃষ্ণকথা ত্যাগ করিয়া অন্য ধন্য কথা বল। এই শ্লোকে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে "আজল্প" লক্ষণটী প্রকাশ পাইয়াছে। যে লক্ষণে নির্ব্বেদ-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কৌটিল্য দুঃখদত্ব এবং ভঙ্গীতে অন্য-সুখদত্ব কীর্ত্তিত হয় পণ্ডিতগন তাহাকে আজল্প বলিয়া বর্ণন করেন। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে উল্লেখ আছে,—

জৈহ্ম্যং তস্যার্ত্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্ যত্র কীর্ত্তিতম্।
ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ॥

এই শ্লোকে কৃষ্ণের কৌটিল্য এবং তাহার কথার দুঃখদত্ব এবং অন্য কথার সুখদত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ১৯॥

প্রিয়সখ! পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ!
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য! শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে॥ ২০॥

এই প্রকার দিব্যোন্মাদজনিত বাহ্য অনবধানতা বশতঃ এতাদৃশ মহাবিরহেও শ্রীরাধা কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গের অতিশয় স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হওয়ায়, প্রবলতর কুটীলমানবতী হইয়াছিলেন। অনন্তর ভ্রমর নিজ জাতির স্বভাবে, অন্য কোথাও চলিয়া যাওয়ায়, অথবা নিজের উন্মাদ ও মূর্চ্ছার মধ্যে কোন একটী দশা উপস্থিত হওয়ায় সেই স্থানেই অবস্থিত ভ্রমরটীকে ক্ষণকাল দেখিতে না পাইয়া সাহজিক প্রেমের উৎকণ্ঠার স্বভাবে কলহান্তরিতা অবস্থাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন :—

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা তু সা॥

যে নায়িকা সখীগণের সমক্ষে নিজচরণে পতিত বল্লভকে ক্রোধভরে নিরসন করিয়া পশ্চাৎ তাপযুক্তা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে কলহান্তরিতা নায়িকা বলে। "হায় হায় আমি অতি কঠিন কার্য্য করিয়াছি, যে হেতু আমারই সন্তোষার্থে, আমারই প্রাণবল্লভ মানপ্রসাদনের জন্য দূত পাঠাইয়াছিল, আমি কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র আদর না করিয়া, তাহার একটী কথাও না শুনিয়া, দোষোদ্গার করতঃ এমত কর্কশ বাক্যসকল প্রয়োগ করিলাম, যাহাতে আমার বক্রোক্তি কিছু মাত্র বুঝিতে না পারিয়া অপমানবোধে মধুকর এস্থান হইতে চলিয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য রমণীদিগকে না পাইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায়, অর্থাৎ এই দুরন্ত বিরহানলে আমরা যাহাতে প্রাণত্যাগ না করি, এই উদ্দেশ্যে ভ্রমরকে পাঠাইয়াছিল। আমি কিন্তু তাহাকে এবং কৃষ্ণকে নিন্দা করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিবার ফলে নিজের হৃদয়কমলে নিজেই অগ্নি প্রক্ষেপ করতঃ নিজের দত্ত অগ্নিতে নিজেই জ্বলিয়া মরিলাম, এই বলিয়া শ্রীরাধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সখিগণ শ্রীরাধার রোদনধ্বনি শুনিয়া ধৈর্য্য ধরিতে অসমর্থা হইয়া পড়িলেন এবং তাহারা সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ভ্রমরের পথে নেত্র অর্পণ করিয়া আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই ভ্রমরই হউক্ অথবা তাহার মত অন্য আর একটী ভ্রমরকে সহসা আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রচুরতর কম্পনের সহিত মিশাইয়া হ্রাস এবং বৃদ্ধিরূপ বিকৃতবর্ণে বলিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে "প্রিয়সখ পুনরাগা" এইরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া পি, পি, পি, পি, পি, প্রিয়সখ, পু, পু, পু, পু, পু, পুনরাগাঃ পুনরায় তুমি আসিয়াছ? তুমি যদ্যপি এস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলে, তথাপি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছ এই জন্য নিশ্চয় তুমি আমাদিগের প্রিয় সুহৃদ্। ইহার অভিপ্রায় এই যে,—

যৎ প্রিয়সখতাভাগ্যস্তস্য ধনং তস্য নাস্যস্য।
প্রিয়তমদূতায় তু তন্মানং কিম্বস্য বাঞ্ছিতং পৃচ্ছ্যম্॥

যে জন একসঙ্গে খেলা করে সে জন সখা আর যে জন সম দুঃখে দুঃখী সেজন প্রিয়। যেজন দুঃখে সহবাসী হয় সে জন প্রিয়সখতা প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমাকে 'প্রিয়সখ' বলিয়া সম্বোধন করিলাম। সে সময়ে শ্রীরাধিকা অনুরাগ-যুক্তচিত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া নিজের ভাগ্যবিশেষ মনে করতঃ বলিতে লাগিলেন, তুমি কি আমার নিকট হইতে চলিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাণকোটী হইতেও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়াছিলে? তাহার নিকটে যাইয়া আমার এই দুরবস্থার কথা বিজ্ঞাপন করাতে সেই কি তোমাকে, আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আবার পাঠাইয়া দিয়াছে? এই কথা বলিতে যাইয়া পুনরায় প্রেমে কণ্ঠ কম্পিত হওয়ায়, 'প্রে, প্রে, প্রে, প্রেয়সা প্রে, প্রে, প্রে, প্রেষিত কিম্ এই কথা বলিতে বলিতেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অনন্তর শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছা দেখিয়া উদ্ধবের ধৈর্য্য-বৈভব বিলুপ্ত হইল এবং সখীগণেরও বুদ্ধিবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন শ্রীরাধিকা প্রবুদ্ধ মোহসংবলিত মূর্চ্ছাদশাতে স্বপ্নের ন্যায় "হায় হায় কি করিয়া আমি এই ভ্রমরের প্রিয়তা-ব্যবহারের ঋণ পরিশোধ করিব" এই রূপ চিন্তা করিয়া কিছু প্রলাপ করিয়াছিলেন। সেই প্রলাপটী এই "বরয় কিমনুরুন্ধে" বল তুমি আমার নিকটে কি পাইতে ইচ্ছা কর? এই বলিতে যাইয়া যুষ্মৎপুরুষের ক্রিয়া "অনুরুৎষে" এইরূপ বলা উচিৎ ছিল কিন্তু বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটায় "অবরুন্ধে এইরূপ অস্মৎপুরুষের ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ তুমি আমার নিকটে কি পাইতে অনুরোধ করিতেছ, এইরূপ বলিতে যাইয়া তুমি আমার নিকটে কি পাইতে অনুরোধ করিয়াছি এইরূপ প্রয়োগ করাতে বেশ বুঝা যায় যে শ্রীরাধার মোহ দশা উপস্থিত হইয়াছিল। এস্থানের অভিপ্রায় এই যে, যে জন প্রিয়-সখতা ভাগ্য লাভ করে, তাহার যে ধন তাহা তাহারই, অন্যের নহে। কিন্তু প্রিয়তমের দূতকে তাহাই প্রদান করা সমুচিত হয় না। কিন্তু তাহার অভিলষিত কি অর্থাৎ সে কি চায় তাহা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। সেই শ্রীরাধিকা এই বিষয়ে দৃঢ় আবেশ জন্য এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, "হয় ত এই ভ্রমর মনে করিতে পারে ইনি (শ্রীরাধা) মুগ্ধা কিন্তু সুচতুরা বা রসিকা নহেন, যেহেতু আমি নিরুপাধি হিতকারী সুহৃৎ হইলেও আমাকে নিরবধি উপাধিযুক্ত অর্থাৎ আমি কৃষ্ণপক্ষের দূত এইরূপ মনে করেন" অতএব ইহাকে এইরূপই বলা যাক্। "মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ" হে অঙ্গ (প্রিয়) তুমি আমার মাননীয় হও। যেহেতু যদ্যপি কোন ব্যক্তি কাহারও সর্ব্বদা নিরুপাধি মিত্র হইতে পারে না, তথাপি তাহাকে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। হে মধুপ! তুমি যদি এইরূপ মনে কর যে আমাকে ইহাই দান করুন, আপনি কোনরূপ শোক না করিয়া রথে আরোহণ করুন, আপনার মথুরা গমনই প্রার্থনা করি। ভ্রমরের যেন এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা কল্পনা করিয়াই কাকুতি মাখা ব্যাকুলতার সহিত এইরূপ প্রলাপ করিতে লাগিলেন।

"নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বম্।"

ইহার অভিপ্রায় এই যে, হে মধুকর! তুমি স্বভাবতই সকলকে আনন্দ দান করিয়া থাক। অতএব আমার প্রিয়-বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইয়া কেন তুমি আমাকে স্বপত্নীদের নিকটে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? সে স্থানে আমাদিগের বিজাতীয় মাথুর-নাগরীগণ তাহাকে ঘেরিয়া আছে, অতএব তোমার সেই বন্ধুর নিকটে আমাকে কোন্ যুক্তিতে লইয়া যাইতে চাহ? সেই স্বপত্নীগণের ভিতরে আমাকে লইয়া যাইলে একে বিরহবেদনায় আমার মর্ম্মস্থান ভাঙ্গিয়া যাইতেছে তাহাতে আবার সপত্নীগণের বেদনা কেন ভোগ করাইবে? যদি বল হে দেবি! আপনি সে স্থানে গমন করিলে, সেই সকল মথুরাপুরের নাগরীগণ সত্বই ধিক্কৃতা হইবে। এইরূপ উটঙ্কন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে মধুপ! এ অতি সত্য কথা, কিন্তু আমাদের এই ব্রজ হইতে যে লক্ষ্মী তাহার সহিত গমন করিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত সে এই ব্রজে ছিল তত দিন প্রেমের আদর করিত বলিয়া ঐশ্বর্য্য-রূপিণী লক্ষ্মী অনাদৃত হইত এবং আমাদের ভয়ে বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখারূপে থাকিত। এখন ঐশ্বর্য্যের আদর আসিয়াছে বলিয়া প্রেমের প্রতি অনাদর হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং লক্ষ্মী, এখন নিকটে গোপীগণ নাই বলিয়া তাহার অতিশয় আদর পাওয়ার জন্য সুখে বক্ষে বাস করিতেছে। আমার মনে হয় এখন বধূরূপেই বিলাস করিতেছে। লক্ষ্মীর প্রতি এই প্রকার ঈর্ষার উদ্গম হওয়া রূঢ়-মহাভাবেরই একটী অনুভাব বিশেষ। যেহেতু ১০।২১ অধ্যায়ে পরোঢ়া গোপীকা-গণের অনুরাগপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছেন—

"গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুঃ।"

হে গোপীগণ! এই নীরস দারুময় বেণু কত পুণ্য করিয়াছিল যাহাতে দামোদরের অধরসুধা ভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। এস্থানে কৃষ্ণসম্বন্ধ প্রাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে বলিয়া অচেতন বেণুর প্রতিও ঈর্ষার উদ্গম এবং তাহার সৌভাগ্য বর্ণন করিয়াছেন। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের বামভাগে যে স্বর্ণরেখা বিদ্যমান আছে, তাহাকেই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপে উৎপ্রেক্ষা করিয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। এস্থানে শ্লেষে ইহাও উল্লেখ করা হইল যে, সেই লক্ষ্মী বিপরীত ভাবে তাহার বক্ষঃস্থলে বিলাস করিতেছে। ইহার দ্বারা তাহার (লক্ষ্মীর) অতিশয় ধৃষ্টতা দেখান হইয়াছে। মাৎসর্য্য এবং অসূয়া স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। হে মধুপ! তুমি বল দেখি এমত অবস্থায় আমরা কেমন করিয়া তাহার (কৃষ্ণের) কাছে যাইতে পারি? অতএব তাহাকেই তুমি এইখানে লইয়া আইস। এইটীই হইল গূঢ় অভিপ্রায়। এস্থানে দূতকে সম্মান করিয়াও এবং তাহার উক্তিকে অঙ্গীকার করিয়াও সে স্থানে যাওয়া উচিত নয় এইরূপ জানাইয়া মথুরায় যাওয়া অস্বীকার করিতেছেন। এইজন্য এইটী দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে প্রতিজল্প নামে খ্যাত। উজ্জ্বল নীলমণিতে উল্লেখ আছে—

দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতম্।
দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ॥ ২০॥

যে স্থানে অনুদ্ধত ভাবে অর্থাৎ স্তুতি ও যুক্তির সহিত দূতকে সম্মান করিয়া স্ত্রীজন-পরিবেষ্টিত তাহার (কৃষ্ণের) নিকটে যাওয়া উচিত নয় এই প্রকার বলা হয় তাহার নাম প্রতিজল্প।

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য! বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥ ২১

অহো! আমি একি প্রলাপ বলিলাম। আমি কি এখন উন্মাদিনী! তাহা না হইলে আমার প্রাণকোটীপ্রিয়তম আমারই সান্ত্বনার জন্য মধুকরটীকে দূতরূপে পাঠাইয়াছে অথচ যাহা প্রথমতঃ অবশ্য জিজ্ঞাস্য তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া পাগলিনীর মত মুখে যাহা আসিল ভ্রমর ও তাহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) তাহাই বলিলাম। এই বলিয়া সরলতা, গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চাপল্য, এবং উৎকণ্ঠার সহিত গদ্ গদ অক্ষরে নয়নজলে ভাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আর্য্যপুত্র বর্ত্তমানে কি মথুরাতেই আছে? হে ভৃঙ্গাধিপ! যে রহস্য বৃত্তান্ত অন্য কেহই জানে না সেই সুগোপ্য তত্ত্ব তোমার নিকটে বলিতেছি। যেহেতু তুমি নিজ হিতকারী এবং বন্ধু শ্রীকৃষ্ণেরও বন্ধু অতএব তোমার নিকটে গোপনীয় কিছু নাই। দেখ, যদি ধর্ম্মবিচার করা যায় তাহা হইলে কিন্তু সেইই আমাদের পতি, যেহেতু আমাদের এবং তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মাবধি পরস্পর স্বাভাবিকী প্রীতিই এ বিষয়ে মূল প্রমাণ। হায় কি কষ্ট সেই প্রিয়তম মধুপুরীতে চলিয়া যাওয়ার পর এই দীর্ঘ কালের মধ্যে তাহার কোনই সংবাদ পাইতেছি না। সে এখন বোধ হয় মথুরায় নাই এই ভাবিয়া চিত্ত গুরুতর দাহ্যদশায় ভস্মীভূত হইতেছে।

মধুকরের মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের মধুপুরীতে সুখে অবস্থিতির সম্মতি নিজ মনে নিশ্চয় করিয়া অর্থাৎ যেন মধুকর বলিতেছে তিনি মধুপুরীতেই আছেন এবং সুখেই আছেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া পুনরায় বিশেষ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।*

---

* এস্থানে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব সঙ্গে কোন একটী ভৃত্যও না লইয়া অবন্তী নগরে সান্দীপনি মুনি গৃহে গায়ত্রী পুরশ্চরণের জন্য গমন করায় দুইমাস পর্য্যন্ত ব্রজে কোনই সংবাদ পাঠান নাই। কেবল ব্রজ বলিয়া নয় মথুরাবাসীগণও তাহাদের সংবাদ জানেন না। গুপ্তভাবে যাইবার উদ্দেশ্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুসেবা করিবার জন্য অবন্তী নগরে গিয়াছেন এই সংবাদ প্রকাশ পাইলে নিরাশ্রয় যাদবগণের প্রতি জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরগণ দৌরাত্ম্য করিবে এই উদ্দেশ্যে কোথাও কোন সংবাদ দেন নাই। যদি ব্রজাঙ্গনাগণ সেই সংবাদ জানিতে পারিতেন তাহা হইলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই প্রশ্নই করিতেন কিন্তু মান করিতে পারিতেন না। শ্রীল ব্রজরাজও সে সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন করেন নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অন্যত্র গমন না জানিয়াও সে মথুরাতেই আছে এইরূপ প্রশ্ন করাতে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কটাক্ষোক্তি প্রকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ মথুরা হইতে ব্রজ ত অধিকদূর নয়। সে ত ইচ্ছা করিলেই ব্রজে একবার আসিতে পারে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য ! বন্ধুংশ্চ গোপান"

হে মধুপ! আমরা যেমন নিরন্তর চিত্তে অন্য-অনুসন্ধানশূন্য হইয়া একমাত্র তাহাকেই ভাবি এবং তাহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করিলেও যদি তেমনি প্রতিদিন বাবা নন্দ মহারাজকে মাতা শ্রীব্রজেশ্বরীকে এবং তাহার আত্মীয়বৃন্দ সুবলাদি সখাগণকে এবং আমাদিগকে স্মরণ করিত, ও ব্রজে আসিত তাহা হইলে পরস্পরের সতত স্ফূর্ত্তি চাক্ষুষ সাক্ষাৎ-কারের মত প্রকাশ পাইত এবং মৃতপ্রায় আমরাও সেই সাক্ষাৎকার-সুধায় সিঞ্চিত হইতাম। সেই মধুপুর নিবাসী তাহার রুচিপ্রদ পিতা ব্রজরাজের গৃহের কথা কি মনে করে? যদিও সে বর্ত্তমানে মধুপুরীর রাজা হইয়াছে তথাপি জন্মভূমির কথা অবশ্য স্মরণ করা কর্ত্তব্য। আহা! ব্রজরাজ, পুত্রস্নেহে বিভোর হইয়া পুত্রসুখের জন্য বৃন্দাবন প্রভৃতি যত স্থানে যখন বাস করিয়াছেন তখন সেই স্থানেই কত সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে নন্দীশ্বর গিরিতেও তাহারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) সুখের অনুকুলে কত প্রকারের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং সেই সকল গৃহ কত পরিপাটীতে সুরক্ষিত হইত যাহাতে কিছুমাত্র তৃণধূলি পড়িতে পারিত না। সে মধুপুরী যাওয়া অবধি সেই সকল গৃহ তৃণধূলি মাকড়সার জালে পূর্ণ হইয়াছে সে সব কথা কি সে দিনান্তে একবারও মনে করে? এইরূপ মধুকরের সহিত আলাপ করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

"ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে"

হে মধুপ! অনুরাগের সহিত যে মূর্ত্তিতে বিবিধ বেশ রচনা করিতাম নির্জ্জনে সেই মূর্ত্তিখানি দেখিয়া সে কখনও কি নিজমুখে এইরূপ বলে, "আহা আমার সেই মূর্ত্তিখানি আছে বটে, কিন্তু ব্রজ ছাড়িয়া বহুদূরে মধুপুরিতে আসিয়াছি এখন আমার এই মূর্ত্তিতে তেমন করিয়া আর কে অনুরাগ-পরিপাটীতে বেশ রচনা করিবে? এই প্রকার নিজ মূর্ত্তির সহিত আমাদের কথা কি আলাপ করে? হে মধুপ! আমরা তাহার কিঙ্করী বহুপ্রকারে তাহার বহু সেবা করিয়াছি। সে কি কখন বিবিধ সুবহু বৃত্তান্তপূর্ণ সেই সকল কথা প্রবন্ধের সহিত নিজ মুখে বর্ণন করে? দেখ মধুপ! সেই সমুদয় কথা অতি বিচিত্র এবং অতি বাহুল্যপূর্ণ।

এইরূপ বিলাপ করতঃ পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—

"ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু"

অগুরু হইতেও যাহার গন্ধ অতি মনোরম সেই ভুজ কত দিনে আমাদের মস্তকে অর্পণ করিবে? এইরূপ বলিতে যাইয়া বাহুর কথা স্মরণ হইবামাত্র বিরহবেদনা এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল যে যাহাতে কদা ধাস্যতি" অর্থাৎ কখন ধারণ করিবে' এইরূপ বলিতে যাইয়া কদা "অধাস্যৎ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপ উক্তির দ্বারা শ্রীরাধার ভ্রম-বিকারই প্রকাশ পাইয়াছে। মস্তকে ধারণ প্রার্থনার উদ্দেশ্য, আমাদের তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রাপ্তির সকল বাধা বিপত্তি বিনাশ করিয়া মস্তকে হস্তার্পণ করতঃ আমাদিগকে অভয় প্রদান কবে করিবে? আবার যেন এই প্রকার বিরহানলে জলিয়া পুড়িয়া মরিতে না হয়। এ স্থানে যদ্যপি শ্রীরাধা নিখিল কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মুকুটমণি তথাপি—

কৃষ্ণ-প্রেমার এক অদ্ভুত স্বভাব।
গুরু সম লঘুরে করায় দাস্য ভাব॥ (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)

প্রীতির এই জাতীয় স্বভাবে এইরূপ দৈন্যোক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বে আর্য্যপুত্র সম্বোধন করিয়া নিজের কৃষ্ণবধুত্ব জানাইয়া পুনরায় কিঙ্করীত্ব জ্ঞাপন দৈন্য হইতে উঠিয়াছে। যেমন কাত্যায়নীব্রতপ্রসঙ্গে—

"নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ।"

হে দেবি! নন্দগোপসুতকে আমার পতি করিয়া দাও এইরূপ সংকল্প করিয়াও "শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ" হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী এইরূপ দৈন্যবাক্য কুমারীগণ বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণমহিষী কালিন্দীও দ্রৌপদীর নিকট বলিয়াছিলেন,—"তস্যাহং গৃহমার্জ্জনী" হে দ্রৌপদি! আমি তাহার ঘর ঝাঁট দিবার ঝাঁটা' এইরূপ দৈন্যোক্তি করিয়া-ছিলেন। এস্থানে বুঝিতে হইবে নিজ প্রেয়সী শ্রীরাধিকার চিত্রজল্প-মাধুরী আস্বাদন লালসায় শ্রীকৃষ্ণই ভ্রমর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহা না হইলে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের এই চিত্রজল্প-মাধুরী আস্বাদন করা হইতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কবে ব্রজে আসিয়া মস্তকে হস্ত অর্পণ করিবে" এই উক্তিতে শ্রীরাধার চাপল্য প্রকাশ পাইয়াছে। 'কদা' অর্থাৎ কখন এইরূপ অনিশ্চয়তাসূচক বাক্যে তাঁহার পরম-বৈকল্য সূচিত হইয়াছে। এই লক্ষণে চিত্রজল্পের সুজল্প লক্ষণটী প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে উল্লেখ আছে—

যত্রার্জ্জবাৎ স গাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলম্।
সোৎকণ্ঠ্যং চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে॥

দিব্যোন্মাদের যে অবস্থায় সারল্যবশতঃ গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠার সহিত দূতকে শ্রীহরির কথা প্রশ্ন করা হয়, তাহাকে বিজ্ঞজন সুজল্প বলিয়া বর্ণন করেন।

এই শ্লোকে প্রথমচরণে সারল্য, দ্বিতীয় চরণে কেবল-মাত্র পিতা (ব্রজরাজ), বন্ধুবর্গ ও গোপবর্গের কথা প্রশ্ন করিয়া নিজের কথা প্রশ্ন না করায় গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে দৈন্য চাপল্য ও উৎকণ্ঠা নামক তিনটী সঞ্চারী ভাবের উদ্গম হইয়াছে। এই শ্লোকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করায় গাঢ়-আবেশে শ্রীকৃষ্ণের বধূত্ব ভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কারণ পরবধূ উপপতিকে আর্য্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে না। আর্য্যপুত্র পদের নিজপতিতেই রূঢ়ি বৃত্তি। শ্রীপাদ জীব-গোস্বামিচরণ এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, যে সময় যে অবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'আর্য্যপুত্র' বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, সেই সময়ে সেই অবস্থায় শ্রীরাধা পরবধূই আছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ হয় নাই। তাহা হইলে বেশ বুঝা যায় যে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ যে যে স্থানে শ্রীল ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাম্পত্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে সমুদয় স্থানেই করগ্রহবিধি বিনাও গাঢ়-আবেশে পরকীয়া অবস্থাতেও নিত্য দাম্পত্য। ইহাই রাসলীলায় উল্লিখিত "কৃষ্ণবধ্বঃ" এই পদের সারস্য পরকীয় অবস্থাতেই গাঢ়-আবেশে কৃষ্ণবধূ। যেহেতু "অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্" ইত্যাদি শ্লোকে রাসান্তে শ্রীলব্রজদেবীগণের নিজ নিজ পতিম্মন্য-গোপগণের গৃহে গমনের সংবাদ পাওয়া যায়। অতএব শ্রীলব্রজদেবীগণ লীলায় পরবধূ গাঢ়-অনুরাগাবেশে কৃষ্ণবধূ। তাহা হইলেই সকল মতের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। যদি কেহ পরকীয় ভাবের অনিত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন,—তাহা হইলে ব্রজের পরকীয়ারসের গৌরবহানি এবং উপাসনা ও উপাস্যে সাধ্যসাধনগত পার্থক্য ঘটে বলিয়া খুবই অসমীচীন হইয়া পড়ে। কারণ সাধন পরকীয়ভাবে আর সাধ্য (প্রাপ্তি) স্বকীয়াভাবে ইহা কখনই হইতে পারে না। যেহেতু "সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধদেহে পাবে তাহা" এই শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশয়ের উক্তির বৈফল্য ঘটে। বিশেষতঃ শ্রীব্রজলীলা অপ্রকটের পর নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার আস্বাদনের সংকল্প-সময়ে শ্রীরাধার পরকীয়া-ভাবে আস্বাদনে মাধুর্য্যের আধিক্যের জন্য সেই ভাব গ্রহণের জন্য লালসা জন্মিয়াছিল এবং শ্রীরাধার পরকীয়াভাব গ্রহণ করিয়াই গোপাল-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। পরকীয়াভাবেই সকল চেষ্টা ও দশা প্রকাশ পাইয়াছিল। অদ্যাপিও সেই ভাবেই রাগানুগীয় সাধকসম্প্রদায় লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও অপ্রকটলীলাতেই শ্রীবৃন্দাবনে পরকীয়া-ভাবে শ্রীশ্রীরাসলীলা সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। মূলকথা লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলাই অনিত্য হইতে পারে না।

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস"
"এবং স্বীয়া-পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান"

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিচরণের এই অনুভব ও কৃপা-সিদ্ধ বাক্যের কখনও ব্যভিচার ঘটিতে পারে না। "দ্বিবিধ-সংস্থান" এই 'সং' উপসর্গ পূর্ব্বক 'স্থা' ধাতুর উল্লেখ করায় স্বকীয়া ও পরকীয়া দুইভাবেরই সম্যক্‌স্থিতি অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। তবে যদি কেহ আপত্তি উপস্থিত করেন যে "মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।"

"করিবেক" এই ভবিষ্যৎ ক্রিয়া উল্লেখ করাতে পরকীয়-ভাবের অনিত্যত্বই দূষিত হয়। তাহার উত্তর এই যে গোলোক ও গোকুলনাথের একত্বদৃষ্টি ভিন্ন অবতারলীলা সিদ্ধ হয় না। তাই শ্রীগোলোকে স্বকীয়া অভিমানিনী গোপাঙ্গনার বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই ঐরূপ ভবিষ্যৎ কালের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্রিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর গোকুলনাথ নিত্যই পরকীয়াভিমানিনী গোপাঙ্গনাদিগের বল্লভ হইয়াও পূর্ব্বরাগাদিক্রমে প্রীতিরসনির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্ম এবং সেই দ্বারে রসিক ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্ম মানব-নেত্রের গোচরে আসিয়া লীলাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। অপ্রকটলীলাতেও যে পরকীয়াভিমানিনী গোপীগণ বিদ্যমান আছেন তাহা শ্রীহরিবংশের ৫১।৫২ অধ্যায়ে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা আছে। বাহুল্যভয়ে এস্থানে বিস্তার করা হইল না।

শ্রীরাধার যখন শ্রীকৃষ্ণের অগুরু হইতেও সুগন্ধি শ্রীশ্যামসুন্দরের ভুজদণ্ডের কথা বর্ণন করিতে করিতে সহসা সেই সুবর্ত্তুল সুদীর্ঘ ভুজের স্পর্শস্ফূর্ত্তি হওয়ায় আনন্দ-মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই মূর্চ্ছাকালে শ্রীরাধিকার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রীগোপালচম্পূতে যেরূপ বর্ণিত আছেন, রসিক ভক্তগণের আস্বাদনের জন্ম এবং শ্রীরাধার ভাবের গাম্ভীর্য্য ও তুলনারাহিত্য দেখাইবার জন্ম নীচে উল্লেখ করা যাইতেছে। স্বরের বৈপরীত্য, অঙ্গের অত্যন্ত কৃশতা, হস্তপদাদির সন্নিবেশের অন্যথা অর্থাৎ যেরূপ ভাবে অঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং সরলতা থাকা আবশ্যক তাহার বৈপরীত্য বিবর্ণ, অবস্থা উপস্থিত হইলে শ্রীমুখ হইতে লালাস্রাব শ্বাসরোধ প্রভৃতি যে সকল অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাতে সখিগণও শ্রীরাধিকাকে চিনিতে অসমর্থা হইয়া পড়িলেন। এইসকল ভাবের দ্বৈত নাই। ইহা একমাত্র শ্রীরাধিকারই নিজস্ব সম্পত্তি, একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুতে কূর্ম্মাকৃতি, দীর্ঘাকৃতি, দশায় এইসকল ভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়।

> বৈস্বর্য্যাৎ কৃশিমাম্বয়াদবয়বস্থিত্যন্যভাবাশ্রয়া-
> দ্বৈবর্ণ্যাদপি যা ন সেতি মুহুরপ্যূহাং বভূবে যদা।
> হর্হোবা বত ! লালয়াস্রুতিবশাচ্চেষ্টাবিঘট্টাদ্ধৃত
> শ্বাসাদ্যনুপলম্ভনান্নিজতনাবস্তীতি নার্তকি চ॥

শ্রীশুক উবাচ॥

> অথোদ্ধবো নিশম্যৈবং কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।
> সান্ত্বয়ন্ প্রিয়সন্দেশৈ র্গোপীরিদমভাষত॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ॥

> অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
> বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ॥ ২০॥

শ্রীশ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে স্নেহমাখা কোমল সম্বোধনে কহিলেন, হে রাজন্! শ্রীমান্ উদ্ধব এইপ্রকার শ্রীরাধিকার ভাবশান্তির পর ধীরে ধীরে নিজের দেহতরিখানি লইয়া তাঁহার চরণসরোজসমীপে মিলিত হইলেন। গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উত্তাল তরঙ্গ দর্শনে নাবিক যেমন নিজ নৌকাখানির বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে কোন এক পাশে লাগাইয়া রাখে, শ্রীরাধার উত্তাল ভাবতরঙ্গ দর্শনে শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়ের সেইপ্রকার দশা হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বে কোথাও যে প্রীতিমাখা কথা সাক্ষাৎরূপে ও পরম্পরা-রূপে শুনেন নাই, তাহাই শ্রবণ করিয়া নিজেকে অত্যন্ত ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহাদিগকে কি প্রকারে সান্ত্বনা দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণ প্রেমিক নিজ প্রিয়জন অভাবে যে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে, তাহাকে ব্যবহারিকজগতের সম্বন্ধ মিথ্যা, পরমার্থিকজগতের সম্বন্ধের নিত্যত্ব ও আনন্দ-ময়তা" উপদেশ দানে চিত্তবৃত্তি অর্পণ করিবার জন্ম উপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করা যায়। অর্থাৎ ব্যবহারজগতের সম্বন্ধ ভুলিতে পারিলেই শান্তি। কিন্তু যাহারা সেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম আকুল প্রাণে কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে কিরূপে বলা যাইতে পারে 'তোমরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কাঁদিও না'! যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের জন্ম আকুলপ্রাণে কাঁদাই পরম-পুরুষার্থ। তবে এই সান্ত্বনার একমাত্র উপায় দেখি যে ইহাদের এত অধীরতার মূল কারণ বিশুদ্ধমাধুর্য্যময় প্রেম। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নন্দগোপনন্দন আমাদের প্রাণনাথ এই বিশুদ্ধ-সম্বন্ধজ্ঞান হইতে মদীয়তা অভিমানে এই আকুলতা ঘটিয়াছে। যদি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান উপদেশ হইতে সম্বন্ধজ্ঞানের কিছু শৈথিল্য সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে ইহাদের এই আকুলতার অংশ অনেকটা কমিতে পারে। সেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহাদের অতুলনীয় প্রেমের মহিমা বর্ণন করিয়া দীনভাব উপশম করিতে হইবে। তাহা ভিন্ন এই প্রেমবিকার এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৈন্য থাকিলে আমি যাহা যাহা উপদেশ করিব তাহা শ্রবণ করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় কৃষ্ণদর্শনে লালসাবতী শ্রীল ব্রজসুন্দরীগণকে সম্ভাষণ করিয়া শ্রীরাধিকাকে শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন। শ্রীরাধার প্রেমমহিমা দর্শন করিয়া শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় এত সম্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বোধন করিতে সাহসী হইলেন না, তাই শ্রীল গোপীগণকে সম্বোধন করিয়া কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং যাহা উপদেশ করিতে লাগিলেন তাহার মূলে "তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন" এইরূপ উল্লেখ করিয়া কহিতে লাগিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণগতজীবনা শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) কথা ছাড়া অন্য কাহারও কথা শুনিতে রাজী নহেন। তাই শ্রীউদ্ধব মহাশয় প্রত্যেক কথার মূলে "শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ আদেশ" বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ মথুরা হইতে শ্রীমান্ উদ্ধবকে পাঠাইবার সময় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দিয়াছিলেন "মৎসন্দেশৈ-র্বিমোচয়" অর্থাৎ হে উদ্ধব! তুমি আমার গোপীগণকে তোমার পাণ্ডিত্যময় উপদেশ দানে কিছুই করিতে পারিবে না; তাহারা তোমার সে সকল উপদেশ শুনিবেও না। যেহেতু তাহারা মদ্গতজীবনা। অতএব প্রত্যেক কথার মূলে "আমি এইরূপ আদেশ করিয়াছি" এই কথাটী শুনাইয়া সকল কথা বলিও। শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীল ব্রজাঙ্গনা-গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"অহো! আমি যাহা সাক্ষাৎ চোখে দেখিলাম এবং যাহা সাক্ষাৎ কানে শুনিলাম এইপ্রকার ভাবপ্রবণতাময় চেষ্টা ও বাক্য কোথাও দেখি নাই ও শুনি নাই।" শ্রীরাধিকার যুথকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "তোমরাই তোমরা"। অর্থাৎ তোমরা নিরুপমা। তোমাদের ভাবের তুলনা দেওয়া যায় না। যেহেতু অধিরূঢ়-মহাভাব একমাত্র তোমাদের যুথেরই নিজস্ব সম্পত্তি। অতএব ইহার তুলনা দিবার দ্বিতীয় স্থান নাই। "তোমরা পূর্ণার্থা" অর্থাৎ নিখিলপুরুষার্থমুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম। আপনাদের সেই শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠপ্রেম স্বরূপে এবং সর্ব্বগুণে সর্ব্বপ্রকারে পরিপূর্ণ। অথচ এই সম্পত্তিটী আপনাদের নিজস্ব। অন্য গোপীকাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনারা লোকপূজিতা। আপনাদের এই প্রেমকে সকলে পূজাই করে মাত্র, অন্য কেহ লাভ করিতে পারে না। যেহেতু আপনাদের যে শ্রীকৃষ্ণে প্রেম সেই শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাশ্রয় এবং সকল ভগবৎস্বরূপের অংশী বলিয়া স্বয়ং ভগবান্। যাঁহার ভগবত্তা অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ং সিদ্ধ, আপনারা সেই শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশ দুর্লভ প্রেম লাভ করিয়াছেন। আপনাদের মন এতাদৃশ মহাপ্রেমপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হইয়াছে। "যাসাং" এই সম্বন্ধমাত্র উল্লেখ করিয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয় বুঝাইলেন, আপনাদের মনের উপরে কোনও কর্তৃত্ব নাই। মন স্বাধীন ভাবেই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে। এই "অর্পিত" পদটী বর্ত্তমানে "ক্ত" প্রত্যয়েতে সিদ্ধ। অর্থাৎ অতীত কালে "ক্ত" প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ করিলে এই দোষ উপস্থিত হয় যে "তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে মন অর্পণ করিয়াছিলেন, এখন আর শ্রীকৃষ্ণে মন নাই। সেই দোষ নিবৃত্তির জন্য কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে বর্ত্তমান কালে "ক্ত" প্রত্যয় করিয়া অর্পিত পদটী সিদ্ধ হইয়াছে॥ ২০॥

> দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
> শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি
> সাধ্যতে॥ ২১॥

শ্রীমান্ উদ্ধব কৈমুত্যনীতি অবলম্বনে শ্রীল ব্রজদেবী-গণের ভাবমহিমা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন—শাস্ত্রে যত যত সাধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, প্রত্যেক সাধনেরই শ্রীকৃষ্ণে রুচিলক্ষণা ভক্তিই একমাত্র সাধ্য। বিষ্ণু-বৈষ্ণবসম্প্রদানক অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবে সম্প্রদানরূপ দান, একাদশ্যাদিভক্ত্যঙ্গপ্রীতি, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগরূপ তপস্যা, বৈষ্ণব-হোম, বিষ্ণুমন্ত্র জপ, গোপালতাপনী প্রভৃতি ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ, ইন্দ্রিয়-সংযম, এই সমুদয় সাধনেরই লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণে রুচিলক্ষণা ভক্তি।

> ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
> ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্ল্লভা॥২২॥

যে রুচিলক্ষণা ভক্তিই নিখিলসাধনের মুখ্য সাধ্য; আপনাদের কিন্তু মহাভাবলক্ষণা ভক্তি নিত্যসিদ্ধা। অর্থাৎ কোন সাধন করিয়া এই মহাভাবলক্ষণা ভক্তি লাভ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করেন নাই। আগুন যত দিনের তাহার দাহিকা শক্তিও যেমন ততদিনের, তেম্নি আপনারা নিত্যসিদ্ধা, আপনাদের মহাভাবলক্ষণা ভক্তিও নিত্যসিদ্ধা। অতএব সেই ভক্তির প্রশংসা আমি কি করিব? কিন্তু সেই ভক্তির রীতি নীতি শিক্ষার দ্বারা লোকসকলের সৌভাগ্যই প্রশংসনীয়। আপনারা নিজ অশেষৈশ্বর্য্যপ্রকাশক উত্তমঃশ্লোক সেই শ্রীভগবানে সকল হইতে শ্রেষ্ঠ মহাপ্রেমলক্ষণা ভক্তি নিজ-দর্শন ও শ্রবণ প্রভাবে লোকে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাঁহারা আপনাদের মহা অনুরাগময়ী ভক্তিমাখা ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারাও আপনাদের মত শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়-আকুলতা-আবেশময়ী ভক্তি-লাভে ধন্য হইতে পারিবেন। আপনাদের এই ভক্তি মুনি-গণেরও দুর্ল্লভ। কৌস্তভমণি যেমন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ ভিন্ন অন্য কাহারও ধারণে ক্ষমতা নাই, তেমনি এই মহাভাবাত্মিকা ভক্তিও আপনাদের দেহ ভিন্ন অন্য কোনও দেহে ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব আপনাদের এই মহাভাবাত্মিকা ভক্তির প্রশংসা কি করিব? তবে এই নরজগৎকে ধন্যবাদ দেই যে, এবম্ভূতা মহাভাবস্বরূপিণী আপনারা এই জগতে প্রকট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহাই নিজেদের আচরণ দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বা বৃণীত যদ্ যুয়ং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্॥ ২৩॥

শ্রীউদ্ধব জগতে শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রবর্ত্তনের রীতিটী স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ করিতেছেন। যেহেতু আপনারা ভ্রাতুষ্পুত্র ষাতৃপুত্র প্রভৃতি এবং পতিম্মন্য গোপগণকে, নিজদেহ স্বজন বন্ধু বান্ধব গৃহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নামে খ্যাত পরমপুরুষ নরাকৃতি পরব্রহ্মকে বাস্তব-কান্তরূপে বরণ করিয়াছেন। যদ্যপি সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করিয়া কেহই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে না, তথাপি তাহাদের ত্যাগ অপেক্ষা আপনাদের ত্যাগের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য এই যে—অন্য সকলেই বিচারবলে ত্যাগ করিয়া থাকে, আপনারা কিন্তু গাঢ়আবেশবলে ত্যাগ করিয়াছেন। আপনাদের ত্যাগের প্রকারটী এই যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণাশ্রয় অসাধারণ স্বাভাবিক ভাববলে অবাস্তব বুদ্ধিতে পতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই ত্যাগের ভিতরও ত্যাজ্যরূপে অনুসন্ধান লইয়া ত্যাগ করেন নাই; কারণ ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য উভয় প্রকার বুদ্ধিতেই বিষয়ের অনুসন্ধান হৃদয়ে জাগিয়া থাকে। গাঢ় পিপাসু ব্যক্তি যেমন একমাত্র জলেই গাঢ় আবেশ থাকা অন্য অন্য অনুসন্ধান লইতে পারে না, তেম্নি আপনাদের শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় আবেশের বলে অন্য অনুসন্ধান-রহিত হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগৎ আপনাদের গাঢ়আবেশময় আচরণে এই শিক্ষা পাইল যে—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই গাঢ় আবিষ্ট থাকিতে হইবে। অন্য অনুসন্ধান কিছুই হৃদয়ে রাখিতে হইবে না। অর্থাৎ গাঢ়-আবেশের আবেগে সব ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি করিতে হইবে, ইহাই জগৎকে শিক্ষা দিলেন।

সর্ব্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥ ২৪॥

অন্যজন যাহাকে প্রত্যক্ষ করিতেও অসমর্থ সেই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমই দুর্ল্লভ। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ব-স্বরূপের সহিত পরিপূর্ণ যে ভাব তাহার নাম মহাভাব। সূর্য্য যেমন দূরস্থ হইয়াও তাপসংক্রমণে সকলকে ব্যাপিয়া থাকে, চন্দ্র শৈত্যসংক্রমণে যেমন সকলকে ব্যাপিয়া থাকে, তেম্নি যে মহাভাবটী সকলকে নিজ ধর্ম্মসংক্রমণে ব্যাপিয়া থাকে তাহার নাম সর্ব্বাত্মভাব। যে মহাভাবটী নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে আবির্ভাব করাইয়া রাখে সেই মহাভাবটীকে আপনারা বশীভূত করিয়া নিজ অধিকারে রাখিয়াছেন। যে মহাভাবটী প্রেমের সপ্তম বিলাস অর্থাৎ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব এইরূপে ক্রমশঃ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব নামে খ্যাতি লাভ করে। সেই মহাভাবটি লক্ষ্মী-গণেরও পক্ষে অতি অলভ্য। অতএব আপনাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ কখনই হইতে পারে না। যেহেতু প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে ছাড়িয়া দূরে থাকিতে সমর্থ নহেন। অতএব হে মহাভাগ্যবতীগণ! আপনাদের এই যে বিরহ এটী বহিরঙ্গা, তাহাতে মনের আবেশ রাখা উচিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নহে। এই যে আপনাদের বিরহ বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে, এটা কেবল আমার মত জনকে এতাদৃশ প্রেমমহিমা দেখাইয়া কৃতার্থ করিবার জন্য। যদি আপনাদের এই বিরহ না হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আপনাদের চরণসমীপে পাঠাইতেন না। আমিও এই আশ্চর্য্য ভাব-মহিমা দর্শন করিতে পারিতাম না। এটা আমার সৌভাগ্যের পরাবধি বলিয়াই মনে করি। আপনারা যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "এই নিরুপাধি প্রেমে বিরহ কেন?" তাহার উত্তর এই যে আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই এই বহিরঙ্গ বিরহ।

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ।
যমাদায় গতো ভদ্রা অহং ভর্ত্তূরহস্করঃ॥ ২৫॥

শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় এইপ্রকার শ্রীল ব্রজরামাগণের ভাবমহিমাবর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরতা স্থাপন করিয়া দেখিলেন—তাহাদের অধীরতা কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইল না; বরঞ্চ তাহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'হে উদ্ধব! তুমি কি আমাদের প্রশংসা দ্বারা সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্রজে আসিয়াছ? তুমি কি জান না যাহার দারুণ পিপাসা অথবা ক্ষুধা জাগে, তাহার একমাত্র ভোজ্য পেয় বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুতেই সুখ শান্তি ঘটিতে পারে না? যে আমরা শ্রীকৃষ্ণবিরহে মর মর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি সেই আমাদিগকে ভাবমহিমার প্রশংসা করিয়া কি সান্ত্বনা দিতে পারিবে? যদি প্রাণকোটীপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কোন সন্দেশ আনিয়া থাক তাহা হইলে তাহাই বল।" তাহারই উত্তরে শ্রীমান্ উদ্ধব বলিলেন,আপনাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ শ্রবণ করুন। শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ কহিলেন—আমাদের সেই সন্দেশ শ্রবণের কোনই প্রয়োজন নাই, যাহাতে সত্বর তাহাকে পাওয়া না যায়। তাহারই উত্তরে শ্রীউদ্ধব কহিলেন পরম উৎকণ্ঠিতা আপনাদের সত্বরই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির সংবাদপূর্ণ সুখাবহ সন্দেশ শ্রবণ করুন। আমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্রজে আসি নাই; কেবলমাত্র আপনাদের নিকটে এই সুখদ-সংবাদ দিবার জন্য আসিয়াছি। এই কথা বলিয়া শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের মনে শ্রীকৃষ্ণসন্দেশের প্রতি আদর জন্মাইয়া কহিতে লাগিলেন। এস্থলে পূর্ব্বে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ যে বলিয়াছিলেন, "এই গোব্রজে পিতামাতার স্নেহ ভিন্ন আপনার প্রভুর অন্য কিছুই স্মরণ-যোগ্য দেখি না। সেই কথার প্রত্যুত্তর উদ্ধবমহাশয় পূর্ব্বোক্তপ্রকারে দিলেন। আমি আমার প্রভুর গোপনীয় বিষয়ের আদেশ প্রতিপালনকারী ভৃত্য। যে সকল কথা, যে সকল মন্ত্রণা কোন কাহারও নিকটে বলা চলে না, প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিজ অন্তরঙ্গ আত্মীয় বোধে গোপনে সেই সকল কথা বলেন ও আদেশ করিয়া থাকেন। হে ভদ্রা! হে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠঅনুরাগময়ীগণ! আপনারাই সেই গোপনীয় সন্দেশ শুনিবার একমাত্র পাত্রী।

শ্রীভগবানুবাচ॥

ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জ্জলং মহী।
তথাহঞ্চ মনঃপ্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ॥ ২৬॥

(শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন) উদ্ধবমহাশয়ের এস্থানে এই ভঙ্গীতে বলিবার অভিপ্রায় এই যে, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) যাহা যাহা বলিয়াছেন, আমি সেই সব কথা অবিকৃত-অক্ষরেই আপনাদের নিকটে বলিব। তাহার অর্থ আমি কিছুমাত্র বুঝিতে সমর্থ নই। আপনারাই বিচার করিয়া বুঝিয়া লউন্। শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত সংবাদের ভিতরে আপাততঃ মনে হয় জ্ঞানরূপ আদেশই করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা সম্ভবে না, যে হেতু বিশুদ্ধমাধুর্য্যভাববতী ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ কখনই ভাব-বিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ আদেশ করিতে পারেন না। "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ" এই ভক্তিমার্গে জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রায়শঃ কল্যাণদায়ক হয় না। "নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদম্" হে নাথ তোমার আত্যন্তিক-মোক্ষরূপ অনুগ্রহ বিশুদ্ধভক্তগণ আদর করে না। জ্ঞান বা জ্ঞানসাধ্য মোক্ষ সাধারণ ভক্তগণই আদর করেন না। বিশুদ্ধমাধুর্য্য-প্রেমের স্বভাবে তাঁহাদের নিকটে নিজপ্রেমের অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্তময় অর্থই স্ফূর্ত্তি হইবে, তবে আপাততঃ জ্ঞানরূপ অর্থ যে প্রতীতি হয় সেটী যেমন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতিশয় গোপনীয় সংবাদ প্রিয়জনের নিকট পাঠাইতে হইলে একটা কঠিন আবরণ দিয়া পাঠান হয় যাহাতে অন্য কাহারও নিকটে সেই গুপ্তরহস্যসংবাদ প্রকাশ না পায়। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ অতি নীরস জ্ঞানরূপ আবরণ দিয়া রসময় গুপ্তসংবাদ শ্রীল ব্রজদেবীগণের নিকট পাঠাইয়াছেন। সেই কঠিন আবরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া রসময় সংবাদ গ্রহণ করিতে যে ব্রজদেবীগণের সামর্থ্য আছে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ বেশ জানেন, তথাপি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের মথুরা হইতে গুপ্তভাবে ব্রজে আগমন এবং কান্তাভাব-অনুরূপ রহস্যময় বিলাস প্রভৃতি তাঁহারা স্ফূর্ত্তি বলিয়া মনে করিয়া সমুৎকণ্ঠাজনিত ক্লেশের পরাকাষ্ঠা আশঙ্কা করিয়া অর্থাৎ "প্রতিদিন ব্রজে যাইয়া তাহাদের সহিত রহস্যময় বিলাস করি" উৎকণ্ঠা প্রধান রতির স্বভাবে তাহা বিশ্বাস করিতে না পারায় আমাকে সাক্ষাৎ পাইবার জন্য যে বলবতী উৎকণ্ঠা জাগিবে তাহাতে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিবে। এই আশঙ্কা করিয়া বর্ত্তমান এই দুরন্ত-বিরহসময়ে তাহারা যে আমার সহিত নিত্য-বিহার করিতেছে এইপ্রকার নিত্যলীলারূপ তৃতীয় অর্থ তাহাদের সত্যরূপে প্রতীত হইলে শান্তিলাভের কারণ হইবে। সেই নিত্যলীলারূপ অর্থ আমার উপদেশ-প্রভাবে তাহাদের অনুসন্ধানগোচর হইবে। অর্থাৎ আমার সহিত যে তাহারা অপ্রকটে নিত্যই বিহার করিতেছে, সে লীলায় তাহাদের সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ নাই, তাহা তাহারা বেশ অনুভব করিতে পারিবে। এত ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানরূপ এবং নিজপ্রেমসিদ্ধ অনুভবরূপ এবং নিত্য-লীলারূপ তিন প্রকার অর্থ সম্বলিত সন্দেশ পাঠাইয়াছিলেন।

১ম জ্ঞানরূপ অর্থ :—আমার সহিত আপনাদের কখনও বিয়োগ হইতে পারে না। যেহেতু আমি সর্ব্বাত্মা। উপাদান-রূপে এবং অন্তর্য্যামিরূপে সকলের ভিতর বাহির ব্যাপিয়া আমিই আছি; অতএব আমা ভিন্ন কোন বস্তু নাই, যেমন মাটী ভিন্ন ঘট নাই, তেমনি উপাদানকারণ আমা ভিন্ন কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্বা নাই। চরাচর ভূতে; আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল' পৃথিবী যেমন অনুগতরূপে বিদ্যমান আছে, তেমনি আমিও আপনাদের মন প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় গুণের আশ্রয়-রূপে বিদ্যমান আছি।

২য় নিজপ্রেমানুভবসিদ্ধ অর্থ :—আমার সহিত আপনাদের কখনও বিরহ হইতে পারে না। যেহেতু সর্ব্বত্রই আপনাদের বাহিরে এবং ভিতরে আমার স্ফূর্ত্তি রহিয়াছে। অতএব সর্ব্বত্র, সর্ব্বপ্রযত্নে, সর্ব্বপ্রকারেই আমার সহিত বিরহ নাই। এপক্ষে "সর্ব্বাত্মা" পদে সর্ব্ব" শব্দের অর্থ বাহিরে এবং ভিতরে। "আত্মা" শব্দের অর্থ প্রযত্ন। সেইবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন, যেমন ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম মহাভূতগণ সকল বস্তুর ভিতরে ও বাহিরে বিদ্যমান আছে, তেমনি আমিও আপনাদের মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং সুশীলতা প্রভৃতি গুণসমূহের আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান অথবা আপনাদের মন প্রভৃতি আমার একান্ত আশ্রয়। এই-প্রকার ভাবে সর্ব্বদা আপনাদের নিকটে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যমান আছি।

৩য় নিত্যলীলারূপ অর্থ :—আমার সহিত আপনাদের সর্ব্বাত্মায় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে বিরহ নাই। কিন্তু কেবল এই প্রপঞ্চে প্রকটপ্রকাশেই সম্প্রতি বিয়োগ। কিন্তু অন্য অপ্রকটপ্রকাশে সংযোগই আছে। যেমন আকাশাদি ভূতগণ নিজ নিজ কার্য্য বায়ু প্রভৃতিতে অন্তর্হিতভাবে আছে, তেমনি আপনারাও অপ্রকটপ্রকাশে বিদ্যমান আছেনই এবং আমিও তথায় আপনাদের সহিত মিলিতই আছি। কি আকারে তথায় আছি তাহাও বলিতেছি। আপনাদিগের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, গুণসমূহের আশ্রয় শ্যামসুন্দর বেণুবিলাসিরূপেই আছি। অর্থাৎ আপনারা আমার যে শ্যামসুন্দর গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর রূপটী অত্যন্ত ভালবাসেন, সেই রূপেই অপ্রকটপ্রকাশেও আপনাদের সহিত বিলাস করিতেছি। আপনারা শ্রীবৃন্দাবনে যেস্থানে বসিয়া বিরহে অধীরা হইয়া কাঁদিতেছেন, সেইস্থানেই অপ্রকটপ্রকাশে আপনাদের সহিত বিচিত্র-লীলায় বিহার করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিতে ইহাই বুঝাইতেছে যে বৃন্দাবনে, মথুরায় এবং দ্বারকাতেও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যই স্থিতি শাস্ত্র হইতে শুনা যায়। তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যস্থিতির কথা স্কন্দপুরাণ হইতে যেমন পাওয়া যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ততো বৃন্দাবনং রম্যং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতং। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্॥ বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ॥" অতএব বৃন্দাদেবীকর্ত্তৃক সেবিত ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ পূজিত বৃন্দাবন ধাম অতিশয় রমণীয়। যেহেতু শ্রীহরি সর্ব্বদা সে স্থানে বিদ্যমান আছেন। মধ্যে বৎস এবং বৎসতরীগণের মধ্যে বালকগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্গে বলদেবচন্দ্রকে লইয়া বৃন্দাবনমধ্যে সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিতেছেন। পদ্মপুরাণে পাতাল-খণ্ডে উল্লেখ আছে "অহো! অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনাজলং। গোগোপগোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা।" অর্থাৎ মনুষ্যের কি দুর্ভাগ্য যে জন যমুনা-জল পান করে না; যেহেতু যে শ্রীযমুনাতে কংসারি শ্রীকৃষ্ণ গো গোপ এবং গোপিকাগণসঙ্গে অদ্যাপি ক্রীড়া করিতেছেন। অন্যত্রও দেখা যায় "যমুনাজলকল্লোলে সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।" অর্থাৎ যমুনার জলপ্রবাহে সর্ব্বদা মাধব ক্রীড়া করিতেছেন। বৃহৎ গৌতমীয়ে উল্লেখ আছে "ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্। সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥" অর্থাৎ এই রম্য বৃন্দাবন কেবল আমারই বিশুদ্ধধাম। সর্ব্ব-দেবময় আমি কখনই এই বৃন্দাবন ত্যাগ করি না। যুগে যুগে আমার এইস্থানে আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র হইয়া থাকে। এই মনোহারী তেজোময় বৃন্দাবন চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে যে "গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনভূসুররুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা পরিতোষয়ামি ইত্যাদি।" শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—আমি মরুদ্গণের সহিত বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট সচ্চিদা-নন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দকে পরম স্তুতিদ্বারা পরিতোষ বিধান করিতেছি, ইত্যাদি রাশি রাশি প্রমাণে এই শ্রীবৃন্দাবনেই সপরিকরে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-বিহারের কথা স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সকল প্রমাণে "ক্রীড়তি" প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া এবং সদা এই পদের উল্লেখ থাকায় ও "অত্র" অর্থাৎ এই বৃন্দাবনে এইরূপ অর্থে এই শ্রীবৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহারের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও উল্লেখ করিয়াছেন "মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।" যে মথুরাতে ভগবান্ শ্রীহরি নিত্য বিদ্যমান আছেন। ইত্যাদি রাশি রাশি প্রমাণে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যই স্থিতি আছে ইহাই প্রমাণিত করা হইয়াছে। অথচ জন্মাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীব্রজ-মথুরা-দ্বারকায় গমন ও ত্যাগের কথাও শুনা যায়। এই জন্য প্রকাশভেদে উভয়বিধত্ব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অর্থাৎ এক প্রকাশে শ্রীব্রজ, মথুরা, দ্বারকায় নিত্যই স্থিতি আছে, অপর প্রকাশে ক্রম-লীলায় এই তিন ধামে গমনাগমন লীলা আছে। তাহা হইলেই উভয় সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। এই প্রকাশ-ভেদ থাকা কিন্তু অসম্ভব নহে। যেহেতু মৃদ্ভক্ষণ প্রভৃতি লীলাতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মধ্যমতায় শ্রীল-ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি অনুভব করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ যদ্যপি পরিমিতাকার তথাপি বিভু সসীম হইয়াও অসীম। যখনই অসীম তখনই সসীম। অর্থাৎ কখন অসীম কখন সসীম তাহা নহে, যখনই অসীম তখনই সসীম। তাহার অনন্ত দৃষ্টান্ত, যখন মা ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা বাঁধিবার জন্য যত্ন লইতেছিলেন সেই-সময়ে বাৎসল্যভাবমতী ব্রজাঙ্গনাগণ কহিতে লাগিলেন—হে ব্রজেশ্বরি! বিধাতা তোমার পুত্রের ললাটফলকে বন্ধন লিখেন নাই। তুমি তো তাহা সাক্ষাতেই দেখিতেছ, সুদীর্ঘ রজ্জুদ্বারাও তোমার পুত্রের উদর বেষ্টন হইতেছে না। অথচ তোমার পুত্রের উদর বাড়িতেছে না; রজ্জুও কমিতেছে না কিন্তু কটীতে অর্দ্ধহস্তপরিমিত কিঙ্কিনীর বন্ধনও ছিঁড়িতেছে না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে যখনই রাশি রাশি রজ্জু দ্বারা বন্ধন হইতেছে না, তখনই অন্যথাঅনুপপত্তিহেতু অর্থাপত্তি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বিভুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। আবার কটীতটের বন্ধন ছিঁড়িতেছে না তাহাতে শ্রীবিগ্রহের সসীমত্ব প্রকাশ পাইতেছে। অথচ যখনই রজ্জুদ্বারা বন্ধন হইতেছে না বলিয়া অসীম, আবার তখনই কটির বন্ধন ছিন্ন হইতেছে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না বলিয়া সসীম। এই দুই বিরুদ্ধধর্ম্ম একই সময়ে একই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে থাকা অসম্ভব নহে। যেহেতু শ্রীভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিমান্। তাহা হইলে শ্রীবিগ্রহের এইপ্রকার বিভুত্ব হইলে একই সময়ে অনেক স্থানেতে অধিষ্ঠানের জন্য রূপান্তরসৃষ্টিকল্পনা অর্থাৎ সৌভরি প্রভৃতি মুনিগণের কায়ব্যূহের মত রূপান্তরসৃষ্টিকল্পনা পিষ্টপেষণ। কিন্তু যুগপৎ সসীমত্ব এবং অসীমত্ব প্রকাশিকা সেই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাঁহার ইচ্ছাতেই একই শ্রীবিগ্রহ অনেক স্থানে প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বচ্ছ উপাধিসংযোগে বিম্বের মতই বুঝিতে হইবে। কিন্তু বিম্ব-প্রতিবিম্বের মত দৃষ্টান্ত নহে। যেহেতু পরিচ্ছিন্ন বিম্বেরই প্রতিবিম্ব সম্ভব হয়। অপরিচ্ছিন্ন আকাশাদির প্রতিবিম্ব সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ নিরুপাধি নির্ব্বিষয় শ্রীভগবদ্বিগ্রহের উপাধিসম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া এস্থানে স্বাভাবিক শক্তি স্ফূরিত বলিয়া সাক্ষাৎ স্পর্শাদিভাবে শ্রীভগবদিচ্ছানুরূপে শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ বিভু বলিয়া তাহার প্রতিবিম্ব ঘটিতে পারে না। শ্রীবিগ্রহের বিম্বত্বই বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে সেই বিবিধ প্রকাশের সেই অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াদিও প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব যুগপৎ প্রকটিত প্রকাশভেদে নিমেষ উন্মেষ প্রভৃতি ক্রিয়াগণেরও কোনও বিরোধ ঘটে না। অতএব শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ ব্যাপকস্বরূপ হইলেও পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়াগণের আশ্রয় হইয়াও, সেই সেই ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব যথার্থ। অর্থাৎ বিবিধ প্রকাশ ক্রিয়াগত বৈবিধ্য আছে। যেমন সৌভরি প্রভৃতি মুনিগণের কায়ব্যূহে দেহ-গত ভেদ, ক্রিয়াগত এক হইয়া থাকে; শ্রীভগবৎপ্রকাশে কিন্তু দেহগত এক ক্রিয়াগত ভেদ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছিলেন "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ" এ বড়ই আশ্চর্য্য ও আনন্দের সংবাদ এক শ্রীকৃষ্ণ একই দেহে একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোল হাজার মহিষীকে পৃথক পৃথক ক্রিয়ায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এইপ্রকার অচিন্ত্যশক্তিময় বলিয়া ভগবৎ-পরিকরবর্গেও বুঝিতে হইবে। ইত্যাদি রাশি রাশি প্রমাণে ও সিদ্ধান্তে এই শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকটলীলায় শ্রীব্রজবাসিগণের সহিত নিত্যই বিহার নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব নিত্যলীলাপর অর্থ সমীচীনই করা হইয়াছে।

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং স্রজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥২৭॥

জ্ঞানরূপই প্রথম অর্থ :—

হয়তো আপনারা মনে করিতে পারেন একই তোমার কেমন করিয়া উপাদানত্ব এবং অন্তর্য্যামিত্ব হইতে পারে? কারণ ব্যবহার-জগতে দেখিতে পাওয়া যায়—মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ, কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ, মৃত্তিকা ঘটের অন্তর্য্যামী হইতে পারে না। পরমাণুবাদি-গণের মতেও দেখা যায়—অচেতন উপাদান পরমাণুগণের চেতন পরমেশ্বর তাহার নিয়ামক হইয়া থাকে। এইরূপ আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলিয়াছেন "আমি আত্ম-অধিষ্ঠানে আত্মনিমিত্তকারণে, আত্মউপাদানরূপে-সৃজন অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া থাকি। কি প্রকারে প্রকাশ করি তাহাই বলিতেছি —ভূতরূপে, ইন্দ্রিয়রূপে, গুণরূপে এবং জীবরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি। এস্থানে অভিপ্রায় এই যে আমি নিজেই অধিষ্ঠান, নিজেই নিমিত্ত কারণ, নিজেই উপাদান, নিজেই করণ। এই কথার উপরে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে আত্মা এক, তাহার যুগপৎ অধিষ্ঠানাদি কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিয়াছেন "আত্মমায়ানু-ভাবেন" অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে একই আমি অধিষ্ঠান, উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকি, ইহা কিছু অসম্ভব নহে। সাধারণ স্যমন্তক মণি প্রভৃতিরই সংবাদ শুনা যায়—প্রতিদিন আট ভার করিয়া স্বর্ণ প্রসব করিত। অথচ মণিটী অবিকৃত থাকিত। যদি একই স্যমন্তক মণি আট ভার স্বর্ণের প্রতি নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়াও অবিকৃত থাকিতে পারে, তাহা হইলে অচিন্ত্যশক্তিমান্ যে আমি একাই অধিষ্ঠানাদি হইতে পারি এবিষয়ে সংশয় করিবার কি আছে?

দ্বিতীয় নিজ প্রেমানুভবপ্রমাণসিদ্ধ অর্থ :—

সত্যই তুমি আমাদিগের নিকটে তেমনই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হও বটে, কিন্তু তোমাতে আমরা সেইরকম স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হই না। অর্থাৎ তুমি যেমন আমাদের মন প্রাণ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, গুণসমূহ আশ্রয় করিয়া স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতেছ, আমরা কিন্তু তোমার মন বুদ্ধি প্রভৃতির আশ্রয়রূপে প্রকাশ পাইনা। বিশেষতঃ সংযোগ বলিতে স্বপ্ন সুষুপ্তি ব্যতিরিক্ত পরস্পর মিলন। স্ফূর্ত্তি, স্বপ্ন প্রভৃতিতে দর্শনকে কিন্তু আমরা সংযোগ বলিয়া স্বীকার করিনা। তাহারই উত্তরে বলিয়াছেন, হে ব্রজাঙ্গনাগণ। যদ্যপি দেহখানি লইয়া তোমাদের নিকট হইতে বহুদূরে মথুরায় আসিয়াছি, তথাপি এস্থানে থাকিয়া আত্মাতে—নির্ব্বিকারচিত্তে আত্মদ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্পস্বভাব মনঃদ্বারা, আপনাদের সংযোগ-বিলাস সৃষ্টি করিতেছি। কেবলমাত্র সৃষ্টিই করি তাহা নয়, চিরকাল ব্যাপিয়া তাহাই সম্যগ্‌রূপে বাড়াইয়া থাকি। পুনরায় বিলাসান্তরের জন্য সেই সঙ্কল্প দূর করিয়া আবার নূতন করিয়া সঙ্কল্প সৃষ্টি করি। যদি বলেন কেমন করিয়া সৃষ্টি কর, তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, আপনাদের প্রতি আমার যে দয়া অথবা আমার প্রতি আপনাদের যে দয়া আছে, সেই দয়ার প্রভাবে আপনাদের ভাবভাবিত চক্ষু-প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং রূপাদি ও অহঙ্কারাস্পদ দেহ প্রভৃতি দ্বারা আপনাদের রূপ সাক্ষাৎ দর্শন করি, কথা শ্রবণ করি নাসায় অঙ্গগন্ধ পাই, ত্বকে স্পর্শ লাভ করি এবং দেহে আলিঙ্গনাদি লাভে অপার আনন্দরসাম্বুধিতে ডুবিয়া থাকি। আমার ইন্দ্রিয়গণে এই প্রকার আপনাদিগের সাক্ষাৎ দর্শনাদি করিবার সামর্থ্য আপনাদের কৃপাশক্তি-প্রভাবেই ঘটিয়াছে। হয়তো আপনারা মনে করতে পারেন এটী কেবল তোমার মনোরথ মাত্র, কিরূপে ইহা সত্য হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, বুদ্ধির গুণ বিবেক প্রভৃতি, ইন্দ্রিয়গুণ দর্শনাদি, যে আপনাদের রূপাদিরসহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই বিচারসিদ্ধ প্রত্যক্ষ সংবলিত মনে সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছি। অতএব আপনারা যেমন আমার রূপাদি সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছেন, আমিও তেমনি আপনাদের রূপাদি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি। তাহার কারণ আপনাদের মহাভাববাসিত ইন্দ্রিয়াদি যেমন আমার রূপ, রস, প্রভৃতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত, তেমনই আমার ইন্দ্রিয়বর্গ আপনাদের রূপ রসাদির সহিত মহাভাবে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত। অতএব বাহিরে যে বিরহ ইহার উপরে আদর রাখিবেন না। এস্থানে আত্মমায়া শব্দে 'কৃপা' এবং 'ভূতেন্দ্রিয়' ইত্যাদি পদের ভূতশব্দের অর্থ 'প্রত্যক্ষসিদ্ধ' করা হইয়াছে।

তৃতীয় নিত্যলীলারূপ অর্থ :—

সেই একই তোমার শ্রীমূর্ত্তির বহু প্রকাশ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন 'আত্মনি'—বিগ্রহস্বরূপঅধিষ্ঠানে, — 'আত্মনা' কারণস্বরূপ সেই নিজ শ্রীবিগ্রহ দ্বারাই, 'আত্মানং'—সেই শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশবিশেষ 'সৃজে'—আবির্ভাব করিয়া থাকি। অনুপালয়ে—অভীষ্ট লীলা পর্য্যন্ত সেই সকল প্রকাশ রক্ষা করিয়া থাকি। 'হন্মি'—সেই অভীষ্ট লীলা অবসানে অন্তর্ধান করাইয়া থাকি। যদি বলেন কেমন করিয়া সেই শ্রীবিগ্রহ দ্বারাই প্রকাশ, সৃষ্টি, পালন সংহার করিয়া থাক, তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—'আত্মমায়ানুভাবেন'—আমার যে শ্রীবিগ্রহে অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব নিত্যই বিদ্যমান আছে, সেই শ্রীবিগ্রহে ইন্দ্রিয় রূপাদি গুণ এবং স্বরূপ এ সকলই নিত্যসিদ্ধ। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন নিত্যসিদ্ধ, তেমনই আমার ইন্দ্রিয় রূপ গুণ প্রভৃতি সকলই নিত্যসিদ্ধ। ২৭।

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ।
সুষুপ্তস্বপ্নজাগ্রদ্ভি মনোবৃত্তিভিরীয়তে ॥ ২৮ ॥

প্রথম জ্ঞান রূপ অর্থ :—

হে ব্রজাঙ্গনাগণ। হয়তো আপনারা মনে করিতে পারেন—এত কাল পর্য্যন্ত তোমার ঐ মূর্ত্তিখানিকে নবীন নীরদশ্যামবর্ণ পরিমিতসর্ব্বাঙ্গ পরমাশ্চর্য্যকর রূপবিশিষ্ট বলিয়াই আমরা জানিতাম। বর্ত্তমানে কিন্তু অচিন্ত্য-শক্তিময় বলিয়া বলিতেছ, এবং অচিন্ত্যশক্তি-যুক্ত বলিয়াই সকলের উপাদান ও অন্তর্য্যামী রূপে সর্ব্বব্যাপক এইজন্য তোমার সহিত আমাদের বিয়োগ নাই—এইরূপ উপদেশ করিতেছ। আমরা জানি সর্ব্বব্যাপক, অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত পরমেশ্বর আছেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে চোখে দেখিতে পায় না। অতএব সে পরমেশ্বর অরূপ, অথচ তুমি উপদেশ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর· তোমারই রূপখানি অচিন্ত্যশক্তিময়—এসকল উপদেশ আমরা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, তোমার উপদেশ তোমারই বোধগম্য। আমরা কিন্তু নিজ নিজ স্বরূপকে পরিচ্ছিন্ন দেহ রূপেই অনুভব করি। অতএব কেমন করিয়া সর্ব্বব্যাপকস্বরূপ তোমার শ্রীমূর্ত্তির সঙ্গ আমরা অনুভব করিয়াছি! সসীম শরীরের দ্বারা কেমন করিয়া অসীম মূর্ত্তিকে আলিঙ্গনাদি করিতে পারা যায়? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"আত্মা জ্ঞানময়" অর্থাৎ সকলেই সুষুপ্তি প্রভৃতি মনোবৃত্তি দ্বারা সেই স্বপ্রকাশ আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকে। অতএব সুষুপ্তি অবস্থাতেই যখন আত্মার অনুভব হয়, তখন স্বপ্ন বা জাগরণে যে অনুভব হয় তাহার আর কথা কি? আত্মা 'জ্ঞানময়' অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ। যেহেতু সেই আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্মানুগত হইয়াও সেই সকল ব্যভিচারিণী জাগ্রতাদি বৃত্তি হইতে ব্যতিরিক্ত বলিয়া শুদ্ধ; অর্থাৎ যে আমি জাগিয়াছিলাম সেই আমি নিদ্রিত, যে আমি নিদ্রিত সেই আমি সুষুপ্ত, এরূপ অনুভব দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মগুলি আগন্তুক ও বিনাশী; এই তিন অবস্থাতেই আত্মা সাক্ষী ও চেতয়িতা রূপে অবিকৃত ভাবেই বিদ্যমান থাকে।

যেমন চৌদ্দটী লোক তাস খেলিতে বসিয়াছে। তন্মধ্যে দশটী বাহিরের মণ্ডলে এবং চারিটী ভিতরের মণ্ডলে বসিয়াছে। একটী আলো জ্বলিতেছে। অনেকক্ষণ খেলিতে খেলিতে বাহিরের মণ্ডলের দশটী লোক ঘুমাইয়া পড়িল, ভিতরের মণ্ডলের চারিজন খেলিতে লাগিল। কতকক্ষণ পর তারাও ঘুমাইয়া পড়িল ঐ চৌদ্দজনের উপরে অজ্ঞান রহিল। আলোটী কিন্তু ঠিক জ্বলিতেছে। ঐ আলোটী জ্বলিতেছে বলিয়াই খেলা চলিতেছিল। সেইপ্রকার বাহিরের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ভিতরের মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই ১৪টী ইন্দ্রিয় যখন নিজ বিষয়ের সঙ্গে খেলা করে, তখন সেই অবস্থার নাম জাগরণ। যখন নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে খেলিতে খেলিতে বাহিরের দশটী ইন্দ্রিয় অবসাদপ্রাপ্ত হয় কেবল ভিতরের মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারই খেলিতে থাকে তখন তাহার নাম স্বপ্ন। যখন তাহারাও অবসাদপ্রাপ্ত হয় এমন কি অহমিকা পর্য্যন্ত প্রসুপ্ত হয়, তখন সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি। এই সুষুপ্তি-দশায় বাহির ও ভিতরের ইন্দ্রিয়-সমূহের উপরে অজ্ঞান মাত্র থাকে। কিন্তু এই যে তিন-প্রকার খেলা একমাত্র চৈতন্য আলো ভিতরে জ্বলে বলিয়াই চলিতে পারে। যখন ঐ চৌদ্দটী ইন্দ্রিয়ের খেলা চলে, তখন সেই খেলার সাক্ষী চৈতন্যের নাম বিশ্ব। যখন ভিতরের চারিটী ইন্দ্রিয়ের খেলা হইতে থাকে তখন ঐ চৈতন্যের নাম তৈজস। আর যখন ভিতর বাহির উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ই নিদ্রিত হইয়া পড়ে, সেই অবস্থায় সাক্ষী চৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ। কিন্তু ঐ চৈতন্যের সত্তা আছে বলিয়াই জড়ীয় ইন্দ্রিয়বর্গের নিজ নিজ বিষয়ের সহিত খেলা চলিতে পারে। আলো নিবিলেই যেমন খেলা বন্ধ, তেমনি চিদাভাস না পড়িলে জড়ীয় ইন্দ্রিয়বর্গের ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়া যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণকে 'আত্মাকে' ব্যতিরিক্ত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। আত্মা সেই ব্যভিচারিণী জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিবৃত্তি হইতে পৃথক বলিয়া শুদ্ধ। অতএব সকলের উপাদানরূপ ব্যাপক জ্ঞানস্বরূপ আমার সহিত আপনারা নিজ নিজ আত্মার তাদাত্ম্য (ভেদসহিষ্ণু অভেদ) ভাবনায় সুখিনী হউন্। বাহিরের এই দুঃখময় বিয়োগ-ভাবনায় কেন দুঃখিনী হইতেছেন।

দ্বিতীয় নিজপ্রেমানুভবসিদ্ধ অর্থ — আপনারা যে আমার শ্রীবিগ্রহকে শ্যামল সুন্দর পরিমিত-সর্ব্বাঙ্গ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, আমার সেই বিগ্রহটী জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি দশায় অনুভব করিয়া থাকেন। আমাতে সমাধিই আপনাদের নিকটে সুষুপ্তির মত প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ কোন অবস্থাতেই আপনাদের মনোবৃত্তি আমাকে ছাড়িয়া বিষয়ান্তর অবলম্বনে থাকে না। শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের মনোবৃত্তি যে সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ে থাকে, এ বিষয়ে সাধারণ ভক্তের মনোবৃত্তি সম্বন্ধেই শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায় — জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ। যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবেদচ্যুতাশ্রয়া।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এবং সমাধি অবস্থায় সিদ্ধ-মহাপুরুষগণের যে কোন মনোবৃত্তি শ্রীভগবান্‌কেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। সেই নিজ শ্রীমূর্ত্তিকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশেষণের দ্বারা বিশেষ করিয়া পরিচয় করাইতেছেন। আমার মূর্ত্তিখানি জ্ঞানময়—নানা বিদ্যায় বিদগ্ধ, শুদ্ধ—সর্ব্বদোষরহিত, ব্যতিরিক্ত—বিশেষরূপে সর্ব্বোত্তম, গুণান্বয়—সর্ব্বগুণশালী।

তৃতীয় নিত্যলীলারূপ অর্থ—আপনারা সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় নিজ মন বুদ্ধি প্রভৃতির আশ্রয়রূপ আমার যে শ্রীবিগ্রহ অনুভব করিয়া থাকেন সেই শ্রীমূর্ত্তিখানি গৌতমীয়-তন্ত্র প্রভৃতিতে—

নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিনম্॥

অর্থাৎ নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ নীল-ইন্দীবরের ন্যায় লোচন, গোপালরূপী যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। এই বন্দনাটীতে বর্ত্তমাণ কালের ক্রিয়া উল্লেখ থাকায় এবং শ্রীগোপালস্তবরাজ প্রভৃতিতে সর্ব্বদা অনুশীলন করিবার জন্য আদেশ থাকায় সেই শ্রীমূর্ত্তির নিত্যস্থিতি প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত॥ ২৯॥

প্রথম জ্ঞানরূপ অর্থ—আমার উপদিষ্ট এই জ্ঞানযোগ মনোনিরোধ করিতে পারিলে যথাযথরূপে ফলিত হইয়া থাকে। এই ভাবিয়া শ্রীভগবান্ মনোনিরোধ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যেমন ব্যবহারিক ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় যে সকল বিষয় ধ্যান করে সে সমুদয়ই মনের কল্পনামাত্র, জাগিয়া উঠিলে সেই সমুদয় মনঃকল্পিত বিষয় অসত্য বলিয়া মন ও ইন্দ্রিয়সকল নিরোধ করিয়া থাকে অর্থাৎ সেই সমুদয় বিষয় আর সত্য বলিয়া চিন্তা করে না, তেমনি সম্পন্ন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অসত্য বিষয়ান্তর হইতে মনোনিরোধ করিতে পারিলে যথার্থ জ্ঞানলাভে কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। আপনারা আমার এই মথুরায় আগমন বিষয় চিন্তা না করিয়া আমি আপনাদের হৃদয়ে আত্মরূপে নিত্যই বিদ্যমান আছি এইরূপ ভাবনা করিতে পারিলে শান্তিলাভ করিতে পারিবেন। আপনাদের মন আমার এই বাহিরে মথুরায় আগমনের কথা চিন্তা করে বলিয়াই অশান্তি দান করে। বাহ্যচিন্তা হইতে মনোনিরোধ করিয়া আন্তরচিন্তায় চিত্ত আবিষ্ট রাখিতে পারিলেই সকল বিরহ-দুঃখ দূর হইতে পারে।

দ্বিতীয় নিজ প্রেমানুভবসিদ্ধ অর্থ—সত্যই তোমার স্ফূর্ত্তি আমাদের নিকটে সাক্ষাৎকারের মতই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু সেইটী সর্ব্বদা পাই না। যখনই বাহিরে দৃষ্টি করি তখনই বিয়োগ স্ফূর্ত্তি হয়। এই বিপত্তি হইতে নিবৃত্তির উপায় কি আছে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন বাহ্যবৃত্তি হইতে মনোনিরোধই একমাত্র শান্তিলাভের উপায়। আমি সাক্ষাদ্রূপে আবির্ভূত হইয়া আপনাদের দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন প্রভৃতি যে সকল বিলাসাদি করিয়া থাকি, সেই সময়ে আপনারা আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া থাকেন, পরে সেই আনন্দমূর্চ্ছা হইতে উত্থিত হইয়া মৎকৃত সত্য বিলাস প্রভৃতিকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন। আপনাদের যে মন আমার সত্য বিলাস প্রভৃতিকে অসত্য বলিয়া স্ফুরণ করায়, সেই মনো নিরোধ করিতে পারিলেই এ বিরহবেদনা দূর হইতে পারে।

তৃতীয় নিত্যলীলারূপ অর্থ—যদি এই প্রকট-প্রকাশে তোমার সহিত আমাদের বিরহই আছে, অথচ এই প্রকট-প্রকাশের প্রতি দৃষ্টিও আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না, এবং তুমিও মথুরা হইতে ব্রজে আসিবে না তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া কাল কাটাইব? শ্রীলব্রজাঙ্গনাগণের এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—যতদিন পর্য্যন্ত আমি মথুরা হইতে ব্রজে না যাই, ততদিন পর্য্যন্ত আপনারা বাহ্য বিষয় হইতে মন নিরোধ করিয়া অন্তর্ম্মনা হইয়া অপ্রকট লীলায় আবিষ্ট থাকুন। তাহা হইলেই বহিরঙ্গ বিরহভাবনাজনিত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন॥ ২৯॥

এতদন্তঃ সামাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ॥৩০॥

আপনারা মনোনিরোধ করিতে পারিলে সকল দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। এই মনোনিরোধই নিখিল শাস্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য। মনোনিরোধই বেদের অষ্টাঙ্গ-যোগের আত্ম-অনাত্ম-বিবেকের, সন্ন্যাসী বানপ্রস্থ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ধর্ম্মের, এবং সত্য প্রভৃতি সাধনের—একমাত্র লক্ষ্য, মনীষিগণ এই প্রকারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন নদী বিভিন্ন বিভিন্ন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া বিবিধ গতিশীল হইয়াও সাগরেই মিলিত হইয়া থাকে, তেমনি বিবিধ সাধনের অনুষ্ঠানগত ভেদ থাকিলেও লক্ষ্য অর্থাৎ মনোনিরোধগত উদ্দেশ্যে কোন ভেদ নাই। অতএব যেমন মনোনিরোধ করিতে পারিলেই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তেমনি আপনারাও মনোনিরোধ-বলে আমার বিরহসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। আপনাদের মনই আমার সত্য সঙ্গকেও অসত্যরূপে প্রকাশ করে, সেই মনোনিরোধ ভিন্ন এ বিরহসাগর উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোনও উপায় নাই।

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥ ৩১ ॥

তাহা হইলে অপ্রকট-প্রকাশে আপনাদের সহিত আমার বিরহই নাই। প্রকট প্রকাশেও বাহিরে বিরহের প্রতীতি মাত্র; তাহাও সাময়িক। যেহেতু কখনও আমার স্ফূর্ত্তিও আপনাদের নিকট সাক্ষাৎকারের মত প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই বহিরঙ্গ বিরহও থাকিত না, আমারই কোন এক স্বাভাবিক দুরাগ্রহেই রহিয়াছে, ইহাই আপনারা ঠিক ঠিক বুঝুন। কংসকে বধ করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধে ব্রজ হইতে মথুরায় আসিয়াছি, সম্প্রতি যদ্যপি কংসবধের পর অনেককিছু কার্য্য করিবার আছে, তথাপি ইহা পরিত্যাগ করিয়া কতকদিনের জন্য আমি ব্রজে যাইতে পারি। তথাপিও যে আপনাদের নয়নের দূরে আছি, সেটী কেবল আমারই অপরিহার্য্য দুরাগ্রহজন্য। আমার 'প্রেম বাড়ান' স্বভাবটী আমাকেও দুঃখ দেয় আমার প্রিয়জনকেও দুঃখ দেয়, তাই আপনাদিগের সহিত এই দৈহিক-বিরহ। তবে জানিবেন আমি এখানে আছি মাত্র, কিন্তু চিত্তে কোনই সুখ নাই। আমি যখন ব্রজে ছিলাম, তখন আপনারা বাহিরে অন্যস্পর্শশূন্য দেহখানি এবং আমা ভিন্ন অন্যসংকল্পরহিত মনখানি লইয়া যখন আমার সহিত মিলিত হইতেন তখন আমার মনে বড়ই লজ্জার উদয় হইত। কারণ আপনাদের ভিতর বাহির একমাত্র আমার সুখসম্পাদনতাৎপর্য্যে পূর্ণ! আমার দেহমন বহুনিষ্ঠ, সুতরাং ব্যভিচারী দেহমন লইয়া অব্যভিচারী আপনাদের দেহমনের সহিত মিলনে লজ্জার উদয় হইত। তখন মনে মনে ভাবিতাম কি উপায়ে আপনাদের যেমন আমার অদর্শনে ক্ষণকাল যুগশতের মত মনে হয়, আমারও সেইপ্রকার আকুলতামাখা গাঢ় আবেগ-পূর্ণ অনুরাগটী লাভ হইতে পারে? তখন ভাবিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম, অনবরত আপনাদের ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতে পারিলে আপনাদের অনুরাগের সাদৃশ্য লাভ করিতে পারি।

কিন্তু ব্রজে সেইরূপ ধ্যান করিবার কোনও সুবিধা সুযোগ ঘটে নাই। কারণ যখন আপনাদের সহিত মিলিত হইতাম তখন অতুলনীয় অনাবিল আপনাদের প্রীতিরস আস্বাদনে বিভোর হইয়া পড়িতাম। আবার যখন আপনাদের সঙ্গ-সুখ হইতে বিচ্যুত হইতাম, তখন সখাগণের অনাবিল সখ্য-রসের এবং বৎসলগণের অনাবিল বাৎসল্য-রসের আস্বাদনে মাতিয়া থাকিতাম। সুতরাং আপনাদের ধ্যান করিবার স্থান ও সময় মিলিত না। এখন দেহখানি লইয়া দূরদেশ মথুরায় আসিয়াছি, বলিয়া আপনাদিগকে নিরন্তর ধ্যান করিবার স্থান ও সময় পাইয়াছি। যদ্যপি মথুরাবাসী যাদবগণ আমাকে যথেষ্টই প্রীতি করে, কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত প্রেমে আমার প্রীতি নাই বলিয়া মনের আবেশও নাই। সুতরাং অন্যত্র অনাসক্ত মনটী লইয়া আপনাদিগের ধ্যান করিবার বেশ সুবিধা সুযোগ পাইয়াছি। আপনাদের প্রতি আমার প্রেমবৃদ্ধি কামনাতেই মথুরাতে রহিয়াছি। মুনিগণও বলেন "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে" অর্থাৎ বিরহ বিনা সম্ভোগরস পুষ্টিলাভ করে না। যখন নিকটে থাকা যায় তখন চক্ষু কর্ণের সহিত রূপ শব্দাদির সান্নিধ্য ঘটে বটে, কিন্তু মনের সান্নিধ্য ঘটে না। কারণ রূপের নিকটে চক্ষু থাকে, চক্ষুর অন্তরালে মন থাকে সুতরাং রূপের সহিত চক্ষুর নিকট সম্বন্ধ, মনের ব্যবধানে সম্বন্ধ থাকে। আবার যখন দেহখানি দূরে থাকে তখন চক্ষু প্রভৃতির সহিত বিরহ ঘটে, মনের সহিত রূপাদির খুব নিকট সম্বন্ধ ও গাঢ় আবেশ থাকে, এইজন্য আমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজে ইচ্ছা করিয়াই আপনাদের সান্নিধ্য ছাড়িয়া মথুরায় রহিয়াছি। এস্থানে থাকিয়া অনবরত আপনাদের ধ্যান-সাধনায় আবিষ্ট আছি। এই শ্লোকে "মদনুধ্যানকাম্যয়া" এই পদটীতে "আমার ধ্যানকামনায়" প্রইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। যেহেতু পর শ্লোকে "স্ত্রীনাঞ্চ ন তথা চিত্তং" এইরূপ উল্লেখ থাকায় শ্রীলব্রজাঙ্গনাগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণধ্যানের প্রসঙ্গ পরশ্লোকেই উল্লেখ করা হইবে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রজাঙ্গনাগণের ধ্যানরূপ অর্থই সুসঙ্গত ॥৩১॥

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চিত্তং সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে।
ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥৩২॥

এইরূপ উপদেশ শ্রবণে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ মনে মনে ভাবিতে পারেন যে, মথুরায় থাকিয়া অনবরত আমাদিগকে ভাবিয়া তোমার ভাবসিদ্ধি হইলে আমাদের তাহাতে কি লাভ আছে? আমরা যদি বিনিময়ে তোমাকে প্রীতি করিতাম তাহা হইলে তোমার সিদ্ধি হইল বলিয়া আমরা সুখী হইতে পারিতাম। আমরা তোমাকে প্রীতি করিয়াই সুখী তাহার বিনিময়ে তোমার প্রীতির কোন অপেক্ষাই করি নাই। অতএব তোমার ভাবসিদ্ধিতে আমাদের কি লাভ হইবে? এই আশঙ্কার উপরে বলিতেছেন—এই বিরহ দ্বারা আপনাদেরও আমার প্রতি প্রেমের আধিক্য ঘটিবে। এই কামনাতে আমি মথুরাতে আছি। প্রিয়তম দূর দেশে থাকিলে স্ত্রীগণের মন যেমন সেই প্রিয়তমে আবিষ্ট হইয়া থাকে, তেমন প্রিয়তম চোখের গোচর হইলে চিত্তের আবেশ থাকে না। সাধারণ রমণীগণের সম্বন্ধেই এই কথা, মহাভাববতী আপনাদের যে বিরহে আমার প্রতি মনের আবেশ ঘটিবে তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব পরস্পর প্রেম বাড়াইবার অভিলাষরূপ আমার দুরাগ্রহ আপনারা ক্ষমা করিয়া লইবেন।

এই পর্য্যন্ত উপদেশ করিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ বিস্তার করিয়াছিলেন, আমি যে তিন প্রকার সমাধান করিলাম, তন্মধ্যে অপ্রকটলীলাময় সিদ্ধান্তে অসম্ভাবনা বোধে তাহারা যদি মনে বিশ্বাস না করে, এবং মনোনিরোধের জন্য যদি তাহারা যত্নগ্রহণ না করে তাহা হইলে প্রকট-লীলায় সাক্ষাৎ আমার প্রাপ্তি সমাধানের জন্য উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িতেছে।

এইরূপ বিচার করিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন। আমার সেই প্রেম বাড়াইবার দুরাগ্রহও আপনাদের আমাকে সাক্ষাৎ পাইবার উৎকট আগ্রহে অচিরেই বিনষ্ট হইবে। আপনাদের আমা ভিন্ন ইতরবৃত্তিশূন্য মন, আমাকে যাহারা একান্তভাবে আশ্রয় করে তাহাদিগকে আত্মদান পর্য্যন্ত করি বলিয়া কৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ গোপবেশবেণুকর যশোদানন্দন আমাতে আবেশ রাখিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনামে প্রসিদ্ধ আমাকেই অনবরত ধ্যান করতঃ সেই ধ্যানের প্রভাবে কৃষ্ণনামে প্রসিদ্ধাকার আমাকেই নিজ নিকটে পাইবেনই এ বিষয়ে আমার কোন স্বাধীনতা নাই। প্রীতিশিখা আবেশযুক্ত মদীয় ধ্যানের এমনই প্রভাব যে, বলপূর্ব্বক আমাকে ধ্যানকারীর সান্নিধ্য প্রাপ্তি করায়। বিশেষতঃ আপনাদের মহাভাবাখ্য প্রেমময় আবেশের ক্ষমতা ত অতুলনীয়। হয় ত আপনারা ইহাতে মনে করিতে পারেন যে, তোমার এই প্রেম বাড়াইবার দুরাগ্রহ আবার হৃদয়ে উঠিতে পারে? তাহারই উত্তরে চাটুবাক্যে কহিলেন—নিত্যই আপনারা আমাকে পাইবেন। আমি হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বোক্তপ্রকার প্রেম বাড়াইবার দুরাগ্রহে দেহখানি আপনাদের নিকট হইতে মথুরায় সরাইয়া লইয়া আসিয়াছি, ইহার পর আর এমন করিব না। এই শ্লোকটীর মধ্যে "অস্মৎ" শব্দের প্রয়োগ তিনবার করিয়াছেন। একবার "ময়ি কৃষ্ণে" দ্বিতীয়বার "মাং অনুস্মরন্ত্য" তৃতীয়বার "মাং উপৈষ্যথ"। এই তিনবার অস্মৎ শব্দের প্রয়োগ করিয়া ইহাই জানাইলেন—অনেক পণ্ডিতের ধারণা এই যে, অনবরত কৃষ্ণ-ধ্যানের প্রভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে সাযুজ্যমুক্তিরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। তাহাদের মতে কৃষ্ণধ্যানের ফল ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি। অথচ সেই মুক্তিটী সাধারণ ভক্ত মাত্রের নিকটেই দ্বিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সাধারণ ভক্তিরসিকমাত্রই ব্রহ্ম-সাযুজ্যমুক্তিকে দ্বেষ করিয়া থাকেন। যে ব্রহ্মসাযুজ্য-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুক্তিতে অভীষ্ট প্রাণবল্লভের সহিত ভক্তের সেব্যসেবক রূপ নিত্য সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই বলিয়াছেন "সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য" তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥ চৈঃ চঃ আদিলীলা। শ্রীহনুমান জিউও বলিয়াছেন —"ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে"॥ আমি সেই ভববন্ধন-ছেদনকারিণী কৈবল্য-মুক্তির প্রতি কখনও স্পৃহা করি না। যে মুক্তিতে "আপনি আমার প্রভু আমি আপনার দাস এই সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তিনবার "অস্মৎ" পুরুষের পদ প্রয়োগ করিয়া ইহাই বুঝাইলেন যে "তমালশ্যামলকান্তি যশোদাস্তনন্ধয় আমাতে মনের আবেশ রাখিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আমাকে অনবরত ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার আমাকেই পাইবেন। এস্থানে কৃষ্ণধ্যানের ফল পূর্ব্বোক্তপ্রকার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি। অন্য ফল নিষিদ্ধ হইল।

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া ॥১৩॥

আমাকে ধ্যান করিয়াই যে আমাকেই পাওয়া যায় তাহারই প্রমাণ এই যে, যে রাসরজনীতে বনে আপনাদের সহিত নৃত্যগানাদি বিলাস করিতেছিলাম, সেই রজনীতে ব্রজমধ্যে গৃহেতে অবরুদ্ধা হইয়া যাহারা রাসে আসিতে না পারিয়া আমাকে ধ্যান করিতেছিলেন, সেই ধ্যান-প্রভাবে সেই গৃহমধ্যেই কৃষ্ণরূপে প্রসিদ্ধ আমার আলিঙ্গনাদি লাভ করিয়া গুণময় দেহবন্ধন হইতে বিমুক্তির পর অপ্রকটপ্রকাশ শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণনামে খ্যাত আমাকেই পাইয়াছিলেন। শ্লোকটীতে কল্যাণী বলিয়া ব্রজাঙ্গনাগণকে সম্বোধন করিয়া ইহাই জানাইলেন যে—আপনাদের সেই গৃহে অবরুদ্ধা ব্রজাঙ্গনাগণের মত গুণময় দেহ ত্যাগ করিতে হইবে না। যেহেতু আপনাদের দেহ গুণময় নহে মহাভাব তেজোময় সচ্চিদানন্দ। আপনারা কিন্তু সাক্ষাতেই এবং এই প্রকটপ্রকাশ বৃন্দাবনেই আমাকে পাইবেন।

শ্রীশুক উবাচ॥

এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজযোষিতঃ।
তা উচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতীঃ ॥১৪॥

শ্রীশুকমুনি কহিলেন, হে মহারাজ! শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ এইক্রমে যখন যখন যে সন্দেশ শুনিতে লাগিলেন, তখন তখন সেই সন্দেশের তিন প্রকার অর্থই তর তম ভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে প্রথম জ্ঞানরূপ অর্থে নিজ প্রাণকোটিপ্রিয়তমের প্রতি রাসরজনীতে শ্রীল ব্রজাঙ্গনা-গণই "যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ" ইত্যাদি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরতা নির্দ্দেশ করিয়া যে জ্ঞানময় বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাই স্মৃতিপথে উদিত হইল। অর্থাৎ প্রিয়তমাদিষ্ট জ্ঞানরূপ অর্থে তাহারা পরস্পর সমালোচনা করিতে লাগিলেন—"হে সখীগণ! প্রিয়তম যে ঈশ্বরাবেশে আমাদিগকে জ্ঞানরূপ উপদেশ করিয়াছে তাহাতে তাহার কোন দোষ নাই। কারণ সে কখনও আমাদিগকে জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে না। তবে আমরা যে সেই রাসরজনীতে পরমাত্মা পরমেশ্বর বলিয়া যে সকল কথা তাহাকে বলিয়াছিলাম, তাহাতেই সে ঈশ্বরাবেশে আমাদিগকে জ্ঞানরূপ উপদেশ করিয়াছে। সে ত নিজে আমাদিগের নিকট পরমেশ্বরভাবে কখনও কোন প্রসঙ্গ করে নাই।" এইরূপে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ পরমেশ্বরের জ্ঞানময় অর্থের মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিলেন। কিন্তু সেই জ্ঞানময় উপদেশেও শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরমেশ্বর-বুদ্ধি উদয় হইল না। যেহেতু তাহারা "প্রিয়" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক মাধুর্য্য-প্রেমবতী। এই জন্যই "প্রিয়তমাদিষ্টং" অর্থাৎ "প্রাণকোটিপ্রিয়তম কর্ত্তৃক আদিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া" এইরূপ উল্লেখ করায় বেশ বুঝা গেল যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময় উপদেশও স্বাভাবিক বিশুদ্ধ প্রীতির কোন প্রকার হ্রাস ঘটাইতে পারে নাই। দ্বিতীয় প্রেমানুভবসিদ্ধ অর্থে প্রেমকৃত সাক্ষাৎকারসূচক সন্দেশে বিরহ অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত যে সাক্ষাৎকারদানে বিচিত্র বিলাসাদি করিয়াছিলেন সেই সকল বিলাসাদির কথা স্মরণ হইতে লাগিল। অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে সখীগণ, যে দিন আমি বিরহে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, সেই দিন মূর্চ্ছিত অবস্থায় সে যে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি দানে সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া সুখার্ণবে ডুবাইয়া ছিল মূর্চ্ছাভঙ্গের পর আমার অঙ্গে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি চিহ্ন সকল দেখিতে পাইয়াও স্বপ্ন বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম। এখন তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) উপদেশে সেই কথা মনে পড়িল। তৃতীয় নিত্যলীলারূপ অর্থে অপ্রকট-প্রকাশে নিজেদের সহিত তাঁহার নিত্যসংযোগসূচক সন্দেশে জাতিস্মরের মত সংস্কাররূপ স্মৃতি জাগিয়া উঠায় পরমা প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। শেষ দুইটী অর্থে "প্রীতাঃ" অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করিলেন। কারণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট। অন্তিম দুই প্রকার আদেশের মধ্যে একটী (চতুর্থ) আদেশ হইল, আমি অবশ্যই মথুরার অবশিষ্ট কার্য্য স্থগিত রাখিয়া ব্রজে যাইয়া আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারি, কিন্তু আমার অনিবার্য্য প্রেম বাড়ান স্বভাবে দেহখানি আপনাদের নিকট হইতে দূর দেশে মথুরায় রাখিয়াছি। এই আদেশেও তাঁহারা পরমানন্দবিশেষ লাভ করিলেন; যে হেতু প্রিয়তমের আদেশ। অপর অন্তিম পঞ্চম আবেশ নিখিল আবেশশূন্য হইয়া একমাত্র আমাতেই মনের গাঢ় আবেশ রাখিয়া অনবরত আমাকেই ধ্যান করিতে করিতে অচিরে আমাকেই পাইবেন। তাহার দৃষ্টান্তরূপে গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা ব্রজাঙ্গনাগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সন্দেশে "আগতস্মৃতিঃ" অর্থাৎ আমাদেরই মত পূর্ব্বে অনুরাগবতী যে সকল অঙ্গনা ছিল, রাসে কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাই নাই। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তাঁহাদের কথা মনে পড়িল।

এই তিনপ্রকার সন্দেশের ভিতরে শ্রীভগবানের অভিপ্রায় এই যে সম্প্রতি আমার ব্রজে গমনাদির সম্ভবনা নাই। অথচ তাহাদিগকে সান্ত্বনাময় উপদেশের মধ্যে প্রথমতঃ আমার ব্রজেতে গমন-প্রতিজ্ঞাই সুচারু হইবে বটে কিন্তু কাল-বিলম্বে ব্রজে যাওয়ার প্রতিজ্ঞাময় উপদেশ কল্যাণদায়ক হইবে না। অতএব বিবিধ প্রকার সমাধানপূর্ণ বিবিধ তাৎপর্য্যযুক্ত সন্দেশ প্রেরণ করাই সমীচীন। নিত্যলীলা-রূপ অর্থও সান্ত্বনার বিশেষ অনুকুল হইবে না। যেহেতু তাহাদের সেই নিত্যলীলার অনুসন্ধান স্থায়িভাবে কার্য্য করিতে পারিবে না। কখনও বাহিরের অনুসন্ধান আসিলেই আমার দর্শনের জন্য তৃষ্ণা বলবতী হইবে, সেই আকুলতৃষ্ণায় বারংবার আমার স্ফূর্ত্তি আস্বাদনে অনেকটা শান্ত থাকিতে পারিবে। দীর্ঘকাল পরে আমার সাক্ষাৎ দর্শন পাইলে চমৎকৃতা হইবে। এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাগণকে বহুঅর্থপূর্ণ উপদেশ করিয়াছিলেন।

গোপ্য ঊচুঃ।

দিষ্ট্যাহিতো হতঃ কংসো যদূনাং সানুগোঽঘকৃৎ।
দিষ্ট্যাপ্তৈর্লব্ধসর্ব্বার্থৈঃ কুশল্যাস্তেঽচ্যুতোঽধুনা ॥৩৫॥
কচ্চিদ্গদাগ্রজঃ সৌম্য করোতি পুরযোষিতাম্।
প্রীতিং নঃ স্নিগ্ধসব্রীড়হাসোদারেক্ষণার্চ্চিতঃ ॥৩৬॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণউপদিষ্ট বিষয়সমূহ মনে জাগরূক হওয়ায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া গোপীগণ উদ্ধব মহাশয়কে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই প্রকারটী দেখাইবার জন্য শ্রীশুকমুনি বলিলেন, শ্রীগোপিকাগণ শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, হে যদুপ্রবীর আমাদের নিজসুখ হউক্ বা নাই হউক্ সেজন্য কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাহার সুখেই আমাদের সকল মঙ্গল॥ এই অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের সুখের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। "এটী বড়ই সৌভাগ্যের কথা চিরশত্রু কংশ নিহত হইয়াছে। যে জন সাধুজনের প্রতি দ্রোহ আচরণ করে তাহার এই প্রকার দুরবস্থাই হইয়া থাকে। যাদবগণ সাধুগণের মুকুটমণি, যে দুরাত্মা কংশ যাদবগণের প্রতি অশেষ পাপ আচরণ করিয়াছিল, সেই নিজকৃত পাপেই মরিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নিমিত্ত মাত্র। এটী বড়ই সুখের কথা বিশেষতঃ নিজ অনুগত ভ্রাতৃবর্গ এবং অনুচরবর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। আরো একটা সুখের কথা যে কংস-দৌরাত্ম্যে উদ্বেজিত হইয়া যে সকল যাদব দেশদেশান্তরে যাইয়া বাস করিত, সেই সকল তাহার আত্মীয় বিদেশবাস-ক্লিষ্ট যাদবগণ পুনরায় মথুরায় আনীত হইয়াছেন এবং তাহাদের নিজ নিজ রাজ্য-সম্পত্তিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে সেই সকল আত্মীয় যাদবগণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য কোন চিন্তা নাই॥ বর্ত্তমানে সর্ব্বসুখপূর্ণ অচ্যুত কুশলী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যখন সে আমাদের এই ব্রজে ছিল তখন মাঝে মাঝে কংস-প্রেরিত দৈত্যগণের দৌরাত্ম্যে অনেক সময়ে সে উদ্বেগ পাইয়াছিল। এখন আর সেই সকল উদ্বেগের কোনও কারণ নাই। এটা আমাদের পক্ষে খুবই মঙ্গলের সংবাদ" ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর উৎকটপ্রেমলালসায় প্রথমতঃ "মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন ?" এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার বিলাসবিশেষ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় সহসা পুররমণীগণের কথা মনে পড়িল এবং সেই সঙ্গে পুররমণীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিশেষের কথাও মনে পড়িল। সেই সঙ্গে স্বাপত্ন্য-স্বভাবে ঈর্ষার উদ্গম হওয়ায় বলিতে লাগিলেন —হে স্নিগ্ধমূর্ত্তি যদুপ্রবীর। গদাগ্রজ কখনও পুররমণীগণের প্রীতিবিধান করে কি ? দেখ, তোমার প্রভু ব্রজে থাকা কালে রামানুজ নামে খ্যাত ছিল, বর্ত্তমানে মথুরায় যাইয়া বসুদেবপত্নী দেবরক্ষিতার প্রথম পুত্র গদকে অনুজ ভাবে নিজকে গদাগ্রজ বলিয়া অভিমান করে। এই কথা যখনই শুনিয়াছি, তখনই বুঝিয়াছি গোকুলবাসীর সহিত তাহার সম্বন্ধ শিথিল হইয়াছে। সেইপ্রকার ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতিও প্রীতি শিথিল হইয়া পুররমণীগণের প্রতি তাহার প্রীতি অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা না হইলে আমরা এই বৃন্দাবনে যাহাকে স্নিগ্ধলজ্জাযুক্তহাস্যে এবং রসময় উদার চাহনীতে রসের পূজা করিতাম, বর্ত্তমানে সেই আমাদের কর্ত্তৃক পূজিত কৃষ্ণ পুরাঙ্গনাগণের পূজক হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই এবিষয়ে আমাদের দৌর্ভাগ্যেরই প্রাবল্য বলিয়া মনে করি। ৩৬ ॥

কথং রতিবিশেষজ্ঞঃ প্রিয়শ্চ পুরযোষিতাম্।
নানুবধ্যেত তদ্বাক্যবিভ্রমৈশ্চানুভাজিতঃ ॥ ৩৭ ॥
অপি স্মরতি নঃ সাধো গোবিন্দঃ প্রস্তুতে ক্বচিৎ।
গোষ্ঠীমধ্যে পুরস্ত্রীণাং গ্রাম্যাঃ স্বৈরকথান্তরে ॥৩৮॥

এই প্রকার কথা শুনিয়া কোন ব্রজাঙ্গনা কহিতে লাগিলেন, হে সখি! আমাদের কর্ত্তৃক পূজিত নাগররাজ বর্ত্তমানে যে পুরনারীগণের পূজক হইয়াছে এ বিষয়ে সংশয় করিবার কি আছে? রতিবিষয়ে সুপণ্ডিত সে, সম্প্রতি পুররমণীগণের প্রিয় হইয়াছে। অতএব কেন তাহাদের প্রতি আসক্ত হইবে না? তাহাদের সেই বাগ্‌বিলাস-ভঙ্গীতে এবং তাদৃশ বিভ্রমরাশিতে নিরন্তর অনুভাজিত অর্থাৎ আমাদের সেই নাগররাজ নিরন্তর তাহাদিগকে রতি-সুখদানে সেবা করিতেছে, তাহারাও প্রতিরতিসুখদানে বাগবিলাসভঙ্গীতে ও বিচিত্র বিভ্রমরাশিতে তাঁহাকে প্রতি-পূজা করিতেছে। সেইজন্য গ্রাম্যযোষিত আমরা যদ্যপি রতিবিশেষ জানি বটে, তথাপি সেই মহামত্তকে রতিবিশেষ দিতে ইচ্ছা করি নাই। আমরাত তেমন তার মনের অনুকূল কথা কহিতে জানি না, আর সেই রকম বিভ্রমও জানি না, সেইজন্যই মহারতিমত্ত নাগররাজ পুরাঙ্গনাগণকে মনের অনুকূলরূপে পাইয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে এ বিষয়ে আর কোনই সংশয় করিও না। ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর উৎকণ্ঠায় সোল্লুণ্ঠবচনরীতিতে বলিতে লাগিলেন, হে সাধো! গোবিন্দ কখন কি আমাদের কথা স্মরণ করে? পুরস্ত্রীগণের গোষ্ঠীমধ্যে বসিয়া স্বচ্ছন্দকথা প্রসঙ্গে যদ্যপি আমরা গ্রাম্যা, তথাপি কোন অংশে আমাদের প্রস্তাব করে কি? তুমি সাধু, মিথ্যা কথা বলিও না। যখন পুরাঙ্গনাগণের সভায় গান, পরিহাস, প্রহেলিকাময় কবিত্বরচনা প্রভৃতির প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়, তখন কি সে "হে পুরাঙ্গনাগণ তোমরা যেমন গানাদিবিদ্যায় সুপণ্ডিতা এই প্রকার আমার ব্রজের গোপিকাগণও কিছু কিছু জানে অথবা তোমরা যে প্রকার গানাদি বিদ্যায় সুপণ্ডিতা আমার ব্রজের গোপিকাগণ গ্রাম্যা অবিদগ্ধা বলিয়া কিছুই জানে না। এই প্রকার গুণাংশ লইয়াই হউক বা দোষাংশ লইয়াই হউক্ আমাদের কোন প্রসঙ্গ করে কি ? ৩৮ ॥

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি-
র্বৃন্দাবনে কুমুদ-কুন্দ-শশাঙ্ক-রম্যে।
রেমে ক্বণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িত মনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ ॥৩৯ ॥

হে যাদবপ্রবীর! তোমার প্রভু, নাগরীগণকে পাইয়া আমাদিগকে স্মরণ না করুক কিন্তু সেই রাসক্রীড়া রজনীগণের কথাও কি কখন স্মরণ করে? দুর্ভিক্ষভিক্ষুকের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ন্যায় সম্প্রতি আমরা তাহার এবং তোমাদিগের মনোজ্ঞ যে সকল কথাপ্রসঙ্গ করিতেছি অর্থাৎ একদিন যে শ্রীবৃন্দাবনে ঘাটে, মাঠে, বাটে, গোঠে সর্ব্বত্র যাহার মাধুর্য্যময় কথাপ্রসঙ্গ বর্ণিত ও শ্রুত হইত, এখন নিজ কর্ম্ম-বিপাকে কোথাও তাহার মাধুর্য্যময় কথার প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায় না। সকলেই নিজ নিজ বিরহবেদনায় মর্ম্মাহত হইয়া কেবল অঝোরে কাঁদিতেছে। কেহ কাহারও নিকটে তাহার কোনও কথাপ্রসঙ্গ করে না। কারণ কথাপ্রসঙ্গ তুলিবামাত্রই শোক আরো প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কখনও ভাবি নাই এই হরি রসময় বৃন্দাবনে এই প্রকার তাহার কথার দুর্ভিক্ষ ঘটিবে। অন্ত সকলে, যে আমাদের নিকট হইতে আমার প্রভুর কথার প্রসঙ্গ শ্রবণ করিত, সেই আমরা আজ পরদেশী তোমার নিকটে তাহার কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমার ঈশ্বরের সাক্ষাৎ নাম উল্লেখ করিয়া লঘু করিতে শঙ্কা হয়। সেই রাসরজনী সাম্প্রতিকী এবং অন্যান্য সকল রজনী হইতে বিলক্ষণা; তন্মধ্যেও বহু রজনী বহু বৈচিত্রীপূর্ণা। অর্থাৎ অনেক রজনীতে তাহার সহিত বিহার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, এবং প্রতি বিলাসের ভিতরেই অলৌকিক বিচিত্রতা ছিল, কিন্তু রাসরজনীতে যেমত পরিপূর্ণ আস্বাদন এবং প্রতি আস্বাদনের ভিতরে যে অলৌকিক বিচিত্রতা ছিল, তাহা কোনও রজনীগত বিলাসেই ছিল না। এই অভিপ্রায়ে "তাঃ কিং নিশাঃ" অর্থাৎ সেই সকল রাত্রির কথা কি মনে করে? এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল রজনীর কথা মনে করিলেই হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় উন্মাদনায় অধীর করিয়া তুলে, যে রাসরজনীতে কালিন্দী-নীরে কুমুদ প্রভৃত শুভ্রবর্ণ জলজ কুসুমাবলি বিকসিত হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ জলও দুগ্ধের মত শুভ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পুলিনের তীরবর্ত্তী উপবনসমূহ ও শুভ্রবর্ণ কুন্দ প্রভৃতি বিকসিত কুসুমরাজিচ্ছলে যেন আনন্দ-উল্লাসভরে হাঁসিতে ছিল। আকাশও দিব্য শারদ-পূর্ণসুধাকরের উদয়ে শুভ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই রজনীতে যে সুধাকরের উদয় হইয়াছিল তাহাতে কোনও কলঙ্ক ছিল না। চন্দ্রমাও নিজ ভাণ্ডারে কিছুমাত্র জ্যোৎস্না না রাখিয়া সমস্ত জ্যোৎস্না বৃন্দাবনে, যমুনাপুলিনে বিলাইয়াছিল! সেই জ্যোৎস্নায় আমাদের সকলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমাবলী পর্য্যন্ত দেখা যাইত। সমস্ত রজনী, চন্দ্রমা আমাদের মস্তকের উপরেই উদিত ছিল। হে যদুপ্রবীর! সেই চাঁদ, সেই কুসুমাবলী আর কোনও দিন তেমন ভাবে উদিত ও বিকসিত হয় নাই, আর হইবার সম্ভাবনাও নাই। অপর দিকে যমুনাপুলিনে বালুকারাশিও যেমন কর্পূরসম শুভ্র তেমনি সুকোমল, তেমনি স্নিগ্ধ ও সুগন্ধি ছিল। অপর, নৃত্যসময়ে সেই বালুকারাশি যেন প্রেমে বিগলিত হইয়াছিল; তাই আমাদের তিনশত কোটি ব্রজাঙ্গনার কণ্ঠ ধরিয়া নৃত্য করিবার সময় একটী বালুকাকণাও উড়িয়াছিল না। বিশেষতঃ বিমানস্থিত গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবগণকৃত শুভ্র সুগন্ধি কুসুমবর্ষণে রাসস্থলীর আস্তরণ হইয়াছিল। সেই রাসরজনীতে তাহার যে সকল প্রিয়াগণের সহিত নৃত্য-গীতাদিময় রাসবিলাস হইয়াছিল, সেই সকল প্রিয়াগণ সকলেই অন্তর্ধান হইয়াছে। কারণ সেই সৌভাগ্য যে সকল প্রিয়াগণ লাভ করিয়াছিল, তাহারা কি এই দুরন্ত-বিরহে কখনও জীবিত থাকিতে পারে? তাই আমাদের নিকটে সেই রাসরজনীর সৌভাগ্যের কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন "তদা প্রিয়াভিঃ" 'সেই সময়ে যাহারা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল' এইরূপ উক্তিতে বেশ বুঝা যায় শ্রীলব্রজাঙ্গনাগণের অভিপ্রায় এই যে—হে যদুপ্রবীর! বর্ত্তমানে আমাদের যে অবস্থা দর্শন করিতেছ, যাহারা সেই পরম রসময় রাসরজনীতে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত নৃত্যগীতাদি করিয়াছিল, তাহাদের কখনও এইপ্রকার দুরবস্থা ঘটিতে পারে না। সেই রাস-রজনীতে রাসমণ্ডলীমধ্যে যে সুমধুর চরণের নূপুর কটির কিঙ্কিনী করের বলয়সমূহের অপূর্ব্ব নৃত্যতানগতেই সুমধুর ধ্বনি হইতেছিল, তাহাতে বিবিধবাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিকেও তিরস্কার করিতেছিল। সেই পরমসুখদ রসময় রাসলীলার কথা কি এখনও মনে করে? ৩৯॥

অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা।
সঞ্জীবয়ন্ নু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ ॥৪০॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ।
নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্ব্বসুহৃদ্‌বৃতঃ ॥৪১॥

হে মন্ত্রিপ্রবর! যদি বল সেই রাসরজনীর কথা তিনি সর্ব্বদাই মনে করিতেছেন, তথাপি তাহার এই ব্রজে আগমন আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। এই অভিপ্রায়ে রাসলীলা স্মরণ করিতে করিতে এত গাঢ়-উৎকণ্ঠার উদয় হইল যে তাহাতে তাহার ব্রজে আগমনের কথা যাহা পূর্ব্বে শ্রীউদ্ধবের মুখ হইতে শুনিয়াছিলাম, সেকথা ভুলিয়াই অর্থাৎ তিনি যে বলিয়াছিলেন 'অচিরাৎ আমাকে পাইবেন" উৎকণ্ঠার আবেগে সে সন্দেহের কথা একেবারে ভুলিয়া পুনরায় তাহার আগমন-সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দাসবংশ মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের রাজা হইয়া যদ্যপি পালনের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত, তথাপি আমাদিগকে রক্ষার জন্য একবার তাহার ব্রজে আসা অবশ্য কর্ত্তব্য—কারণ আমরা তাহারই বিরহ-সন্তাপে দিনরাত জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। এ সন্তাপ নিবৃত্তির অন্য কোন ঔষধি নাই। তাহার অঙ্গস্পর্শই এই বিরহদগ্ধ জীবন সুশীতল করিবার একমাত্র ঔষধি। যদি সে মথুরা হইতে ব্রজে আসিয়া আমাদের এই সন্তাপ দূর না করে, তাহা হইলে এই বিশ্বমাঝে তাহাকে সকলেই অস্নিগ্ধহৃদয়, অবিজ্ঞ, ও স্ত্রীবধ হইতে অভীরু বলিয়া অপকীর্ত্তি রচনা করিবে। তাহার অঙ্গস্পর্শ সুধাময়; সুধাস্পর্শে মৃতব্যক্তিও যেমন সঞ্জীবিত হইয়া থাকে, তেমনই তাহার করস্পর্শ প্রভৃতিতে মৃতপ্রায় এ দেহ জীবিত হইবে। যেমন ইন্দ্র—মেঘ-বর্ষণ করিয়া দাবানল-সন্দগ্ধ বন জীবিত করিয়া থাকে, কিন্তু জলবর্ষণ বিনা কেবল মেঘের গর্জ্জনে দাবানল নিভে না, তেমনই তাহার অঙ্গ-সঙ্গ-দান-রূপ ঘন-রসবর্ষণ বিনা কেবল উপদেশরূপ গর্জ্জনে এই বিরহসন্তাপ নিবৃত্ত হইবে না ॥৪০॥

কোন ব্রজাঙ্গনার এইপ্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া অন্য কোন কোন বামস্বভাবা ব্রজাঙ্গনা কহিতে লাগিলেন', হে সখিগণ! কৃষ্ণের রাসাদিলীলাস্মরণে কি সুখ হইতে পারে? তোমরা মুগ্ধা, কিছুই বুঝ না। তাহার অভিমত সুখের কথা আমার মুখ হইতে শ্রবণ কর। এই প্রকার বক্র-উক্তিতে বলিতে লাগিলেন, সে এই ব্রজে যতক্ষণ ছিল, ততদিন মাঠে মাঠে গরু চরাইয়া কষ্টই পাইয়াছে। বর্ত্তমানে মথুরায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজপাটে বসিয়া রাজরাজেশ্বরসমুচিত সুখ অনুভব করিতেছে। যেজন রাজপাটে বসে, সে কি মাঠে গরু চরাইবার কথা মনে করিতে পারে? বিশেষতঃ রাজ্যসুখ অনুভব করিবার বিঘ্নস্বরূপ যে কংস ছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে; অতএব নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখভোগে যে জন সুখী তাহার পক্ষে আর ব্রজে আগমনের সম্ভাবনা কেমন করিয়া করা যাইতে পারে। এই ব্রজে গোপজাতি পরকীয়া আমাদের দ্বারা তাহার কি সুখ হইতে পারে? বর্ত্তমানে মথুরায় রাজকন্যাগণকে বিবাহ করিয়া সুখে মাতিয়া থাকিবে। যদি বল তাহা হইলেও পিতামাতা প্রভৃতি নিজ সুহৃদ্বর্গের প্রীত্যর্থে অবশ্য ব্রজে আসিবে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, হে সখিগণ বর্ত্তমানে মথুরাতে তাহার পিতামাতা সুহৃদ্বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া সুখেই আছে। বর্ত্তমানে তাহার আর অন্য কোনও অপেক্ষা নাই। অথবা যদি সেই পিতামাতা সুহৃদ্বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রজে আসিতে প্রবৃত্ত হয়, তুমি তাহাকে নিষেধ করিও। যদি একান্ত সে ব্রজে আসে, তবে যেন সে একাকী আইসে।

কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভির্ব্বা মহাত্মনঃ।
শ্রীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ ॥৪২॥
পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥৪৩॥

রাজকন্যাবিবাহে হেতু উল্লেখ করিয়া নিজেদের প্রীতি অপেক্ষা করতঃ সেই রাজকন্যাগণের প্রতিও কারুণ্য প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে সহচরিগণ! প্রেমশূন্য কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রভৃতি ত্যাগ কর। যেহেতু সে আত্মারাম বলিয়া সর্ব্বত্র উদাসীন। বিশেষতঃ আত্মারাম বলিয়া তাহার কাহারও প্রতি প্রেম নাই। যদি বল সে যখন শ্রী-(লক্ষ্মী) পতি তখন তো তাহার লক্ষ্মীর প্রতি প্রেম আছেই। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন "কৃতাত্মনঃ" অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্মীদ্বারাই বা কি প্রয়োজন?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেহেতু ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার কৃপাকটাক্ষ-দৃষ্টিপাত সর্ব্বদা প্রার্থনা করে, সেই লক্ষ্মীও যাহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) পতিরূপে পাইবার জন্য সর্ব্বদা অভিলাষ করিয়া থাকে, সে (শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু সেই লক্ষ্মীর প্রতিও আদর করে না। লক্ষ্মীর প্রতি আদর না থাকিবার কারণ এই যে, সে (শ্রীকৃষ্ণ) মহাত্মা। তাই হে যদুপ্রবীর! তোমাকে হিত-উপদেশ বলিতেছি; কোনও রাজেন্দ্রকন্যা তাহার বিবাহের জন্য সংগ্রহ করিও না। তাহার বিবাহের জন্য যে রাজকন্যা অর্পণ করিবে, তাহাকে রাশি রাশি কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। তাহাদিগের দুঃখভোগের কারণ কিন্তু তুমিই হইবে। লক্ষ্মীকেও সে আদর করে না; আমরা তো সাধারণ বনবাসনী, তাহাতেও গোয়ালিনী, তন্মধ্যেও অবিদগ্ধা। আমাদের দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? যতদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত নায়িকাগণকে লাভ করিতে পারে নাই, ততদিন পর্য্যন্তই অভাবে আমাদের প্রতি আদরবুদ্ধি করিত। তাহা না হইলে এ দশা হইবে কেন? যথা:—

চির দিবস ভেল হরি রহল মথুরাপুরী,
অতএ হাম বুঝিনু অনুমানে।
মধুনগরযোষিতা সবহুঁ তারা পণ্ডিতা,
বাঁধল মন সুরত-রতিদানে॥
গ্রাম্যকুলবালিকা সহজে পশুপালিকা,
হাম কিয়ে শ্যাম-সুখভোগ্যা।
তারা রাজকুলসম্ভবা ষোড়শী নব-গৌরবা,
যোগ্য-জনে মিলয়ে যেন যোগ্যা॥
তত দিবস জীবই নিম্ব ফল চাখই,
অমিয়া ফল যাবত নাহি পাওয়ে।
অমিয়া ফল ভোজনে, উদর পরিপূরণে,
নিম্বফল দিকে নাহি চাওয়ে।
তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ধুতুরা ফুলে,
মালতী ফুল যাবত নাহি ফুটে।
রাই মুখ কাহিনী, শশী শেখর শুনি শুনি,
রোখে ধনী কহয়ে কিছু ঝুটে॥ ৪২॥

হে যদুপ্রবীর! হয়তো তুমি বলিতে পার, আমার প্রভু যদি আপনাদিগকে উপেক্ষাই করেন তবে আপনারা কেন তাঁহার প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করেন না? তাহারই উত্তরে বলিলেন "বিদেহ নগরে পিঙ্গলা যদ্যপি বেশ্যা ছিল, তথাপি সে বড় সুন্দর কথা বলিয়া গিয়াছে যে, নৈরাশ্যেই পরম সুখ। অর্থাৎ আশা ত্যাগ করিতে পারিলেই পরম সুখ লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে মনে করিও না, আমরা সেকথা বুঝিনা; কিন্তু বুঝা সত্ত্বেও অর্থাৎ আশা ত্যাগ করিতে পারিলেই যে পরম সুখী হইতে পারা যায় তাহা জানা সত্ত্বেও তাহার প্রতি আশা কোন প্রকারেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ আমরা আশা ছাড়িতে গেলেও সে ছাড়ে না, যেহেতু সে কৃষ্ণ অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।

পুরুষ যোষিৎ কিংবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥

যদ্যপি আমরা জানি এই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের সঙ্গতি সর্ব্বথাই অসম্ভব, তথাপি আশাই আমাদিগকে আকুলিত করিয়া তুলিতেছে। পিঙ্গলা বেশ্যার কথাটা বেশ্যা নয় অর্থাৎ ব্যভিচারিণী নয়। ভাল মানুষের মুখেও মন্দ কথা শুনা যায়, আবার মন্দ মানুষের মুখেও অতি উপাদেয় উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। হে মন্ত্রিপ্রবর! তুমি মনে করিও না স্বৈরিণী পিঙ্গলার কথা দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করিলাম বলিয়া তাহাও স্বৈরিণী। যেহেতু আমরা—

তন্মনস্কা তদালাপা তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তমেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসাগতাঃ॥

অর্থাৎ আমাদের মন শ্রীকৃষ্ণে, শ্রীকৃষ্ণই আমাদের প্রাণ, তাহারই জন্য শয়ন ভোজনাদি দেহধর্ম্মসকল ত্যাগ করিয়াছি। মরমে তাহাকেই দয়িত প্রিয়তম আত্মা বলিয়া জানি। আমাদের দেহ বাক্য মন শ্রীকৃষ্ণেই প্রবিষ্ট। অতএব আমাদিগের কায়বাক্য মনের কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্যভিচার নাই। ৪৩॥

ক উৎসহেত সন্ত্যক্তুমুত্তমঃশ্লোকসংবিদম্।
অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে ক্বচিৎ ॥৪৪॥
সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে।
সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত।
শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্তুং নৈব শক্নুমঃ ॥৪৫॥

লোভী ব্যক্তি লোভ্য বস্তু পাউক্ বা নাই পাউক্ কিন্তু ঔৎসুক্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যাহার নামের, রূপের, গুণের, লীলার, সুখ্যাতি মুনীশ্বরগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহার নাম রূপাদির কিঞ্চিৎ মাত্র আস্বাদন পাইয়া কোন জন পরিত্যাগ করিতে উৎসাহী হইতে পারে অর্থাৎ একবার যেজন তাহার নাম রূপ গুণ লীলার কিঞ্চিৎ মাত্র আস্বাদন করিতে পারিয়াছে, সেজন রাশি রাশি দুঃখভোগ করিয়াও এমন কি প্রাণ পরিত্যাগ রূপ গুরুতর দুঃখও স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিতে কখনও মনে করে না। এমনই তাহার নাম, রূপ, গুণাদির মোহিনী শক্তি যে রাশি রাশি দুঃখ দিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা যায় না। তাহার শ্রীমুখ-সুধাকরের যেমন অসীম মাধুর্য্য তেমনই তাহার মুখের এমনই প্রীতিমাখা কথা যে কথার মাধুর্য্যে তেমনই প্রাণমন আকুলিত করিয়া তুলে। অতএব হে যদুপ্রবীর! আমরা দুরন্ত মানের সময়েও বাহিরে তাহাকে "যাহি কেশব, যাহি মাধব" বলিয়া যাহাই বলি না কেন, কিন্তু ভিতরে তাহাকে কিছুমাত্র ত্যাগ করিতে পারিনা। সে আমাদিগকে আদর করিয়া বুকেই ধরুক, অথবা পদ-বিদলিতই করুক, কিংবা চিরকাল অদর্শন দানে মর্ম্মাহতই করুক, যাহা করিয়া সে লম্পটের সুখ হয় তাহাই করুক, তথাপি আমাদের প্রাণ-নাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। আমরা তো সাধারণী বনবাসিনী গোয়ালিনী, সাক্ষাৎ লক্ষী অনাদৃতা হইয়াও তাহার বক্ষে স্বর্ণ-রেখারূপ নিত্যই বিদ্যমান আছে। লক্ষীর প্রতি অনাদরের হেতুও আমরা জানি। সে প্রিয়জনের প্রতি নব নব অনুরাগের আবেশে লক্ষীকেও আদর করে না; লক্ষী কিন্তু অনাদৃতা হইয়াও স্বর্ণরেখারূপে তাহার বক্ষঃস্থলে সতত বাস করিতেছে, কখনও তাহার বক্ষঃস্থল হইতে বিচ্যুতা হয় না। সে প্রেমকেই আদর করে কিন্তু ঐশ্বর্য্যের আদর জানেনা।

আমরা বেশ বুঝিতে পারি তাহাকে ভুলিতে পারিলে আশাও ত্যাগ করিতে পারা যায়, কিন্তু বৃন্দাবনে থাকিয়া তাহাকে ভুলা বড়ই অসম্ভব। কারণ এই শ্রীবৃন্দাবনে সরোবর, পর্ব্বত, বন প্রভৃতি সর্ব্বস্থান তাহারই উদ্দীপক। বৃন্দাবনে এমন কোন স্থান নাই, যেস্থানে সে বলদেব চন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া লীলা করে নাই। সমস্ত স্থান তাহার লীলাময়। অতএব যেখানে যাওয়া যায়, সব স্থানই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ধেনুগণের প্রতি দৃষ্টি করিব তাহাতেও মনে হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণপালিত ধেনুগণ রহিয়াছে কিন্তু গোপালচুড়ামণি কোথায়? দেখ হে যদুপ্রবীর! যখন গোচারণ করিতে করিতে মাঠের মাঝে সু-তরুছায়ায় দুই ভাই কণ্ঠ ধরিয়া দাঁড়াইত, তখন যে শোভার মাধুরী প্রকাশ পাইত, ধেনুগণকে দর্শন করিয়া সেই শোভামাধুরী সাক্ষাদ্রূপে উদ্দীপন হয়। তাহাতে হৃদয় আরও অধীর করিয়া তুলে। বর্ত্তমানে এই ব্রজে অন্য গোপগণ যে বাঁশী বাজায়, তাহাতেও তাহার সেই পাষাণগলান যমুনা উজান বহান বেণুমাধুর্য্য সাক্ষাৎ উদ্দীপন হওয়ায় এমন কাতর করিয়া তুলে যে ধৈর্য্যের লেশ মাত্র থাকে না। এ বিষয়ে তুমি প্রভু অর্থাৎ ন্যায়কর্ত্তা। বুদ্ধিসত্তম তুমি এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখ কেমন করিয়া তাহাকে ভুলিতে পারা যায়।

এই বৃন্দাবনের প্রতিস্থান তাহার অশেষ সৌন্দর্য্যপূর্ণ চরণচিহ্নসমূহে বিভূষিত। এমন কি যদি পর্ব্বতেও যাই, সে স্থানেও কঠিন পাষাণের উপরে তাহার পদচিহ্ন দেখিতে পাই। কঠিন পাষাণও তাহার পদস্পর্শে বিগলিত হইয়াছিল। সেই চিহ্ন দর্শন করিবামাত্র মনে হয় যাহার চরণ-শোভামাধুর্য্যে পাষাণ গলিয়া যায়, সেই অশেষ মাধুর্য্য-নিকেতন শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? এই প্রকারে আমরা তাহাকে ভুলিতে চাহিলেও তাহার পদচিহ্ন পুনর্ব্বার তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দেখ তুমি আমাদের নিকটে তোমার প্রভুকে যতই পরমেশ্বর বলিয়া উপদেশ করিতেছ, আমরা কিন্তু শত শত প্রযত্নেও তাহাকে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছিনা। আমাদের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল শ্রীনন্দ নামক গোপরাজের পুত্র বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ধারণা আমাদের আমিত্ব থাকিতে কখনও যাইবার নয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমরা জানি সে চিরসুন্দর চিরমধুর, নন্দনন্দন গোপাল-চূড়ামণি। ৪৫।

গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তদ্বিস্মরামহে।
হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবে॥ ৪৬॥

হে মন্ত্রিপ্রবর! হয়তো আপনি মনে করিতে পারেন "শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বস্থানই যদি শ্রীহরিপদচিহ্ন ও লীলাবিলাসে বিভূষিত এবং সেই সকল স্থান দর্শন করিবা মাত্রই যদি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়, তাহা হইলে বস্ত্রের দ্বারা নয়ন ঢাকিয়া বুদ্ধির দ্বারা মন অন্যত্র স্থাপন করিয়া তদীয় সর্ব্বস্ব বিস্মৃত হইয়া তাহাকেও ভুলিয়া যান।" তাহারই উত্তরে বলিতে লাগিলেন "আমাদের বুদ্ধিই নাই, কারণ সে প্রথমতঃ আমাদের বিবেকবতী বুদ্ধিকেই হরণ করিয়াছে। যাহার বুদ্ধিই নাই, তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা কিরূপে সম্ভবে? যদি বল কি প্রকারে সে আপনাদের বুদ্ধি হরণ করিয়াছে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন "তাহার সেই ললিতা গতি, যে গতিমাধুর্য্য আত্মারাম মুনীশ্বরগণেরও মন হরণ করে। এইপ্রকার তাহার নিখিল কায়িক-চেষ্টা, উদার-হাস্য লীলাভঙ্গীতে কটাক্ষচাহনি, শব্দতঃ অর্থতঃ মধুরবাণী এই ত্রিবিধ চেষ্টায় আমাদের বুদ্ধি হরণ করিয়াছে। অতএব কোন্ উপায়ে, কেমন করিয়া তাহার গতি প্রভৃতি এবং তাহার ভালবাসা ভুলিতে পারি?

অনন্তর শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ নিজ নিজ মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহার উপদেশে আমাদের দুঃখ দূর হইবার নয়; অতএব সেই উদ্ধবকে অনাদর করিয়া একসঙ্গে সকল ব্রজাঙ্গনাগণ উঠিয়া মথুরাভিমুখী হইয়া গম্ভীরনাদে উচ্চকণ্ঠে নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকেই সম্বোধন করিয়া দৈন্যমাখা রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন "হে কৃষ্ণ যদ্যপি আমরা তোমার দাসী হইবার অযোগ্যা, তথাপি হে চিত্তা-কর্ষক! হে রমানাথ! যে তোমার অদ্ভুত মাধুর্য্যরস বিলাসাদি মহাসম্পত্তি রমাও প্রার্থনা করিয়া থাকেন, হে ব্রজনাথ! নিখিল ব্রজবাসী একমাত্র যে তোমাকেই প্রার্থনা করে, হে আর্ত্তিনাশন! যে তুমি পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রকৃত নানা আর্ত্তি নাশ করিয়াছিলে, হে গোবিন্দ! যে তুমি নিজমুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে এই গোকুলবাসী সকলেই আমার নিজজন; আমি নিজ যোগপ্রভাবে সকল গোকুলবাসিদিগকে রক্ষা করিব এইটী আমার ব্রত। তোমার সেই ব্রত-প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া গোকুল-বাসীর দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজ দুঃখ বর্ণনা না করিয়া গোকুলবাসীর রক্ষাই প্রার্থনা করিতেছি। একবার গোকুলে আসিয়া নিজচক্ষে গোকুলবাসীর দুঃখ দেখিয়া যাও। একদিন দেবরাজ ইন্দ্রকৃত জলবর্ষণ হইতে যে গোকুলবাসিদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে, আজ তোমার সেই সাধের গোকুল শোকসাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। তুমি ভিন্ন শোকসাগরে নিমগ্ন গোকুলবাসিদিগকে উদ্ধার করিবার আর কেহই নাই। দূত পাঠাইয়া এ শোকসাগর হইতে গোকুলবাসিদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বথাই অসম্ভব। তুমি ব্রজে আসিয়া নিজ চক্ষে গোকুলবাসীর দুঃখ দেখিয়া যাও। তোমার অভাবে গোকুলবাসিগণ কি দুর্ব্বিসহ বিরহ-বেদনা ভোগ করিতেছে। তোমা ভিন্ন ইহাদের দুঃখে কাতর হইবার আর কেহই নাই। ইহারা যে জীবনে মরণে তোমা ছাড়া আর কাহাকেও জানেনা। তুমি যদি ইহাদের দুঃখে কাতর না হও, তবে গোকুলবাসী দাঁড়ায় কোথায়? বিশেষতঃ তোমার ব্রজনাথ ও আর্ত্তিনাশক নাম বিফল হইবে॥ ৪৬॥

শ্রীশুক উবাচ :—

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ।
উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুর্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্॥ ৪৭॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন "শ্রীউদ্ধব মহাশয় পুনরায় তাঁহাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া "ভবতীনাং বিয়োগো মে' এই হইতে আরম্ভ করিয়া "ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে" এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকথিত শ্লোক সমুদয় মহামন্ত্রের ন্যায় পুনঃ পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণসন্দেশে বিরহজাত মহাসন্তাপ অনেকটা পরিমাণে নিবৃত্ত হইল বটে কিন্তু বিরহ-সন্তাপের যে অংশ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতেই নাশ্য সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অংশ রহিয়া গেল। এই প্রকার অনেকটা স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পূর্ব্বে শ্রীউদ্ধবকে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অতি দুঃখে বিকল হইয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীউদ্ধবকে নিজের অবস্থা অনুরূপ আতিথ্য উচিত পূজা করিয়াছিলেন। হয়তো এবিষয় কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশমাত্রেই কেমন করিয়া বিরহসন্তাপ-নিবৃত্তি হইতে পারে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন "আত্মাত্মানমধোক্ষজম্" অর্থাৎ আত্মাকে অধোক্ষজ বলিয়া জানায় বিরহসন্তাপ নিবৃত্ত হইয়াছিল। এই স্থানের অভিপ্রায় এই যে—শ্রীকৃষ্ণউপদিষ্ট সন্দেশের মধ্যে যে তিন প্রকার অর্থ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্ঞানরূপ অর্থে তাহারা বুঝিলেন যে আত্মার তত্ত্ব উপদেশ করা হইয়াছে। সেই আত্মা শ্রীকৃষ্ণ, অন্য কেহ নয়। সে পথে আত্মা শব্দে সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরই লক্ষিত হইয়াছে। আর "অধোক্ষজ" শব্দের রূঢ়-বৃত্তিতে এবং প্রসঙ্গসঙ্গীত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি তাহারা (ব্রজাঙ্গনাগণ) "আত্মা" শব্দে নিজ নিজ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা আর 'অধোক্ষজ' শব্দে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের অগোচর নির্বিশেষ ব্রহ্ম বুঝিতেন, তাহা হইলে, অদ্বৈত-আবেশ ঘটিত, এবং অদ্বৈত-আবেশ ঘটিলে পূজ্যপূজকত্ব অনুসন্ধান থাকিত না। পূজ্যপূজকত্বরূপ ভেদানুসন্ধান না থাকিলে উদ্ধবকে কেমন করিয়া পূজা করিতে পারেন! দ্বিতীয় নিজ প্রেমানুভবসিদ্ধ অর্থে সে যেমন মথুরায় আসিয়া সর্ব্বদা আমাদের বিলাসাদি অনুভব করিতেছে, আমরাও তেম্নি ব্রজে থাকিয়া সর্ব্বদা তাহার বিলাসাদি অনুভব করিতেছি। পরস্পর এইরূপ অনুভব থাকায় লৌহ যেমন অনবরত আগুনের মধ্যে থাকিলে অগ্নিতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তেমনই আমাদের আত্মাও তাহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকার মনে করায় অনেকটা বিরহসন্তাপ নিবৃত্ত হওয়ায় উদ্ধবকে পূজা করিতে পারিয়াছিলেন। তৃতীয় নিত্যলীলারূপ অর্থে সে যেমন উপদেশ করিয়াছে, তেমনই ভাবে নিজ নিজ স্বরূপকে অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত এই প্রকার আবেশে "অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণেরই সহিত মিলিত আছি" এই প্রকার আবেশে বিরহসন্তাপ অনেকটা নিবৃত্তি ঘটায় উদ্ধবকে পূজা করিতে পারিয়াছিলেন। চতুর্থ পক্ষে—শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সত্বরই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পাইব এবং শ্রীকৃষ্ণও সত্বর আমাদের নিকট নিজে আসিয়া মিলিত হইবে। এই প্রকার নিশ্চয় কামনাতে বিরহসন্তাপ অনেকটা পরিমাণে নিবৃত্তি ঘটায় শ্রীউদ্ধবকে পূজা করিতে পারিয়াছিলেন। ৪৭।

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ।
কৃষ্ণলীলাকথা গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্॥
যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেঽবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ।
ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া।৪৮॥
সরিদ্বনগিরিদ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্।
কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্॥৪৯॥

অনন্তর শ্রীগোপীপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকারের মত প্রতীতি হওয়ায় নিত্যলীলায় মানস-প্রত্যক্ষময় প্রবেশ হওয়ায় ও আমাতে মনের আবেশ করিয়া সত্বরই আমাকে পাইবে এই আশ্বাসবাক্যে শোক প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তাহাই তিনটী শ্লোকে প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমান্ উদ্ধব ব্রজে দশমাস ছিলেন এবং থাকা সময়ে ব্রজবাসিগণের বিরহশোক বিদূরিত করিয়াছিলেন। যখনই বাহ্য-অনুসন্ধানে বিরহের অনুসন্ধান আসিত, তখনই পুনরায় শ্রীকৃষ্ণসন্দেশ স্মরণ করাইয়া সন্তাপ বিদূরিত করিতেন। এইপ্রকার শ্রীনন্দযশোদারও নিকটে যাইয়া গোকুল সম্বন্ধে ও মথুরা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিয়া তাঁহাদের হৃদয়েতে শ্রীকৃষ্ণবিরহসন্তাপ বিদূরিত করিয়া আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। শ্রীমান উদ্ধব যখনই শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতেন, তখন সেইসকল লীলা সাক্ষাৎকারের মত স্ফুরণ করাইতেন।

যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীউদ্ধব ব্রজে ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রজবাসিমাত্রের শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে ক্ষণপ্রায় বলিয়া মনে হইয়াছিল। যেন শ্রীউদ্ধব এখনই আসিল এবং এখনই চলিয়া গেল, এই প্রকার মনে হইয়াছিল। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে—দুঃখের স্বভাব অল্প সময়কেও অতি দীর্ঘ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়া মনে করায় এবং সুখের স্বভাব অতি দীর্ঘ সময়কেও অতি অল্প বলিয়া মনে করায়। ৪৮॥

শ্রীমান্ উদ্ধব ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিয়া কখনও সরোবরতটে কখনও বনপ্রদেশে, কখনও পর্ব্বতে, কখনও বা গহ্বরে যাইয়া কুসুমিতবৃক্ষসকল দর্শন করিয়া যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যে যে লীলা করিয়াছিলেন, সেই আনন্দময়ী লীলাসকল এমনভাবে গাহিতে লাগিলেন, যাহাতে ব্রজবাসিদিগের নিকট সেই লীলা ও লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের মত প্রতীত হইতে লাগিল। শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ আনন্দ-আবেশভরে শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে "হরিদাস" উপাধি দান করিয়া বলিতে লাগিলেন 'হে রাজন্! শ্রীউদ্ধব মহাশয় হরিদাস-উচিত কার্য্যই করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহী জনে শ্রীকৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়া আপ্যায়িত করাই হরিদাসের মুখ্য ধর্ম্ম।

দৃষ্ট্বৈবমাদিগোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্।
উদ্ধবঃ পরমপ্রীতস্তা নমস্যন্নিদং জগৌ ॥ ৫০ ॥

হে রাজন্! যদ্যপি ব্রজবাসী মাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ববিলক্ষণ প্রেম, অর্থাৎ মথুরা দ্বারকাবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেম, সে প্রেম ঐশ্বর্য্য সংবলিত বলিয়া সর্ব্বথা নিজ জনভাবুদ্ধিহীন। ব্রজবাসিগণের কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানগন্ধহীন বিশুদ্ধ মাধুর্য্যপূর্ণ প্রেম আছে বলিয়া সর্ব্বথা মদীয়তাবুদ্ধিপূর্ণ। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন—নিখিল ব্রজবাসী মাত্রের প্রেমটী সর্ব্ববিলক্ষণ। তথাপি শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়ের শ্রীগোপীগণের প্রতি পরম চমৎকারময়ী ভক্তি জন্মিয়াছিল। অর্থাৎ ভাবজগতে যে জাতীয় ও যে পরিমাণে ভাবমহিমা কোথাও কোনও ভক্ত দেখেন নাই, এবং পরম্পরারূপে কোথাও শ্রবণও করেন নাই, সেই জাতীয় ও সেই পরিমাণের ভাবের চেষ্টা এবং ভাবময়ী ভাষা শ্রবণ করিয়া শ্রীগোপীগণের চরণে পরম-চমৎকারময়ী ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীল গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে "এবমাদি" পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার কাতরতাময় দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকার দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি দর্শন করিয়া নিজের সৌভাগ্যবিশেষ মনে করিয়া অথবা ব্রজাঙ্গনাগণের গুণানুমোদনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের চরণে নমস্কার করিবেন বলিয়া পরম আবেশে স্তোত্ররূপে সুস্বরে গোপীমহিমা গান করিয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধব মহাশয় মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, অনেক রসিক ভক্তই শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখ অনুভব করেন বটে কিন্তু কেহই তো এইপ্রকার পাগল হয়েন না। তবে আমি জানি অনেকেই বিষয় ভালবাসে বটে কিন্তু বিষয় হারাইয়া কয় জন পাগল হয়? তবে যাহার মরম ও বিষয় এক হইয়াছে তাহারই বিষয় গেলে, মরম চুরমার করিয়া দেয় বলিয়া পাগল হইয়া থাকে। এই শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে মরম বিকাইয়া ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণবিরহে পাগল হইয়াছেন। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন "কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়-আবেশজনিত মানস কাতরতা দর্শন করিয়া গোপীচরণে মাথা বিকাইবেন বলিয়া সুস্বরে গাহিতে লাগিলেন। যত যত স্থানে মাথা বিকান হউক্ না কেন শ্রীকৃষ্ণচরণই মুখ্য এবং মূল মস্তক বিক্রয়ের স্থান। কারণ যে স্থানে মাথা বিকাইলে, কোন স্থানে মাথা বিক্রয় করা বাকি থাকেনা, শ্রীকৃষ্ণ সেই অদ্বয়তত্ত্ববস্তু। তন্মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাধীন। যে ভক্তে যতটা পরিমাণে প্রেম, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ সে স্থানে ততটা পরিমাণে অধীন। অথচ মহাভাবের মূল আধারস্বরূপিণী ব্রজাঙ্গনাগণের নিকটে অখণ্ডিত ভাবে অধীন বলিয়া তাহাদের চরণই মস্তক বিক্রয় করায় মুখ্য স্থান। এই ভাবিয়া তত্ত্বজ্ঞচূড়ামণি শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের চরণে মাথা বিকাইবেন বলিয়া সাধক সিদ্ধ এবং ভজনোন্মুখ ভক্তগণকে শুনাইয়া শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের ভাবমহিমা গান করিয়াছিলেন। ৫০ ॥

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥৫১॥

যাঁহারা যাঁহারা গোপীমাহাত্ম্য জানেন, তাঁহাদের তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বভাগবতোত্তম শ্রীউদ্ধব মহাশয়ই শ্রেষ্ঠ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার গীতের অর্থ জানিবার লালসায় সেই শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে শরণ লইতেছি।

শ্রীমান উদ্ধব মহাশয় মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, হয়তো কেহ আমাকে বলিতে পারেন যে— ক্ষত্রিয় জাতি আপনি, ব্রাহ্মণদেহই আপনার প্রণম্য। এই সকল ব্রজাঙ্গনা জাতিতে বৈশ্য, তাহাতে আবার স্ত্রীজাতি; আপনি ইহাদিগকে কেন প্রণাম করিতেছেন! তাহাতেই আটোপভরে কহিতেছেন "সম্প্রতি শ্রীভগবদবতার সময়ে যে বিশ্ব ভগবদ্‌ভক্তিসাধক, ভক্তিসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ, ভক্ত অলঙ্কারে বিভূষিত, এমন কি অন্যান্য ভগবৎপার্ষদগণও যে বিশ্বের গৌরববর্দ্ধন করিয়া অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই বিশ্বমধ্যে এই শ্রীনন্দব্রজবাসিনী শ্রীভগবৎপ্রেয়সী গোপবধূগণই কেবল উত্তম দেহধারিণী। যেহেতু মহাভাবাখ্য প্রেমের ইহাদের দেহই একমাত্র পরম আধার। এই শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের দেহ ভিন্ন অন্য কোনও ভক্তদেহই মহাভাব ধারণ করিতে সমর্থ নয়। গঙ্গাধর মহাদেব ভিন্ন যেমন অন্য কেহ গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নয় তেমনই এক শ্রীগোপীদেহ ভিন্ন মহাভাবের বেগ ধারণ করিতে কোন দেহেরই সামর্থ্য নাই। অধিক কি শ্রীকৃষ্ণমহিষীবৃন্দের পর্য্যন্ত এই মহাভাবধারণের ক্ষমতা নাই। তাই শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে স্থায়িভাবপ্রকরণে উল্লিখিত আছে যে "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ" এই জগতে কোন্ দেহ পূজ্য এবং কোন্ দেহ ত্যাজ্য এই বিচার করিতে হইলে একটী কথাই বলিতে হইবে, যে দেহ কামপূর্ণ সেই দেহই ত্যাজ্য, আর যে দেহ ভাবপূর্ণ সেই দেহই পূজ্য। তপস্বিগণের দেহ যেমন তপস্তেজোময়, ব্রজাঙ্গনার দেহও তদ্রূপ মহাভাবতেজোময়। অতএব ইহাদের দেহের প্রতি স্ত্রী প্রভৃতি দৃষ্টিতে অবজ্ঞা করা অপরাধজনক। এই শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ যাহাকে প্রীতি করিতেছেন, তিনি অখিলের আত্মা অর্থাৎ নিখিল আত্মার তিনি একমাত্র অংশী বা সমাশ্রয়। তিনিই স্বরূপতঃ সকলেরই নিরুপাধি পরম প্রেমযোগ্য। অর্থাৎ আত্মভিন্ন স্বতন্ত্ররূপে অন্য কিছুই প্রীতিযোগ্য নহে। যে আত্মসম্বন্ধেই দেহাদিসকল প্রিয় হইয়া থাকে, সেই নিখিল আত্মার যিনি অংশী বা পরমাশ্রয় তাহা হইতে আর অধিক প্রীতিযোগ্য কে হইতে পারে? সেই পরমাত্মাই অত্যন্ত আনন্দস্বরূপ বলিয়াই প্রীতিযোগ্য। ইনি আবার শ্রীগোবিন্দ অর্থাৎ অখণ্ড রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। শ্রুতি সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বস্পর্শ, সর্ব্বশব্দ, সর্ব্বরূপ বলিয়া যে অখণ্ডতত্ত্বের সংবাদ দিতেছেন, সেই অখণ্ড-তত্ত্ব-বস্তুই শ্রীগোবিন্দ। অর্থাৎ যে অখিলাত্মস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ রূপাদিমাধুর্য্যে সর্ব্বথা পরিপূর্ণ, সেই অখণ্ডরসামৃতমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যাহাদের রূঢ়-মহাভাব। যে রূঢ় মহাভাবের অনুভব শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে বহুল বর্ণন করিয়াছেন প্রথমে ভ্রমরগীতির প্রারম্ভেই "কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা" এই শ্লোকব্যাখ্যায় সবিস্তার লেখা হইয়াছে বলিয়া এস্থানে আর উল্লেখ করিলাম না। মূলকথা এই প্রেমের বিষয় এবং প্রেমের জাতি ও পরিমাণ অতুলনীয়। এতাদৃশ ভাবের স্বরূপ অনুভব করিবার অন্য কাহারও ক্ষমতা নাই। কেবলমাত্র ভাবের মহিমা অংশই অন্যের মনের গোচর হইতে পারে। এই ভাবের মহিমা বিশেষ কি বর্ণন করিব? মুমুক্ষু মুক্ত মহাপুরুষগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী দাসভক্ত আমরাও এই ভাবের মহিমা দৃষ্টিতে আবেশ সংশয় হেতু প্রাপ্তির প্রার্থনাই করিয়া থাকি কিন্তু পাইনা। আমাদের মনে বাসনা উঠে, এই শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের নিজপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে যেমন গাঢ় আবেশ, সেই আবেশের কিছুমাত্র অংশও যদি নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণে লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই জীবন ধন্য মনে করিতাম। কিন্তু কই কেহই তো এতাদৃশ আবেশ লাভ করিতে পারে নাই। যে আবেশে জল-নিমগ্ন মানব উপরে নীচে চারিদিকে কেবল জলময়ই দেখিতে পায়, জল ভিন্ন কিছুই দেখিতে পায় না, তেমনই ইহাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন, শ্রীকৃষ্ণে এমন ভাবে ডুবিয়া আছে যাহাতে ইহাদের কায়-বাক্য-মনে নিজ প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় না। আমরা কেহই এই ভাবের আবেশের কিয়দংশ লাভ করিতে পারি না, সাধারণ ভক্ত যে লাভ করিতে পারে না এবং পারিবে না তাহার আর কথা কি? না পাইবার কারণও এই যে ইহাদের এতাদৃশ ভাবের মূল নিদান শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশেষ অনুভব। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্যবিশেষ অনুভব করিয়া গাঢ় আবেশে উন্মাদিনী হইয়াছে, সেই অসাধারণ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার ক্ষমতা অন্য কাহারও নাই। কৈমুত্যন্যায়ে কহিতে লাগিলেন, যে জন অনন্ত মাধুর্য্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের কথায় অরসিক তাহার শৌক্র, সাবিত্র্য, দৈক্ষ্য, ব্রাহ্মণ জন্মে কি করিবে? আর যে জন হরিকথায় রসিক তাহার সেই তিন প্রকার ব্রাহ্মণ জন্মেই বা কি প্রয়োজন? শ্রীহরিকথায় রসিকতাই যদি এত দুর্ল্লভ তাহা হইলে ব্রজাঙ্গনাগণের রূঢ়-মহাভাবের গভিনীতি যে কত দুর্ল্লভ তাহা তো বলাই যায় না। ৫১॥

কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরী ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্বচৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরো নু ভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥৫২॥

পূর্ব্বশ্লোকে বহির্মুখ জনসমাজকে নিগ্রহ করিয়া এই শ্লোকে প্রথম চরণে অভ্যসূয়া অনুযোগ করিতেছেন অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষের মত উল্লেখ করিয়া প্লুতস্বরে তাহার মতের উপরে আক্ষেপ করতঃ বলিতেছেন—এই সকল ব্রজাঙ্গনা জাতিতে স্ত্রী তাহাতে আবার বনচরী তাহাতে আবার ব্যভিচারদুষ্টা, এই প্রকার বহির্মুখ জনের বাহ্যদৃষ্টিতে অবজ্ঞাবুদ্ধি আসিতে পারে, কিন্তু তাহারা এইপ্রকার অবজ্ঞা-দৃষ্টিতে ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হইয়া দুরন্ত যাতনাময় নরকেই পতিত হইবে। ইঁহাদের স্ত্রীত্ব দূষণীয় নয়, যেহেতু লক্ষ্মী প্রভৃতি ভগবৎপ্রিয়াবর্গ স্ত্রীজাতি। "ইমা" এই পদটী নিন্দা-বচন নয় কারণ পরে "ইদম্" শব্দের প্রয়োগ করিয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয়ই "আসামহো" এই শ্লোকে শ্রীলব্রজাঙ্গনাগণের চরণরজপ্রাপ্তি-সম্ভাবনায় তৃণ-গুল্মলতাদির ভিতরেও নিজ জন্ম প্রার্থনা করিবেন। "বনচরীঃ" পদটীও নিন্দা অর্থে প্রয়োগ করেন নাই। যেহেতু যে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রহ্মা "তদ্ভূরিভাগ্যং" বলিয়া গুল্মলতারূপে জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং স্বয়ং শ্রীউদ্ধবও "বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং" এই শ্লোকে যে শ্রীবৃন্দাবনের গুল্মলতা-ঔষধির মধ্যে জন্ম প্রার্থনা করিবেন, সেই শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণী ব্রজাঙ্গনাগণ সর্ব্ব উর্দ্ধস্থানে বিরাজ করিতেছেন। বিশেষতঃ জ্ঞানযোগাদি সাধনে যেমন পুরুষগণের উৎকর্ষ, প্রীতিজগতে কিন্তু স্ত্রীজাতিরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধিকার। কারণ পুরুষ জাতির বহুনিষ্ঠতাদোষ-আছে বলিয়া একমাত্র প্রীতিনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব। যাহারা রাজধানী বা নগরে বাস করে,তাহাদের বহুল বাহ্য-ব্যাপারে প্রীতি। তাহাতে সমুচিত আস্বাদন করিবার যোগ্যতা থাকে না। প্রিয়জনকে আস্বাদন করিবার উপযুক্ত স্থান, নির্জ্জন, নিরাপদ, পুষ্পোদ্যান এবং স্রোতস্বতী নদীর কুল, অথচ সেই নদী যদি জলজ-কুসুমাবলীসুশোভিত হয় তাহা হইলে আরও আস্বাদনের উল্লাস প্রকাশ পাইয়া থাকে! এইজন্যই কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

হে সহচরি! আমার সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে এই হস্তী ঘোটক লোক কোলাহল পূর্ণ কুরুক্ষেত্রে পাইলাম। আমিও সেই রাধা, এই আমাদের পরস্পর মিলনজনিত সুখ, তথাপি আমার অন্তরে খেলিতেছে যে মধুর মুরলীর পঞ্চম স্বর নিষেবিত কালিন্দীতীরবর্ত্তী কুঞ্জকুটির, সেই স্থানে আমার প্রিয়তমকে পাইবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত বিহারাস্পদ। সেই শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণীগণের মহিমা ভাষার অতীত। ব্যভিচারদৃষ্টিতে ইঁহাদের প্রতি দোষ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। যেহেতু ইঁহাদিগের গাঢ় অনুরাগময় আবেশেরই অসাধারণ কার্য্য স্বজন, বেদধর্ম্ম পতি প্রভৃতি ত্যাগ। গাঢ়প্রীতিময় পিপাসার আবেগে এই লোক বেদ স্বজন ত্যাগ হইয়াছে বলিয়াই অনুরাগের এত গৌরব। এই ত্যাগটী আরাধ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া ভূষণই হইয়াছে কিন্তু দূষণ হয় নাই। শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় আবেশভরে প্লুতস্বরে আরও কহিতে লাগিলেন —ইহা কি ব্যভিচারদুষ্টা? বিপরীত অভিমুখে বিচরণ করার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নামই ব্যভিচার। অর্থাৎ যেদিকে সর্ব্বোপাস্যতম শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান আছেন, তাহার বিপরীত দিকে যাহারা বিচরণ করে তাহারাই ব্যভিচারী। এই ব্রজাঙ্গনাগণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন সর্ব্ব বিষয় সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই গাঢ় অনুরাগ আবেশে ভজন করিতেছেন। তাহা হইলে ইহারা কেমন করিয়া ব্যভিচারদোষে দুষ্টা হইতে পারে? নিখিল বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র নিখিল জড়ীয় বস্তু ত্যাগ করিয়া অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তুর প্রতি উন্মুখ হইবার জন্যই ভূয়োভূয়ঃ নানা প্রকার উপদেশ করিতেছেন; কিন্তু কেহই শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের মত সর্ব্ব বিষয় ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় আবেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ। অতএব ইহারা কি প্রকারে ব্যভিচারদোষদুষ্টা হইতে পারে? যদি কেহ এরূপ মনে করে যে ইহারা নিজ পতি পরিত্যাগ করিয়া পর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়াছে বলিয়া ব্যভিচারদুষ্টা, সেই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য পূর্ব্বশ্লোকে "অখিলাত্মনি" এই শ্লোকেও "পরমাত্মনি" পদ দুইটী উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে আত্মসংযোগে পতির পতিত্ব, যে আত্মসংযোগ বিনা মৃত সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, সেই নিখিল জীবাত্মার যিনি পরমাশ্রয় পরমাত্মা তাঁহার সেবায় কেমন করিয়া পাতিব্রত্য ধ্বংস হইতে পারে? এই বিষয়ে একটী ইতিহাস উল্লেখ করা যাইতেছে—একটী পতিব্রতা সতী নিজ পতি সেবা না করিয়া জলপান করিতেন না। দৈবাৎ ঐ পতির বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তখন পতিব্রতা রমণী বলিল আপনি তো বিদেশে যাইবেন কিন্তু আমি যে আপনার সেবা না করিয়া জলপান করি না তাহার কি উপায় হইবে? তাহার উত্তরে পতি বলিলেন—আমার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেবা করিয়া ব্রত রক্ষা করিও। পতি বিদেশে গেলে ঐ পতিব্রতা স্ত্রী সেই প্রকারই করিতে লাগিল। কতক দিন পর গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একদিন পতির প্রতিমূর্ত্তির সেবা করিতেছেন, এমত সময় তাহার পতি বিদেশ হইতে আসিয়া বলিলেন যে, দরজা খোল। তখন সেই পতিপরায়ণা রমণী নিজ প্রাণপতির সাক্ষাৎ সেবাই করিবে কিংবা পতির প্রতিমূর্ত্তির সেবাতেই নিযুক্তা থাকিবে? তাহার উত্তরে যেমন বলিতে হইবে যে সাক্ষাৎ মূর্ত্তি পাইলে আর প্রতিমূর্ত্তির সেবা কে করে? তেমনই যিনি জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তিদানে মৃতপ্রায় দেহ ইন্দ্রিয়গণকে পালন করেন বলিয়া সকলেরই পতি, ভাববিশেষধারিণী শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের সম্বন্ধে রমণ রূপেও তিনিই (শ্রীকৃষ্ণই) পতি। অতএব ব্যবহারদৃষ্টিতেও কোনও দোষের আশঙ্কা করিবার অবসর নাই। তবে বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহাদের পৃথক পতি আছে বলিয়া যে শুনা যায় সেটী] কেবল শ্রীলব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় অনুরাগের পরিচয় দিবার জন্য যোগমায়াকল্পিত। কারণ তাহা না হইলে ইঁহাদের (শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের) রূঢ়—মহাভাবের প্রকাশ হইত না। অতিশয় দুঃখও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিসম্ভাবনায় যদি সুখরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে সেই প্রণয়ের নাম রাগ। রাগটী পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ না পাইলে মহাভাব প্রকাশ হইতে পারে না। সেই দুঃখটীও মর্য্যাদা প্রাপ্ত কুলকন্যা ও কুলবধুগণের পক্ষে লজ্জাত্যাগ এবং পাতিব্রত্য ধ্বংসই, মরণ ও অগ্ন্যাদি হইতেও অধিকতর। ব্রজাঙ্গনাগণে সেই রাগটী পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই ইহারা রূঢ়-মহাভাব লাভ করিতে পারিয়াছেন। যদি কেহ এরূপ বলেন যে শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তো পরমাত্মা বলিয়া জানেন না, শ্রীনন্দগোপনন্দন বলিয়াই জানেন। তাহা হইলে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জারত্বদোষ কেমন করিয়া নিবৃত্তি হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যদি প্রাকৃত অগদরাজ (ঔষধের রাজা) অমৃত না জানিয়া পান করিলেও সর্ব্বব্যাধি দোষ দূর করিয়া দিব্য দেহ প্রাপ্তি করায়, তবে পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর-বোধে না জানিয়াও যদি ভজন করে, তাহা হইলেও ধর্ম্ম ও রসবিরুদ্ধ সর্ব্বদোষ নিবৃত্তি করিয়া অব্যবধানে যে সর্ব্বমঙ্গল বিধান করিবেন ইহাতে আর সংশয় করিবার কি আছে? এই শ্রীলব্রজাঙ্গনাগণের দর্শনকীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধকজগতেরও পরম কল্যাণ ঘটিয়া থাকে। মূল কথা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের পরমোৎকর্ষ একমাত্র ব্রজাঙ্গনাগণই অনুভব করিয়াছেন এবং সেই মাধুর্য্য আস্বাদনে একমাত্র ইহারাই পরম অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য কেহই এই জাতীয়, এই পরিমাণে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই এবং এই পরিমাণে আবেশও লাভ করিতে পারেন নাই॥ ৫২॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ—
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৫৩॥

শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় শ্রীল ব্রজসুন্দরীগণের পরমোৎকর্ষ গান করিতে করিতে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে—হয়তো কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে পরম-ব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ, শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ, দুজনাই স্বরূপে অভেদ। তন্মধ্যে শ্রীনারায়ণের সদা বক্ষসঙ্গিনী লক্ষ্মী সর্ব্বভক্তশিরোমণি। তুমি তাঁহার ভাব কেন প্রশংসা করিতেছ না? যদিও ব্রজসুন্দরীগণের উৎকর্ষ সর্ব্বত্র বর্ণিত আছে বটে, সংযোগেও যদি ইঁহাদের লক্ষ্মী হইতে উৎকর্ষ থাকে, তাহা হইলে তাহারই বর্ণন কর। আমরা কিন্তু সংযোগে লক্ষ্মীরই উৎকর্ষ দেখিতে পাই। বিশেষতঃ লক্ষ্মী স্বরূপশক্তি। অতএব লক্ষ্মী হইতে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ স্বরূপেও ন্যূনা। তাহা হইলে তুমি শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের এত স্তুতি কেন করিতেছ? এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে গাঢ় আবেশে আটোপভরে গাহিতে লাগিলেন "ন" অর্থাৎ লক্ষ্মীর সংযোগে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের মত উৎকর্ষ নাই। যে শ্রীলক্ষ্মী আমারই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশেষ শ্রীনারায়ণে সংযুক্তা। তাঁহার এই-পরিমাণে প্রসাদ অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের অঙ্গসঙ্গজনিত সুখোল্লাস "উ" নিশ্চয়ই নাই। যে শ্রীলক্ষ্মী স্বর্ণকমলের মত অঙ্গকান্তি ও সৌগন্ধ্যবতী এবং দিব্যসুখভোগাস্পদ লোক-গণ শিরোমণি বৈকুণ্ঠস্থিত ভূলীলা প্রভৃতি শক্তিগণের মধ্যে পরম প্রেমবতী, তাহারও এই জাতীয় আস্বাদন নাই, অতএব অন্য রমণীগণ তো বহু দূরেই নিরস্তা হইয়া আছেন। এই শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের যে জাতীয় আস্বাদন রাসোৎসবে প্রকট হইয়াছিল, তাহা ভাষার অতীত এবং অন্যের পক্ষে অলভ্য। যদ্যপি শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ মধ্যে স্বরূপগত অভেদ, তথাপি রসে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ হইতে অধিক উৎকর্ষ সর্ব্ব শাস্ত্রেই সুচারুরূপে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, শ্রীনারায়ণ তাঁহারই বিলাসমূর্ত্তি অর্থাৎ স্বরূপগত এক কিন্তু চতুর্ভুজত্ব প্রভৃতি আকৃতিতে অন্যপ্রকার হন। ব্রজে দ্বিভুজ গোপবেশ, বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধারী ঈশ্বরবেশ। এই অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥

যদি শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে স্বয়ং ভগবান, শ্রীনারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, তাহা হইলে স্বরূপের ন্যূনাধিক্য অনুসারে শক্তিরও ন্যূনাধিক্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। স্বয়ং ভগবৎস্বরূপের শক্তিও স্বয়ংরূপা, অতএব শ্রীশক্তি শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের অংশরূপা শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীশক্তির অংশিনী। স্বরূপগত ও শ্রীলক্ষ্মী হইতে শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের বিশেষ উৎকর্ষ আছে। রসগতও তাঁহাদের উৎকর্ষ দেখাইয়া বলিতেছেন যে শ্রীরাসোৎসবে অখিল মাধুর্য্য-বিশেষ প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডের দ্বারা আলিঙ্গিতা হইয়া যে আস্বাদনবিশেষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীলক্ষ্মী কখনও লাভ করিতে পারেন নাই। মূলকথা পিপাসাহীন ব্যক্তি স্বচ্ছ সরোবর সমীপে বসিয়া থাকিলেই যে অধিক জলের আস্বাদন পাইবে এরূপ নিয়ম নহে, কিন্তু যাহার যেরূপ পিপাসা সে সেইরূপই আস্বাদন করিতে পারিবে। পিপাসার ন্যূনাধিক্যেই আস্বাদনের ন্যূনাধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীলক্ষ্মী যদ্যপি শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, তথাপি শ্রীল ব্রজাঙ্গনা-গণের মত প্রেমময়ী আকুল পিপাসা নাই বলিয়া আস্বাদনের চমৎকারিতা ও গাঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে না। বিশেষতঃ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রেম শ্রীনারায়ণের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি থাকায় সাধ্বস ও সংকোচপূর্ণ। শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর-বুদ্ধি না থাকায়, ভাবটী বিশুদ্ধ ও সাধ্বস-সংকোচশূন্য। আরও শ্রীলক্ষ্মীর শ্রীনারায়ণে তদীয়তাবুদ্ধি অর্থাৎ তদধীনতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বুদ্ধি থাকায় হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আছে। শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তা বুদ্ধি থাকায় হৃদয়ে সবলতা আছে। শ্রীলক্ষ্মী সতত শ্রীনারায়ণের অপেক্ষা করেন, কিন্তু শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা তো করেন না বরঞ্চ শ্রীকৃষ্ণই ইহাদের অপেক্ষা করেন। সেই উদ্দেশ্যেই "অস্য ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠ" অর্থাৎ শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করেন নাই। পরস্পর করগ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের কণ্ঠ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই ব্রজাঙ্গনাগণের কণ্ঠ আশ্রয় করিয়াছিলেন, শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ কিন্তু স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকা আবেশে নৃত্য-গানাদি করিতেছিলেন। কবিগণ অন্যত্র ভুজকে লতা বা পাশরূপে উল্লেখ করেন কিন্তু এস্থানে শ্রীল উদ্ধব মহাশয় "দণ্ডরূপে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে শ্রীরাস উৎসব সময়ে ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এমনই গাঢ় আদর ও আবেশ হইয়াছিল যে দ্রুতগতি নৃত্য করিবার সময় অঙ্গের সহিত বিচ্ছেদরূপ শত্রুকে দমন করিবার জন্য ভুজকে দণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের রাসোৎসবে—আস্বাদনের গাঢ়তার পরিচয় দিবার জন্য "তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাম্বা" এই শ্লোকটী সমুজ্জলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ জনিত অপার আনন্দরসে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের সকল ইন্দ্রিয় এমন আকুল হইয়া পড়িল যে দুইটি নয়ন শ্রীকৃষ্ণরূপমাধুর্য্যামৃতে দুইটী শ্রবণ শ্রীকৃষ্ণের শব্দ মাধুর্য্যামৃতে ত্বক্ তাঁহার স্পর্শামৃতে, রসনা তদীয় অধররসমাধুর্য্যামৃতে নাসিকা তদীয় গন্ধমাধুর্য্যামৃতের আস্বাদনে ভরপুর হওয়ায় তাঁহারা নিজ কেশ, বসন, কঞ্চুলিকা সুখে বহন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন না। কারণ আস্বাদনের ভার বহনই তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছিল, মালা আভরণ প্রভৃতি এলোথেলো হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীলক্ষ্মীর সম্বন্ধে কোনও সময়েই শ্রীল ব্রজগোপীগণের মত শ্রীনারায়ণের আস্বাদন-জনিত আনন্দবিহ্বলতার কথা শুনা যায় না। হয়তো কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীরাসেই শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল কিন্তু সর্ব্বদার জন্য ঐ প্রকার ভাবের সংবাদ পাওয়া যায় না। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন "রাসোৎসবে" অর্থাৎ ব্যবহারিক ধনী লোকের মণিমুক্তা নানা অলঙ্কার থাকিলেও তাহারা যেমন সর্ব্বদা তাহা ব্যবহার করে না, কিন্তু বিশেষ উৎসবের সময়েই ব্যবহার করিয়া থাকে, তেমনই শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ রাসোৎসবেই সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী, প্রভৃতি ভাববিভূষণে বিভূষিতা হইয়াছিলেন। "অস্য" অর্থাৎ "ইহার" এইরূপ "ইদং" শব্দের প্রয়োগ করায় বুঝায় যে, শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এই গানটী করিতেছেন। এ গানটীর উদ্দেশ্য এই যে যেখানে যেখানে যে সময়ে যে সময়ে শ্রীগোপীগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয় সেই স্থানে সেই কালে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া গোপীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া থাকেন। শ্রীলক্ষ্মী সৌন্দর্য্যে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ হইতে শ্রেষ্ঠা কেহ যদি এইরূপ আশঙ্কা করেন সেই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলিলেন 'ব্রজসুন্দরীনাং" অর্থাৎ সুন্দরী পদটী লক্ষ্মীর বিশেষণরূপে ব্যবহার হয় কিন্তু শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের সুন্দরী পদটী বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্লোকটীর অভিপ্রায়ই শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ মহারাস প্রসঙ্গে ৩৩শ অধ্যায়ে প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন—

> রাসলীলা জয়ত্যেষা জগদেকমনোহরা।
> যস্যাং শ্রীব্রজদেবীনাং শ্রীতোঽপি মহিমাস্ফুটঃ॥

জগতের একমাত্র মনোহারিণী এই শ্রীরাসলীলা সর্ব্বোৎকর্ষে বিদ্যমানা আছেন, যে শ্রীরাসলীলায় শ্রীলক্ষ্মী দেবী হইতে শ্রীল ব্রজদেবীগণের মাহাত্ম্য অধিকরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

> আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
> বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
> যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
> ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥ ৫৪॥

অনন্তর পূর্ব্বকথিত রীতি অনুসারে যদ্যপি শ্রীল ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, তথাপি জন্মাদি লীলার আবেশে সে কথা ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ এবং নিজেরা পরবধূ এইরূপ অভিমানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোক-ধর্ম্ম,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদধর্ম্ম, মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী গাঢ় অনুরাগ আবেশে বেদ-দুর্ল্লভ যে আকুল পিপাসাময় পদবী অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীমান উদ্ধব মহাশয় সেই শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের অনুগতি প্রার্থনা করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের চরণ রজই ইঁহাদের আনুগত্যপ্রাপ্তির একমাত্র মুখ্য সাধন। ইহাই নিশ্চয় করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যে স্থাবরাদি জন্মলাভ করিতে পারিলে এই ব্রজাঙ্গনাগণের চরণরজের স্পর্শ ঘটিতে পারে সেই স্থাবর জন্মই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। প্রথমেই অত্যন্ত চমকিত হইয়া বলিলেন "অহো!" আমি অত্যন্ত দুর্ল্লভ বিষয়ে লালসা করিতেছি। এই শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে যে সকল গুল্ম-লতা ঔষধি আছে তাহারা সকলেই পরম-সৌভাগ্যবান্ ও সৌভাগ্যবতী। যেহেতু তাহারা এই সকল ব্রজাঙ্গনাগণের চরণরেণু অনায়াসে মস্তকে ধারণ করিতে পারিতেছে। যদি এই গুল্মলতা ঔষধিগণের মধ্যে কোনও একটী জন্ম লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমিও অনায়াসে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের চরণরেণু লাভে জীবন ধন্য করিতে পারিব। যদি আমাকে কেহ বলে শ্রীব্রহ্মা গোকুলে স্থাবর-জন্ম-প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে জন্মলাভের লালসা করিতেছ কেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে গোকুলমধ্যে বিভিন্নভাবের স্থাবর জাতি আছে, শ্রীবৃন্দাবনে কেবলমাত্র মধুরভাবে লালসাযুক্ত স্থাবরজাতি আছে, অতএব নিজ ভাবপোষক সঙ্গ এবং স্থান পাইবার লালসায় আমি শ্রীবৃন্দাবনেই জন্মপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিতেছি। আমি যে লতাটীর ভিতরে জন্ম লইব, তাহার পার্শ্বে যে লতাটী থাকিবে সে লতাটীরও গোপীচরণে লালসা থাকায় বায়ুভরে সে যখন আমার গায়ে উড়িয়া পড়িবে, অথবা আমি তাহার গায়ে উড়িয়া পড়িব, তখন স্বজাতীয়াশয় লতাটীর সঙ্গ আমার শ্রীগোপীচরণে লালসা পোষণ করিবে। এই অভিপ্রায়ে গোপীচরণে অনুরাগময় শ্রীবৃন্দাবনেই জন্মের প্রার্থনা করিতেছি। ইহাতে একটী আশঙ্কা আসিতে পারে যে, তুমি তৃণজন্ম লাভ করিয়া পথের বাহিরেই থাকিবে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ পথ দিয়া চলিয়া যাইবে, সুতরাং তুমি কেমন করিয়া তাঁহাদের চরণরেণু পাইবে? তাহাতে শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়ের অভিপ্রায় এই যে যখন মোহন-মুরলীরবে উন্মাসিনী হইয়া নিজ প্রাণবল্লভের নিকট অভিসার করিবেন, তখন পথ কি বিপথ তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান থাকিবেনা। সেই অবস্থায় তাঁহাদের পদরজ পাইবার লালসাতেই গুল্মলতাদিরূপে জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন। গুল্মলতা ঔষধিগণের মধ্যে উত্তরোত্তর ন্যূনতা উল্লেখ লালসার ও দৈন্যের আধিক্য প্রকাশ করিয়াছে। যদ্যপি পূর্ব্বে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের মাহাত্ম্য প্রচুরভাবে গান করিয়াছেন, তথাপি পুনরায় অতিশয় উৎসুকভাবে গাহিতে লাগিলেন যে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ দুস্ত্যজস্বজন আর্য্যপথ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ যে লোকমর্য্যাদা বেদমর্য্যাদা লক্ষ্মী প্রভৃতির পক্ষেও দুস্ত্যজ, যেহেতু তাঁহারা (শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতি) শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বলোক সর্ব্বমহাবেদ পুরুষার্থ সার বুদ্ধিতেই ভজন করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণে রাগের ঔৎকট্য নাই। ইঁহারা (শ্রীল ব্রজাঙ্গনা-গণ) কিন্তু শ্রীনন্দনন্দন বুদ্ধিতে গাঢ় অনুরাগের আবেগে স্বজন আর্য্যপথ ত্যাগ করিয়া যে মুকুন্দপদবী অবলম্বন করিয়াছেন. এই পদটী শ্রুতিগণও অন্বেষণ করেন কিন্তু নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ যে প্রীতিময়ী আকুল পিপাসার আবেগে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন, তাহা বেদবিধির অগোচর। কারণ বেদ কর্ত্তব্যতাময় পথেরই উপদেশ করিতে পারেন, কিন্তু পিপাসার পথের খবর কেমন করিয়া জানিবেন? এইরূপ উল্লেখ করিয়া শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের স্বজন আর্য্যপথ ত্যাজক অনুরাগময়ী পরকীয়াভাবের নিত্যত্ব ও সর্ব্বোত্তমত্ব, দেখান হইল। কারণ যাহা বেদগণেরও দুষ্প্রাপ্য তাহা কখনও অনিত্য বা দূষিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ভক্তগণচূড়ামণি শ্রীমান উদ্ধব মহাশয় যে ভাবের আনুগত্য প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা অবশ্যই সর্ব্বোত্তম এবং নিত্য। "ভেজুঃ" এই অতীতকালের ক্রিয়া প্রয়োগ করাতে এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, তাঁহারা পূর্ব্বে ভজিয়া ছিলেন, এখন ভজিতেছেন না, তাহারই উত্তরে শ্রীল জীব গোস্বামি পাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ সেই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, যে পথে গেলে শ্রীকৃষ্ণকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্বর ধরিতে পারিবেনই। অথচ তাঁহাকে ধরিলে সে কখনও ইহাদিগকে ছাড়িবেনা। এই প্রকার সিদ্ধান্তে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের এই আকুল পিপাসাময় পথটী নিত্য এবং সর্ব্ববেদদুর্ল্লভ ইহাই সূচিত হইল॥ ৫৫॥

যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ-
র্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতঃ প্রপদারবিন্দং
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্॥ ৫৫॥

শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ যে প্রেমময়ী আকুল পিপাসার পথ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, কেবল সেই গাঢ় অনুরাগময় পথের প্রশংসা দ্বারাই শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের উৎকর্ষ তাহা নহে। কিন্তু তাহারা যেমন করিয়া শ্রীভগবানকে লাভ করিয়াছেন, এই প্রকারে শ্রীভগবানকে কেহই লাভ করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনরূপ আকুল-পিপাসা যেমন সর্ব্ববেদদুর্ল্লভ তেমনই ব্রজাঙ্গনগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিও সর্ব্বোত্তম। তাহাই এই শ্লোকে প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সর্ব্বপ্রসিদ্ধ যে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ যেমন পরিপূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন, এমনভাবে আর কেহই লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিলে সকলকেই চমকিত হইতে হয়। এই অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে—

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বলিয়া যিনি অসমোর্দ্ধস্বরূপ-ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যপূর্ণ,সেই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের মহাভাবাখ্য প্রেমে ভাব্য, প্রকট আবির্ভাবযুক্ত পদারবিন্দ পরম স্নেহময় অনুরাগে আলিঙ্গন করিয়া বিরহজনিত সন্তাপ বিদূরিত করিয়াছিলেন। যেমন শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিন্দ গাঢ় অনুরাগময় আবেশে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন তেমনই শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণকর্ত্তৃক নিজ পদারবিন্দ আলিঙ্গনে রাগ দেখাইতেছেন। অর্থাৎ শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ আমার পদারবিন্দ আলিঙ্গন করুন এই বিষয়ে তাঁহারাও গাঢ় অনুরাগময় আবেশ দেখাইতেছেন। "ন্যস্তং" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণও গাঢ় অনুরাগময় আবেশে তাঁহাদিগের মহাভাবাখ্য প্রীতিরসভাবিত স্তনমণ্ডলে যেন বলপূর্ব্বকই অর্পণ করিয়াছিলেন। এস্থানে "ন্যস্ত" পদটী উল্লেখ করায় একটী ধ্বনি উঠিতেছে যে, যেমন কোনও মহামূল্য রত্ন কোনও বড় ধনী ও বিশ্বাসী লোকের নিকট গচ্ছিত রাখে, যেস্থানে গচ্ছিত রাখিলে ঐ মহামূল্য রত্নের কোন প্রকার উৎকর্ষ ভিন্ন অপকর্ষের সম্ভাবনা নাই, এমত স্থানেই গচ্ছিত রাখে, তেমনই নিজসুখে তাৎপর্য্যশূন্য শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের মহাভাবাখ্য প্রীতিরসবাসিত স্তনমণ্ডলে নিজ প্রকট আবির্ভাবযুক্ত চরণারবিন্দ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। যদি কেহ আমার এই পরিপূর্ণ আবির্ভাবযুক্ত চরণারবিন্দ লাভ করিতে লালসা করে তাহা হইলে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীচরণে একান্তভাবে প্রপন্ন হইলে পাইতে পারিবে। যদি ন্যস্ত পদ উল্লেখ না করিয়া অর্পিত প্রভৃতি পদ উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে এইপ্রকার অর্থসারস্য প্রকাশ পাইত না। যে শ্রীচরণারবিন্দ বৈকুণ্ঠের শ্রীলক্ষ্মী ভাববিশেষে নিজ মনে মনেই সর্ব্বদা অর্চ্চন করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্রজাঙ্গনাগণের মত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন না, ব্রহ্মা রুদ্রাদি আধিকারিক ভক্তগণ, আত্মারাম ভক্তগণ, সর্ব্বযোগেশ্বরগণ, এবং শুদ্ধভক্তিযোগিগণও মনে মনেই যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন না সেই সর্ব্বদুর্ল্লভ তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ একমাত্র ব্রজাঙ্গনাগণই পরিপূর্ণরূপে লাভ করিয়াছেন। এস্থানে "অর্চ্চিত" পদটী বর্ত্তমানে ক্ত প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায় অর্চ্চনের সার্ব্বদিকত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রাপ্তির স্থান ও কাল নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন "রাস গোষ্ঠ্যাং" অর্থাৎ শ্রীরাসের উপক্রমসভায় শ্রীযমুনাপুলিনে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শ্লোকের মর্ম্মার্থে ইহাই প্রকাশ হইল যে স্থান, কাল, পাত্র ও ভাব বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তিরও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ যমুনাপুলিনে এবং নিজ কুচপ্রদেশে প্রাণবল্লভের শ্রীচরণারবিন্দ পাইয়াছিলেন, অথচ নিজেরা যত্ন করিয়া সেই শ্রীচরণারবিন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের স্তনপ্রদেশ অতি উত্তমস্থান বোধে অর্পণ করিয়াছিলেন॥ ৫৫॥

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীনাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥৫৬॥

শ্রীমান উদ্ধব মহাশয় শ্রীল ব্রজদেবীগণের এতাদৃশ মহামহিমা বর্ণন করিতে করিতে নিজে এমনই দৈন্যসাগরে নিমগ্ন হইলেন যে, তাঁহাদের চরণে সাক্ষাৎ প্রণাম করিতেও সাহসী হইতে না পারিয়া কম্প ও গদগদ ভাবে চাটুবচনে কহিতে লাগিলেন "বন্দে" অর্থাৎ আমি দূরে থাকিয়া এই নন্দব্রজের স্ত্রী মাত্রের চরণের অসংখ্য রেণুগণ মধ্যে একটী রেণুকে প্রতিক্ষণই বন্দনা করি যতদিন পর্য্যন্ত অনায়াসে তাঁহাদের প্রাপ্তির অনুকূলে তৃণগুল্মাদি জন্ম লাভের সৌভাগ্য না ঘটে। যাঁহাদের শ্রীমুখউচ্চারিত হরিকথার উচ্চৈঃস্বরে গান "উদ্গায়তীনাং" ইত্যাদি রীতি অনুসারে ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছে। অথবা যাঁহাদের সম্বন্ধান্বিত হরিকথা মহানুভাবগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া ঊর্দ্ধ মধ্য অধঃ এই ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন। এই প্রকরণে শ্রীবেদব্যাস প্রভৃতি মহাবক্তাগণের তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত ভাগবতগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাগবতগণই পরম শ্রেষ্ঠ যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তন্মধ্যেও তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) লীলাপরিকরগণই অন্তরঙ্গ। যেহেতু অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ এই লীলাপরিকরগণেরই অনুগত। আবার শ্রীকৃষ্ণ-লীলাপরিকরগণমধ্যেও শ্রীউদ্ধব শ্রেষ্ঠ। যেহেতু একাদশ স্কন্ধে "ত্বং তু ভাগবতেষ্বহম্" অর্থাৎ সমস্ত ভাগবতগণের মধ্যে "তুমিই আমি" এইরূপে ভক্ত বিভূতি মধ্যে পরিগণিত ইত্যাদি রাশি রাশি প্রমাণে শ্রীমান উদ্ধব মহাশয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। সেই শ্রীল উদ্ধব মহাশয়েরও শ্রীল ব্রজদেবীগণের ভাবের প্রতি পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রকার স্পৃহা এবং তাঁহাদের প্রতি আদর ও দৈন্য শুনা যায়, কিন্তু কখনও পট্টমহিষীগণের প্রতি উদ্ধবের এইপ্রকার আদর বা দৈন্য দেখা যায় না। অতএব কোন্ জন শ্রীল ব্রজদেবীগণের চরণের অনুগতি না করিবে? —তন্মধ্যে শ্রীরাধারাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধিকার শ্রীচরণারবিন্দ কোন্ জন বাঞ্ছা না করিয়া থাকিতে পারে?

"তং শ্রীমদুদ্ধবং বন্দে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবরোঽপি যঃ।
গোপীপাদাব্জ ধূলিস্পৃক্ তৃণজন্মাপ্যযাচত॥" ॥৫৬॥

শ্রীশুক উবাচঃ—

অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ।
গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্।
তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়নপাণয়ঃ।
নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ ॥৫৭॥

এইপ্রকার দশমাস কাল শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় ব্রজে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করতঃ সকল ব্রজবাসীর চিত্ত সমাধানপূর্ব্বক যখন মথুরাতে যাইবার জন্য রথে আরোহণ করিলেন সেই সময় সকলের প্রেমপরিপাটী অনুসারে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি দাশার্হ অর্থাৎ দাশকুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বনীতিজ্ঞ। সেই অনুমতি প্রার্থনার ক্রম এই যে—যাঁহার যেমন প্রেমের উৎকর্ষ নিজে অনুভব করিয়াছিলেন, সেই উৎকর্ষের তরতমতা অনুসারে প্রথমতঃ শ্রীরাধিকার নিকটে মথুরায় যাইবার অনুমতি চাহিলেন। কারণ সকল ব্রজাঙ্গনা হইতে শ্রীরাধিকার প্রেমই অতি শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয়। হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধিকে! আমার আপনাদের শ্রীচরণ-সমীপে থাকাই পরম লাভ, কিন্তু আপনার প্রাণকোটি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের সংবাদ জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। তাই তাঁহার চিত্ত বিনোদ সম্পাদনের জন্য মথুরায় যাওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি, যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে আপনার কিছু বলিবার থাকিলে এ দাসের প্রতি আদেশ করুন। শ্রীমান উদ্ধব মহাশয়ের এই প্রকার সবিনয় প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন—হে উদ্ধব! তুমি যেমন আমাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আমাদের বিরহজনিত বেদনার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলে, তেমন-ভাবে তাঁহার নিকটে আমাদের এই বিরহজনিত দুরবস্থার কথা সহসা বিজ্ঞাপন করিও না। কারণ আমি বজ্রময়ী তাই তাঁহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়াও বিদীর্ণহৃদয়া হই নাই, যদি আমার হৃদয় বজ্রনির্ম্মিত না হইত তাহা হইলে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিশ্চয়ই তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া ফাটিয়া যাইত। সে কিন্তু সতত নবনীতময় অর্থাৎ নবনীতের মত তাঁহার হৃদয় অতি সুকোমল, আমাদের এই দুরবস্থার কথা শুনিলে সে কিছুতেই বাঁচিতে পারিবে না। যেদিন তোমার প্রভুকে মথুরায় রাখিয়া সুবলাদি সখাগণ ব্রজে আসিল, তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হে সুবল! মথুরায় কি কেহ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক আছে যে তাঁহার হৃদয় বুঝিয়া সেবা করিয়া সুখী হইতে পারে? তাহার উত্তরে সুবল তোমারই নাম করিয়াছিল। আমি শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছে বলিয়া দুঃখিতা নই, কিন্তু যেখানে তাঁহার মরম বুঝিয়া সেবা করিয়া সুখী করিবার কে আছে, মথুরায় কি রাধা নামে কোন দাসী আছে? এই ভাবিয়া আমি অত্যন্ত কাতর ছিলাম, যখন তোমার কথা শুনিলাম তখন অনেকটা শান্ত হইয়াছিলাম। যখন তুমি গোপীগণের সঙ্গে প্রসঙ্গ করিতেছিলে, তখন আমাদের বিরহে সে কাতর এই কথাটী মুখ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র আমি বুঝিলাম তুমি কামের সংবাদ জান, কিন্তু প্রেমের খবর রাখনা। যেহেতু বিশুদ্ধ প্রেমিকা যে হয় সে কখনও নিজপ্রিয়তমের দুঃখের কথা শুনিয়া সুখিনী হইতে পারে না। তাই সেই দিন হইতে সুবলের মুখ হইতে তুমি একজন প্রেমিক বলিয়া যাহা শুনিয়াছিলাম, সে কথাটা ভুল বলিয়া বুঝিলাম এবং সেই দিন হইতেই আমার উন্মত্ততা বাড়িয়া গেল।—তাই তোমাকে বলিতেছি, তাঁহাকে আমাদের দুরবস্থার কথা সহসা শুনাইও না। যদি শুনাইতে হয় তবে ধীরে ধীরে কখন কখন কোনও অবসরে শুনাইও। এই বলিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্রিকা দিলেন। সেই পত্রিকাখানি দিবার সময় শ্রীরাধার চোখে জল আসিল এবং শ্রীহস্ত কাঁপিতে লাগিল। পত্রিকাখানিতে এই কথা লিখিত ছিল :—

"ব্রজশশধরতা ব্রজগাস্ত্যাজ্যা ন কলঙ্কশঙ্কয়া ভবতা।
ন শশী কলঙ্কভয়মপ্যাজ্ঞাতি শশকং স্বমাশ্রিতং
জাতু॥ ইতি॥

হে ব্রজসুধাকর! যদ্যপি তুমি ব্রজ আঁধার করিয়া বর্ত্তমানে মথুরাগগণে উদিত হইয়াছ, তথাপি কলঙ্ক-আশঙ্কায় ব্রজাঙ্গনাগণকে ত্যাগ করিও না। চন্দ্রমা নিজ আশ্রিত কলঙ্কমূর্ত্তি শশককে ত্যাগ করে না। মৃগাঙ্ক বুকে লইয়াই সকলের নিকটে উদিত হয়। তাহাতে চন্দ্রের উপরে কেহ কোন দোষারোপ করেনা। আমাদিগকেও সেই প্রকার বুকে রাখিও। তখন শ্রীউদ্ধব মহাশয় প্রার্থনা করিলেন, আপনার প্রাণবল্লভকে একবার ব্রজে আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইব কি? তাহার উত্তরে শ্রীরাধিকা বলিলেন—না, যতদিন পর্য্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইয়া আমার কাছে আসিতে না পারিবে ততদিন পর্য্যন্ত যেন সে সচিন্তহৃদয়ে আমার কাছে না আসে। কেননা শুধু তাহাকে পাইয়া আমি সুখী নই, কিন্তু তাহার মুখে হাসি দেখিলেই সুখিনী হই। অনুরোধময় প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন সুখদ হয়না।

তৎপরে উদ্ধব সমস্ত গোপীগণের নিকটে অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনুমতি লইয়া বাৎসল্যময়ী মা যশোদার অনুমতি চাহিলেন। তৎপরে শ্রীনন্দবাবার অনুমতি লইলেন। তাহার পর গুরুজনক্রমে সকল গোপগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন শ্রীমান উদ্ধব মহাশয়ের রথ আরোহণের পরিপাটি বর্ণন করিতেছেন :—পূর্ব্বপ্রকারে রথে আরোহণ করিবার জন্য ব্রজ হইতে বাহির হইয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে, শ্রীলব্রজরাজ প্রভৃতি ব্রজবাসীগণ গাঢ় অনুরাগভরে নিজ নিজ চিহ্নে অঙ্কিত উপায়নসকল অর্পণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে শ্রীল ব্রজেশ্বরীর নিজ পুত্রের জন্য শ্রীবলদেব ও শ্রীরোহিণী এবং শ্রীদেবকী দেবীর জন্য নবনীত ও ক্ষীরের লাড়ু প্রভৃতি অর্পণ করিলেন। শ্রীল ব্রজদেবীগণ স্বীয় প্রাণেশ্বরের জন্য নিজ নিজ শিল্পচিহ্নে অঙ্কিত গুঞ্জাহার প্রভৃতি অর্পণ করিলেন। শ্রীদাম প্রভৃতি সখাবৃন্দ নিজ প্রিয় সখার জন্য তাঁহার পরিচিত বন্য পুষ্প, ফল, মূল, প্রভৃতি অর্পণ করিলেন শ্রীল ব্রজেশ্বরও নিজ পুত্রের জন্য কস্তুরী গজমুক্তাহার প্রভৃতি এবং শ্রীল বসুদেবের জন্য ঘৃতপক্ক প্রভৃতি ও শ্রীল উগ্রসেন মহাশয়ের জন্য গোরস প্রভৃতি অর্পণ করিয়াছিলেন। সকলেই শ্রীমান উদ্ধব মহাশয়ের জন্য বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ন অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই অর্পণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম করিতে প্রেমে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধীর প্রভৃতি ও শ্রীল উগ্রসেন মহাশয়ের জন্য গৌরব অলঙ্কার প্রভৃতি অর্পণ করিয়াছিলেন। সকলেই শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়ের জন্য বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ন অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই অর্পণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম করিতে প্রেমে, নেত্রে অশ্রু এবং কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। তৎপর শ্রীপাদ নন্দ প্রমুখ গোপগণ অশ্রুযুক্তনেত্রে ও গদগদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥৫৮॥

যদি আপনারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই মনে করেন, আর যদিও আমাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি বহুদূরে, তথাপি সেই শ্রীকৃষ্ণে নিজ নিজ ভাবসমুচিত মনের সকল প্রকার বৃত্তি সেই শ্রীকৃষ্ণেই যেন থাকে। কোনও অবস্থাতেও অর্থাৎ সে আমাদের পুত্রই হউক্ আর ঈশ্বরই হউক্ যেন তাহার প্রতি মন উদাসীন না হয়। আমাদের বাক্যসমূহ যেন তাহারই নামকীর্ত্তনে থাকে, কায় যেন তাহাতেই নম্রতা ও সেবা প্রভৃতিতে নিরত থাকে। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীনন্দ প্রমুখ গোপগণের যে ঈশ্বর ভাবের উক্তি দেখা যায় সেটী কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকৃত নয়, যেহেতু পূর্ব্বে "নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ" অর্থাৎ অনুরাগভরেই তাঁহারা বলিয়াছিলেন এইরূপ উক্তি থাকায় এ সমুদয় উক্তি অনুরাগ হইতেই উত্থিত। অত্যন্ত দুঃখে কাতর হইয়াই "জানিনা কি দোষে প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইলাম।" এইভাবেই অভ্যুপগম-সিদ্ধান্তে (অস্বীকার্য্য বিষয়ে স্বীকার করিয়া যে উক্তি প্রকাশ পায় তাহার নাম অভ্যুপগম বাদ) বলিয়াছিলেন। এখানের তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্ব অবস্থাতেই যেন আমাদের মন, বাক্য কায়ের বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণেই থাকে, যেন কখনও উদাসীনভাব না আইসে। তোমাদের মতে সে ভগবানই হউক্ অথবা মানুষই হউক্ সর্ব্বসময়ের জন্য তাহাতেই কায়, বাক্য, মনের বৃত্তি থাকাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ৫৮ ॥

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈঃ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৫৯ ॥

বিয়োগময় পিতৃবাৎসল্যে অত্যন্ত খেদভরে বাবা ব্রজরাজ আরও বলিলেন হে উদ্ধব! তোমাদের মতে যদি শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরই হয়, তাহা হইলেও, ঈশ্বরেচ্ছায় নিজকৃত কর্ম্মফলে আমরা যে কোনও যোনিতে এবং যে কোনও স্থানে কেন যাই না, মঙ্গলময় নিত্যনৈমিত্তিক প্রভৃতি শুভকর্ম্মের দ্বারা এবং গো প্রভৃতি দানরূপ মঙ্গলকার্য্য অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের যেন কৃষ্ণেতেই রতি মতি থাকে। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে বিরহজনিত দৈন্যে বিবশ হইয়া বাবা ব্রজরাজ এইরূপ দীনভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্য এবং বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসের মুখ্য পরিকর শ্রীল ব্রজরাজ প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ প্রার্থনা কোনও প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্য পূর্ব্বশ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে—"নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ" অর্থাৎ শ্রীনন্দ-প্রমুখ গোপগণ অনুরাগ আবেশেই এইরূপ বলিয়াছিলেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ বলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের একটী স্বভাব এই যে—বিরহ অবস্থায় নিজ প্রিয়জনের ঔদাসীন্য বুঝিতে পারিলে অতি বলিষ্ঠ দৈন্যে তাহার প্রতি দাস্য গ্রহণ করাইয়া থাকে। যেমন শ্রীবলদেবচন্দ্র শিশুবৎসহরণ-প্রসঙ্গে "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুঃ" অর্থাৎ আমার প্রভুরই এই মায়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। এই স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজাভিমানী শ্রীবলদেব চন্দ্রেরও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্য-ভাব লক্ষিত হয়। শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে মুকুটমণি শ্রীরাধারও শ্রীরাসপ্রসঙ্গে "দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে" অর্থাৎ তোমার দাসী যে আমি এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উল্লেখ আছে যে—

"কৃষ্ণ প্রেমার এক অদ্ভুত স্বভাব।
গুরু সম লঘুরে করায় দাস্যভাব॥"
আনের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়।
সেই কৃষ্ণ পদে রতি মতি যে মাগয়॥" ৫৯ ॥

এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ!।
উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছৎ মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ৬০ ॥
কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাম্।
বাসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ ॥ ৬১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই প্রকারে কৃষ্ণানুরাগময়ী ভক্তিদ্বারা গোপগণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় পুনরায় মথুরায় আগমন করিয়াছিলেন। এস্থানে হয়তো কাহারও মনে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে উদ্ধব "আসামহো" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের চরণরেনুপ্রাপ্তি লালসায় শ্রীবৃন্দাবনে গুল্মলতাদিরূপে জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি ব্রজ ছাড়িয়া কেমন করিয়া মথুরায় গমন করিলেন? তাহাতেই বলিলেন "কৃষ্ণপালিতাম্" অর্থাৎ মথুরা সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পালিত হইতেছে। অতএব তাঁহার একান্ত প্রিয়তম ভৃত্যের পক্ষে শ্রীমথুরাতেই যাওয়া কর্ত্তব্য। এই স্থানে শ্রীল চক্রবর্ত্তি পাদ বলেন শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসিদিগকেই যখন পালন করিতেছেন, তখন ব্রজবাসিদিগকে কেন পালন করিবেন না? এই প্রকার ওলাহন দিবার জন্যই মথুরায় গিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় মথুরায় প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ নিজ অন্তঃপুরে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে আলিঙ্গন ও কুশল প্রশ্ন করিলে শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকৃত কুশলপ্রশ্ন প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মথরাবাসী হইতে অতিশয় প্রেম এবং তাহাদের সেই সেই বচন এবং অনুরাগময় চেষ্টা প্রভৃতি যথাবসরে যথাযোগ্য সব জানাইয়াছিলেন এবং বলিলেন হে প্রভু ব্রজবাসীগণের তোমার সাক্ষাৎ দর্শনেই প্রীতি এবং দুঃখ শোক নিবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে। তোমার সাক্ষাৎ দর্শন বিনা, আমার চাতুর্য্যে অথবা তোমার সন্দেশরাশিতে তাহাদের সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগের যে প্রেম ও প্রেমচেষ্টা দর্শন করিলাম তাহা কখনও কোনও ভক্তের আছে বলিয়া জানি না এবং কাহারও মুখেও শুনি না। হে নাথ তুমি ভক্তিবশগ, ভক্তি দৃশ্য, ভক্তিপ্রাপ্য বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত। অথচ আমি তোমার সকল ভক্তগণ হইতে ব্রজবাসিগণের ভক্তির যে উদ্রেক সাক্ষাৎ দেখিয়া আসিলাম। যেহেতু—

শ্বেতীকৃতাখিলজনং বিরহেন তবাধুনা।
গোকুলং কৃষ্ণ! দেবর্ষেঃ শ্বেতদ্বীপভ্রমং দধে ॥"

হে কৃষ্ণ সম্প্রতি তোমার বিরহে গোকুলবাসী সকলেই শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তোমার সাধের গোকুল দেবর্ষি নারদের নিকট ভ্রম উৎপাদন করিতেছে। তোমার পিতা নন্দ মহারাজের কিন্তু মহাঅনুরাগময় এই ভাবের আবর্ত্ত তুমিই বুঝিতে সমর্থ; যেহেতু আসিবার সময় তিনি বলিলেন আমার মন, বাক্য ও কায়ের বৃত্তি যেন শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়ে থাকে। তোমার মাতা কিন্তু অনুরাগে গদগদকণ্ঠ হইয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই। এই কথা শুনিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ ধৈর্য্যহারা হইয়া সভার মাঝে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। নিজ প্রেয়সীগণের প্রেমবাড়বানল কিন্তু রজনীযোগে কোনও নির্জ্জন স্থানে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। প্রেয়সীগণের শিরোমণি শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ, চিত্রজল্প প্রভৃতির আভাসমাত্র ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধব মুখে যাহা শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত রাত্রি কেবল 'হা রাধে! আমার চিত্ত ভ্রমরের মাধবীমঞ্জরী! আজ তুমি কোথায়, আমি কোথায়। কখনও ভাবি নাই যে এই গাঢ় অনুরাগময় প্রেমে এতাদৃশ দুরন্ত বিরহ ঘটিবে।' এইরূপ ভাবে বহু বিলাপ করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় যাহার যাহার নাম করিয়া বাবা ব্রজরাজ ও মা ব্রজেশ্বরী উপায়ন সকল অর্পণ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে সেই সকল উপায়ন অর্পণ করিলেন।

মৎকুলৈকগতি শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অপার করুণায় মৎসঙ্কলিত এই শ্রীগ্রন্থখানি ১৩৪১ সনের আষাঢ় মাসের রথদ্বিতীয়া তিথিতে সমাপ্ত হইলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ বৈষ্ণবপাড়া। — শ্রীশ্রীগুরুচরণদাসানুদাসাভাস শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী

সমাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आग्र
भरतनि

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi